



**The sweetest Children!**  
**Manmana Bava! Mathyaji Bava!**  
**Daily Murli Bengali**  
**May 2024**

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা প্রমাণ করে বলো যে অসীম জগতের বাবা হলেন আমাদের পিতাও, শিক্ষকও আবার সঙ্গুরুও, তিনি সর্বব্যাপী হতে পারেন না।

\*প্রশ্নঃ - এই সময় দুনিয়ায় অতি দুঃখ কেন রয়েছে, দুঃখের কারণ শোনাও?

\*উত্তরঃ - সমগ্র দুনিয়ায় এই সময় রাহুর দশা চলছে, সেই কারণেই দুঃখ রয়েছে। বৃক্ষপতি বাবা যখন আসেন তখন সকলের উপর বৃহস্পতির দশা বসে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় বৃহস্পতির দশা থাকে, রাবণের নাম-নিদর্শনও থাকে না, সেইজন্য সেখানে দুঃখ থাকে না। বাবা এসেছেন সুখধামের স্থাপনা করতে, সেখানে দুঃখ থাকতে পারে না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বসে বুঝিয়ে থাকেন কারণ সমস্ত বাচ্চারা এই একথা জানে - আমরা হলাম আত্মা, নিজেদের ঘর থেকে, অনেক দূর থেকে আমরা এখানে এসেছি। এসে এই শরীরে প্রবেশ করে থাকি, ভূমিকা পালন করার জন্য। ভূমিকা আত্মাই পালন করে থাকে। এখানে বাচ্চারা বসে রয়েছে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে কারণ বাবা বুঝিয়েছেন যে বাচ্চারা, স্মরণের দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। একে যোগও বলা উচিত নয়। যোগ তো সন্ন্যাসীরা শেখায়। স্টুডেন্টের সঙ্গে টিচারেরও যোগ থাকে, বাচ্চাদের বাবার সঙ্গে যোগ থাকে। এ হলো আত্মাদের আর পরমাত্মার অর্থাৎ বাচ্চাদের এবং বাবার মেলা। এ হলো কল্যাণকারী মিলন। বাকি সব হলো অকল্যাণকারী। এ হলো পতিত দুনিয়া, তাই না ! তোমরা যখন প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে বোঝাও তখন আত্মা আর পরমাত্মার পরিচয় দেওয়াই হলো সঠিক। আত্মারা সকলেই হলো বাচ্চা আর উনি হলেন পরমপিতা পরম আত্মা যিনি পরমধানে থাকেন।

কোনো বাচ্চাই নিজের লৌকিক বাবাকে পরমপিতা বলবে না। পরমপিতাকে দুঃখেই স্মরণ করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। পরমাত্মা থাকেনই পরমধামে। এখন তোমরা আত্মা আর পরমাত্মার জ্ঞান বুঝিয়ে থাকো, সেইজন্য কেবল একথা বুঝিওনা যে দুজন বাবা আছেন। তিনি হলেন বাবাও, শিক্ষকও। একথা অবশ্যই বোঝাতে হবে। আমরা সকলেই হলাম ভাই ভাই, উনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। ভক্তিমার্গে সকলেই ঈশ্বর পিতাকে স্মরণ করে কারণ ঈশ্বরের থেকে ভক্তির ফল পাওয়া যায় অথবা বাবার থেকে বাচ্চারা উত্তরাধিকার নেয়। ভগবান বাচ্চাদেরকে ভক্তির ফল দেন। কি দেন? বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। কিন্তু তোমাদের কেবল বাবাকে প্রমাণ করলেই হবে না। উনি হলেন বাবাও, শিক্ষা প্রদানকারীও, সঙ্গুরুও। এরকমভাবে বোঝাও তাহলে সর্বব্যাপীর চিন্তা উড়ে(চলে) যাবে। এও অ্যাড করো। ওই বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। উনি এসে রাজযোগ শেখান। বলো, উনি হলেন শিক্ষা প্রদানকারী টিচারও, তাহলে পুনরায় সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারেন ? টিচার অবশ্যই আলাদা, স্টুডেন্ট হলো আলাদা। যেমন বাবা হলেন আলাদা, বাচ্চা হলো আলাদা। আত্মারা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে, ওঁনার মহিমাও করে থাকে। বাবাই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি এসে আমাদের মনুষ্য সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনিয়ে থাকেন। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। আমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাই। সাথে সাথে এও বোঝান যে দুজন বাবা রয়েছে। লৌকিক বাবা প্রতিপালন করে তারপর টিচারের কাছে যেতে হয় পড়াশোনার জন্য। তারপর ৬০ বছর পরে বাণপ্রস্থ অবস্থায় যাওয়ার জন্য গুরু করতে হয়। বাবা, টিচার, গুরু আলাদা আলাদা হয়। এই অসীম জগতের বাবা তো হলেন সকল আত্মাদের বাবা, জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন মনুষ্যসৃষ্টির বীজরূপ, সৎ-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ। তিনি হলেন সুখের সাগর, শান্তির সাগর। ওঁনার মহিমা কীর্তন শুরু করে দাও কারণ দুনিয়ায় মতভেদ অনেক রয়েছে, তাই না ! সর্বব্যাপী যদি হয় তাহলে আবার টিচার হয়ে পড়বেন কিভাবে ! তারপর তিনি হলেন সঙ্গুরুও, সকলের গাইড হয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। শিক্ষা দেন অর্থাৎ স্মরণ শেখান। ভারতের প্রাচীন রাজযোগেরও গায়ন রয়েছে। পুরোনোর থেকেও পুরোনো হলো সঙ্গমযুগ। নতুন এবং পুরোনো দুনিয়ার মাঝখানে। তোমরা বোঝো যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবা এসে আপন করে নিয়েছিলেন আর আমাদের টিচার- সঙ্গুরুও হয়েছিলেন। তিনি কেবল আমাদের বাবাই নন, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ টিচারও, যিনি আমাদের শিক্ষা দেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান কারণ তিনি হলেন বীজরূপ, বৃক্ষপতি। তিনি যখন ভারতে আসেন তখন ভারতের উপর বৃহস্পতির দশা বসে। সত্যযুগে সবসময় সুখী দেবী-দেবতারা থাকেন। সকলের উপরেই বৃহস্পতির দশা বসে। যখন আবার দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন সকলের উপরেই রাহুর দশা বসে। বৃক্ষপতিকে কেউই জানে না। না জানলে,

তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে।

তোমরা এখানে যখন বসো তখন অশরীরী হয়ে বসো। এই জ্ঞান তো প্রাপ্ত হয়েছে - আত্মা হলো আলাদা, ঘর হলো আলাদা। ৫ ত্বয়ের পুতুল(শরীর) তৈরি হয়। তার মধ্যে আত্মা প্রবেশ করে। সকলের পাট নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। সর্বপ্রথমে মূখ্য কথা এটাই বোঝাতে হবে যে বাবা হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার। লৌকিক বাবা, টিচার, গুরুর কন্ট্রাস্ট বলে দিলে তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে, তর্ক করবে না।

আত্মাদের পিতার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। এই বিশেষতা রয়েছে। তিনি আমাদের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। পূর্বে ঋষি, মুনি ইত্যাদিগণ তো বলতেন আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। কারণ সেই সময় তারা সত্য ছিলেন। প্রত্যেকটি বস্তুই সত্যপ্রধান, সত্য, রজো, তমোতে আসে। নতুন থেকে পুরোনো অবশ্যই হয়। তোমাদের এই সৃষ্টি চক্রের আয়ুও জানা রয়েছে। মানুষ এটা ভুলে গেছে যে এর আয়ু কত। এছাড়া এই শাস্ত্র ইত্যাদি সবকিছুই ভক্তিমার্গের জন্য নির্মিত হয়েছে। অনেক গাল-গল্প লেখা হয়েছে। সকলের বাবা তো একজনই। সদগতিদাতা হলেন এক। গুরু অনেক রয়েছে। সঙ্গতি প্রদানকারী সঙ্গুরু একজনই হয়। সঙ্গতি কিভাবে হয় সেও তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকেই সদগতি বলা হয়। ওখানে অল্প সংখ্যক মানুষই থাকে। এখন তো কত অগণিত মানুষ রয়েছে। ওখানে তো কেবল দেবতাদের রাজ্য থাকবে। তারপর ডিনামেস্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণ দি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড চলতে থাকে। যখন ফার্স্ট হবে, তখন কত অল্প মানুষজন থাকবে। এই চিন্তাও কেবল তোমাদের মধ্যেই চলতে থাকে। বাম্বারা, তোমরা এ'কথা বোঝো যে ভগবান হলেন তোমাদের অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের বাবা, তিনি হলেন একজনই। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা। পার্থিব জগতের বাবার থেকে পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, অসীম জগতের বাবার থেকে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - ২১ জন্ম স্বর্গের বাদশাহী। ২১ জন্ম অর্থাৎ যখন বৃদ্ধাবস্থা আসে তখন শরীর পরিত্যাগ করে। ওখানে নিজেকে আত্মা হিসেবে জানে। এখানে দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে জানে না যে আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। এখন দেহ-অভিমানীদের আত্ম-অভিমানী তৈরি করবে কে ? এই সময় একজনও আত্ম-অভিমানী নেই। বাবাই এসে আত্ম-অভিমানী করেন। ওখানে এ কথা জানে যে আত্মা একটি বড় শরীর ত্যাগ করে ছোট বাম্বা হয়ে জন্ম নেবে। সাপেরও উদাহরণ রয়েছে। এই সাপ, ভ্রমর ইত্যাদির মতো সবকিছুই হলো এখানকার আর এই সময়ের। যা আবার ভক্তিমার্গে কাজে আসে। বাস্তবে তোমরা হলে ব্রাহ্মণী, যারা বিষ্ঠার পোকাকে ভুঁ-ভুঁ করে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করো। বাবার মধ্যে নলেজ রয়েছে, তাইনা ! তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। সকলেই শান্তি চাইতে থাকে। শান্তি দেবা... কাউকে ডাকে কি? যিনি হলেন শান্তির দাতা অথবা সাগর, ওঁনার মহিমাও গায় কিন্তু অর্থ রহিত(অর্থ ছাড়া)। বলে দেয় কিন্তু বোঝেনা কিছুই। বাবা বলেন -- এই বেদ- শাস্ত্রাদি সবকিছুই ভক্তি মার্গের। ৬৩ জন্ম ভক্তি করেছে। কত অগণিত শাস্ত্র রয়েছে। কোনো শাস্ত্র পড়ে আমায় পাওয়া যায় না। আমায় আহবান করে -- এসে পবিত্র করো। এ হলো তমোপ্রধান, আবর্জনার দুনিয়া, যা কোন কাজের নয়। কত দুঃখ রয়েছে। দুঃখ কোথা থেকে এসেছে ? বাবা তো তোমাদের অত্যন্ত সুখ দিয়েছিলেন, তারপর তোমরা কিভাবে সিঁড়িতে নীচে নেমে গেছো ? গাওয়াও হয়ে থাকে, জ্ঞান আর ভক্তি। জ্ঞান বাবা শোনায়, ভক্তি রাবণ শেখায়। দেখতে না বাবাকে পাওয়া যায়, না রাবণকে পাওয়া যায়। দুজনকেই এই চোখের মাধ্যমে দেখা যায় না। আত্মাকে বোঝা যায়। আমরা হলাম আত্মা, তাহলে আত্মার বাবাও অবশ্যই রয়েছে। বাবা পুনরায় টিচারও হন, আর এরকম কেউ হয় না।

এখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য সঙ্গতি পেয়ে যাও, তারপর গুরুর দরকারই থাকে না। বাবা হলেন সকলের পিতাও, আবার শিক্ষকও, যিনি পড়ান। তিনি হলেন সকলকে সদগতি প্রদানকারী সঙ্গুরু, সুপ্রিম গুরু। তিনজনকেই তো সর্বব্যাপী বলতে পারেনা। তিনি তো সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে থাকেন। মানুষ স্মরণও করে -- হে পতিতপাবন এসো, সকলের সদগতিদাতা এসো, সকলের দুঃখকে হরণ করো, সুখ প্রদান করো। হে গডফাদার, হে লিবারেটর। তারপর আমাদের গাইডও হও -- নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করো। রাবণ রাজ্য কোনো লঙ্কাতে থাকে না। এই যে সমগ্র ধরনী রয়েছে তাতে এই সময়ে রাবণ রাজ্য রয়েছে। রামরাজ্য কেবল সত্যযুগেই থাকে। ভক্তিমার্গে মানুষ কত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

এখন তোমরা শ্রীমৎ পাছো শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। সত্য যুগে ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। এখনো পর্যন্ত ওনাদের পূজা করতে থাকে। ভারতের উপর বৃহস্পতির দশা ছিল, তাই সত্যযুগ ছিল। এখন রাহুর দশায় দেখো ভারতের কি অবস্থা হয়ে গেছে। সবকিছু আনরাইটিয়াস (ন্যায়নীতিহীন) হয়ে গেছে। বাবা রাইটিয়াস (ন্যায়নিষ্ঠ) করে গড়ে তোলেন। রাবণ

আনরাইটিয়াসে পরিণত করে। বলাও হয়ে থাকে, রাম রাজ্য চাই। তাহলে এখন রাবণ রাজ্যে রয়েছে, তাই না ! নরকবাসী। রাবণ রাজ্যকে নরক বলা হয়। স্বর্গ আর নরক হলো আধা-আধি। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে রাম রাজ্য কাকে আর রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়ে থাকে? তাহলে সর্বপ্রথমে এইরকম নিশ্চয় বুদ্ধি তৈরি করতে হবে। উনি হলেন আমাদের বাবা। আমরা সকল আত্মারা হলোম ভাই-ভাই। বাবার থেকে সকলের উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হয়েছিল। বাবা রাজযোগ শিখিয়ে সুখধামের মালিক বানিয়েছিলেন। বাকিরা সকলেই চলে গিয়েছিল শান্তিধামে। বাচ্চারা এও জানে যে বৃক্ষপতি হলেন চৈতন্য। তিনি হলেন সৎ-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ। আত্মারা হলো সত্যও, আবার চৈতন্যও। বাবাও হলেন সত্য, চৈতন্য, তিনি হলেন বৃক্ষপতি। এ হলো উল্টো বৃক্ষ, তাই না ! এর বীজ উপরে রয়েছে। বাবাই এসে বুমিয়ে থাকেন যে যখন তোমরা তমোপ্রধান হয়ে যাও তখন বাবা সতোপ্রধান বানানোর জন্য আসেন। হিন্দি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। এখন তোমাদের বলে থাকেন হিন্দি-জিওগ্রাফী.... ইংরেজী শব্দ বোলো না। হিন্দীতে বলবে ইতিহাস-ভূগোল। ইংরেজিতে তো সব মানুষ পড়েই। মনে করে ভগবান গীতা সংস্কৃতে শুনিয়েছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। ওখানে এই ভাষা ছিল, এইরকম তো লেখা নেই। ভাষা অবশ্যই রয়েছে। যে যে রাজা হয়, তাদের নিজস্ব ভাষা থাকে। সত্যযুগীয় রাজাদেরও নিজস্ব ভাষা থাকবে। ওখানে সংস্কৃত নেই। সত্যযুগের রীতি-রেওয়াজই আলাদা। কলিযুগীয় মানুষের রীতি-রেওয়াজ আলাদা। তোমরা সকলেই হলে মীরা, যারা কলিযুগীয় লোক-লজ্জা, কুলের মর্যাদা পছন্দ করো না। তোমরা কলিযুগীয় লোকলজ্জা পরিত্যাগ করো, তখন কত ঝগড়া হয়। বাবা তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিয়েছেন - কাম হলো মহাশত্রু। এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। যারা জগৎজিত হবে তাদের এই চিত্রও সামনে থাকবে। তোমরা তো অসীম জগতের বাবার থেকে পরামর্শ পাও যে বিশ্বে শান্তি স্থাপন কিভাবে হবে? শান্তি দেবা বললেও বাবাই স্মরণে আসে। বাবাই এসে প্রতিকল্পে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন। কল্পের আয়ুর দীর্ঘ করে দেওয়ায় মানুষ কুস্কর্ষণের নিদ্রার মতন শুয়ে রয়েছে।

সর্ব প্রথমে তো মানুষকে একথা পাকাপাকিভাবে নিশ্চয় করাও যে উনি হলেন আমাদের বাবাও, টিচারও। টিচারকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলবে? বাচ্চারা, তোমরা জানো বাবা কিভাবে এসে আমাদের পড়ান। তোমরা ওঁনার বায়োগ্রাফি জানো। বাবা আসেনই - নরককে স্বর্গে পরিণত করতে। টিচারও হলেন তিনি, তারপর সাথে করে নিয়েও যান। আত্মারা হলো অবিনাশী। তারা নিজের সম্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঘরে ফিরে যায়। তাহলে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাইডও তো চাই, তাই না ! দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে তারপর গাইড হয়ে সকলকে নিয়ে যান। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) কলিযুগীয় লোক-লজ্জা, কুল মর্যাদা ছেড়ে ঈশ্বরীয় কুলের মর্যাদাগুলিকে ধারণ করতে হবে। অশরীরী বাবা যা শুনিয়ে থাকেন তা অশরীরী হয়ে শোনার অভ্যাস পাকাপোক্ত করতে হবে।

২ ) অসীম জগতের বাবা হলেন পিতাও, টিচারও, সঙ্গুরুও, এই কন্সট্রাস্ট সকলকে বোঝাতে হবে। একথা প্রমাণ করতে হবে যে অসীম জগতে বাবা সর্বব্যাপী নয়।

\*বরদানঃ:-\* পার্থিব জগতের বালখিল্য অপকর্মের থেকে বেরিয়ে এসে আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তিতে (নাজ-এ) থাকা প্রীতবুদ্ধিসম্পন্ন ভব  
অনেক বাচ্চারা পার্থিব জগতের বালখিল্য অপকর্ম অনেক করে থাকে। যেখানেই 'আমার স্বভাব, আমার সংস্কার' এই শব্দ আসে, সেখানে এই ধরনের বালখিল্য অপকর্ম শুরু হয়ে যায়। এই 'আমার' শব্দটিই কুচক্র নিয়ে আসে। কিন্তু যে বাবার থেকে আলাদা সে আমার হয়ই না। আমার স্বভাব বাবার স্বভাবের থেকে আলাদা হতে পারে না, সেইজন্য পার্থিব জগতের বালখিল্য অপকর্মের থেকে বেরিয়ে এসে আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তিতে থাকো। প্রীত বুদ্ধি হয়ে অনুরাগে পরিপূর্ণ বালখিল্য আচরণ করতে হলে অবশ্যই করো।

\*স্নোগানঃ:-\* বাবার প্রতি, সেবার প্রতি আর পরিবারের প্রতি মুহূর্তত (ভালোবাসা) থাকলে তখন মেহনত (পরিশ্রম) থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের বুলবুল পাখি হয়ে নিজ সম তৈরি করার সেবা করো, পরীক্ষা করে দেখো যে কতজনকে নিজ সম তৈরি করেছি, স্মরণের চার্ট কি রকম আছে?"

\*প্রশ্নঃ - ভগবান নিজের সন্তানদের কোন্ কথা দেন যা মানুষ দিতে পারে না?

\*উত্তরঃ - ভগবান প্রমিস করেন (কথা দেন) - বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজ গৃহে অবশ্যই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পবিত্র হবে, তাহলে মুক্তি ও জীবনমুক্তিতে যাবে। যদিও মুক্তিতে অর্থাৎ পরমধামে সবাইকে যেতেই হবে। কেউ যেতে চাক বা না চাক, জোর করেই তার হিসাব নিকেশ মিটিয়ে নিয়ে যাবো। বাবা বলেন যখন আমি আসি তখন তোমাদের সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়, আমি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এখন এই ঈশ্বরীয় পার্টে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেই রূপ বলা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ .... এই সব গুণ ধারণ করতে হবে। যাচাই করতে হবে, আমার মধ্যে এই গুণগুলি আছে তো? কারণ যেমন তোমরা ভবিষ্যতে হবে, বাচ্চাদের সেদিকেই লক্ষ্য থাকবে। এইসব নির্ভর করছে পড়াশোনা করা এবং করানোর উপরে । নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কতজনকে পড়াই? সম্পূর্ণ দেবতা এখনও কেউ হয়নি। চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কত আলো ছড়ায়। এখানেও দেখা হয় - নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে আছে কী? এই কথা তো বাচ্চারাও বুঝতে পারে। টিচারও বুঝতে পারে। এক একটি বাচ্চার দিকে দৃষ্টি যায় যে তারা কি করছে? আমার জন্য কি সার্ভিস করছে? সব ফুলেদেরকে দেখা হয় । ফুল তো সবাই, তাইনা। এ হলো বাগান, তাইনা। প্রত্যেকে নিজের অবস্থা ভালো ভাবে জানে। নিজের খুশীর কথা জানে। অতীন্দ্রিয় সুখময় জীবন প্রত্যেকেরই নিজস্ব অনুভব হয়। এক তো বাবাকে খুব খুব স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করলেই পরে রিটার্ন হয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাচ্চারা, তোমাদের খুব সহজ উপায় বলে দিচ্ছি - স্মরণের যাত্রা। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমাদের স্মরণের চার্ট ঠিক আছে? কাউকে নিজ সম পরিণত করেছি কি? কারণ তোমরা হলে জ্ঞানের বুলবুল পাখি, তাইনা। কেউ টিয়া, কেউ অন্য কিছু! তোমাদের পায়রা নয়, টিয়াপাখি হতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা খুব সহজ। কতক্ষণ বাবার স্মরণ থাকে? কতক্ষণ অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়? মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে, তাইনা। মানুষ তো শুধুই মানুষ। পুরুষ ও স্ত্রী যেটাই বলো, দেখতে তো মানুষই। তোমরা যদিও দৈবী গুণ ধারণ করে দেবতা হও। তোমরা ছাড়া আর কেউ দেবতায় পরিণত হয় না। এখানে আসে দৈবী কুলের মতন হতে। সেখানেও তোমরা দৈবী কুলের সমান থাকো। সেখানে তোমাদের কোনও রাগ দ্বেষ যুক্ত কোনো শব্দই উচ্চারিত হবে না। এমন দৈবী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য খুব পুরুষার্থ করতে হবে। পড়তেও হবে নিয়ম অনুযায়ী, কখনও মিস করা উচিত নয়। যতই অসুস্থ থাকো তবুও বুদ্ধিতে যেন শিববাবার স্মরণ থাকে। এর জন্য মুখে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আত্মা জানে, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এই প্র্যাক্টিস খুব ভালো থাকা উচিত। যেখানে থাকো কিন্তু বাবার স্মরণে থাকো। বাবা এসেছেন শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে যেতে। কতখানি সহজ। অনেকে আছে যারা বেশি ধারণ করতে পারে না। আচ্ছা, শুধু স্মরণ করো। এখানে সব বাচ্চারা বসে আছে, তাতেও নশ্বর অনুযায়ী আছে। হ্যাঁ, এমন হতে হবেই। শিববাবাকে অবশ্যই স্মরণ করে। অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক এর সঙ্গে যুক্ত তো অনেকেই থাকে। অন্য কারো স্মরণ থাকে না । কিন্তু তাতে শেষ সময় পর্যন্ত পুরুষার্থ করে যেতে হবে। পরিশ্রম করতে হয়। মনে মনে একমাত্র শিববাবার স্মরণ যেন থাকে। যেখানেই বেড়াতে যাও অন্তরে শিববাবার স্মরণ যেন থাকে। মুখে কথা বলার দরকার নেই। খুব সহজ এই পড়াশোনা। পড়া পড়িয়ে তোমাদের নিজের মতন তৈরি করেন। এমন অবস্থায় বাচ্চারা তোমাদের পৌঁছাতে হবে। যেমন সতো প্রধান অবস্থায় এসেছিলে, তেমন অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এই কথাটি বোঝানো কত সহজ । সংসারের কাজকর্ম করতে করতে, চলতে ফিরতে নিজেকে ফুলে পরিণত করতে হবে। পরখ করে দেখতে হবে আমার মধ্যে কোনও ভুল নেই তো? হীরের দৃষ্টান্ত খুব ভালো দেওয়া হয়েছে, নিজের পরখ করার জন্য। তোমরা নিজেরাই হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস। অতএব নিজের পরখ করতে হবে আমার মধ্যে দেহ-অভিমান অল্প মাত্রায় হলেও নেই তো? যদিও এইসময় সবাই হলে পুরুষার্থী, কিন্তু এইম অবজেক্ট তো সামনে রয়েছে তাইনা। তোমাদের সবাইকে সংবাদ দিতে হবে। বাবা বলেছেন, খবরের কাগজে ছাপানোর জন্য খরচ করতে হলেও এই সংবাদ যেন সবার কাছে পৌঁছে যায়। বলো, এক বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং পবিত্র হয়ে যাবে। এখন কেউ পবিত্র নয়। বাবা বুঝিয়েছেন পবিত্র আত্মারা হয় নতুন দুনিয়ায়। এই পুরানো দুনিয়াটি হলো

অপবিত্র। এখানে একজনও পবিত্র নয়। আত্মা যখন পবিত্র হয় তখন পুরানো দেহ ত্যাগ করে দেয়। ত্যাগ করতেই হবে। স্মরণ করতে করতে তোমাদের আত্মা একদম পবিত্র হয়ে যাবে। শান্তিধাম থেকে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা এসে গর্ভ মহলে বিরাজিত হই। তারপরে এতখানি পাট প্লে করি। এবারে চক্র পূর্ণ করে তোমরা আত্মারা আবার ফিরে যাবে পরমধামে। সেখান থেকে আবার আসবে সুখধামে। সেখানে হয় গর্ভ মহল। তবুও পুরুষার্থ করতে হবে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করার জন্য, এ হলো পড়াশোনা। এখন নরক বেশ্যালয় বিনাশ হয়ে শিবালয় স্থাপন হচ্ছে। এখন তো সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

তোমরাও বুঝতে পারো আমরা এই শরীর ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় গিয়ে প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো। কেউ ভাববে আমরা প্রজায় চলে যাবো, তার জন্য বুদ্ধির লাইন একেবারে ক্লিয়ার থাকা উচিত। একমাত্র বাবার স্মরণ যেন থাকে, অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে। একেই বলা হয় পবিত্র বেগার। শরীরও যেন স্মরণে না থাকে। এটা তো হলো পুরানো ছিঃ ছিঃ শরীর তাইনা। এখানে জীবিত অবস্থায় মরতে হবে, এই কথা যেন বুদ্ধিতে থাকে। এখন আমাদের ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যেতে হবে। নিজের ঘর পরমধামকে আমরা ভুলে গেছি। এখন বাবা আবার মনে করচ্ছেন। এখন এই নাটক পুরো হচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই আছো বাণপ্রস্থে। সম্পূর্ণ বিশ্বে সকল মানুষ মাত্রের হল এই সময় বাণপ্রস্থ অবস্থা। আমি এসেছি, সব আত্মাদের বাণীর উর্ধ্ব নিয়ে যাই। বাবা বলেন এখন তোমরা ছোট-বড় সবারই হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাণপ্রস্থ কাকে বলা হয়, এই কথাও তোমরা জানতে না। এমনি এমনি গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তোমরা লৌকিক গুরুর দ্বারা অর্ধকল্প পুরুষার্থ করেছে, কিন্তু জ্ঞান একটুও নেই। বাবা নিজে বলছেন ছোট বড় তোমাদের সবার হলো এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। মুক্তি তো সবার প্রাপ্ত হবেই। ছোট বড় সবাই শেষ হয়ে যাবে। বাবা এসেছেন সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এতে তো বাচ্চাদের খুব খুশী হওয়া উচিত। এখানে দুঃখ অনুভব হয়, তাই নিজের ঘর সুইট হোমকে স্মরণ করো। ঘরে ফিরতে চায় কিন্তু বুদ্ধি নেই। তারা বলে আমরা আত্মা আমাদের এখন শান্তি চাই। বাবা বলেন কত সময়ের জন্য চাই ? এখানে তো সবাইকে নিজের নিজের পাট প্লে করতে হবে। এখানে কেউ শান্ত হয়ে বসতে পারে কি। অর্ধকল্প গুরু সন্ন্যাসীরা তোমাদের দিয়ে অনেক পরিশ্রম করিয়েছে, পরিশ্রম করে, পথ ভ্রষ্ট হয়ে আরও অশান্ত হয়েছে। এখন যিনি শান্তিধামের মালিক, তিনি এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। পড়াও করাতে থাকেন। ভক্তিও করা হয় নির্বাণ ধামে যাওয়ার জন্য, মুক্তির জন্য। এই কথাটি কারো মনে আসবে না যে আমরা সুখধামে যাই। সবাই বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। তোমরা তো পুরুষার্থ করো সুখধামে যাওয়ার জন্য। জানো প্রথমে বাণীর উর্ধ্ব থাকার অবস্থা অবশ্যই চাই। ভগবানও প্রমিস করেন, কথা দেন বাচ্চাদের- বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিশ্চয়ই নিজের ঘরে নিয়ে যাবো, যার জন্য তোমরা অর্ধকল্প ভক্তি করে। এখন শ্রীমৎ অনুসারে চললে মুক্তি - জীবনমুক্তিতে যাবে। যদিও শান্তিধামে তো সবাইকে যেতেই হবে। কেউ যেতে চাক বা না চাক, ড্রামা অনুযায়ী সবাইকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। পছন্দ করো, বা না করো, আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। জোর করে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে নিয়ে যাবো। তোমরা সত্যযুগে যাও, বাকিরা সবাই বাণী থেকে দূরে শান্তিধামে থাকে। কাউকে ছাড়া হবে না। না গেলে সাজা দিয়ে মারধর করে নিয়ে যাবো। ড্রামাতে এমনিই পাট আছে তাই নিজের উপার্জন করে ফিরলে পদমর্যাদাও ভালো পাবে। শেষে যারা আসবে তারা কি আর সুখ পাবে। বাবা বলেন নিশ্চয়ই ফিরে যেতে হবে। সকলের শরীরই দাহ হতে থাকবে আর আমি সব আত্মাদের নিয়ে যাব। আত্মাদের-ই আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। আমার মতানুযায়ী সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে তখন ভালো পদ প্রাপ্ত হবে। তোমরা ডেকেছিলে তাইনা? এসে আমাদের সবাইকে মৃত্যু দিন। এবার মৃত্যু এলো বলে। কেউ বাচতে পারবে না। ছিঃ ছিঃ শরীর কারো থাকবে না। ডেকেছো তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অতএব বাবা বলেন - বাচ্চারা, এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার থেকে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তোমাদের স্মরণিক সামনে রয়েছে। দিলওয়াড়া মন্দির আছে না - দিল অর্থাৎ হৃদয় হরণ করেন যিনি তাঁর মন্দির, আদি দেব বসে আছেন। শিববাবাও আছেন, বাপদাদা দুজনেই আছেন, এনার শরীরে বাবা বিরাজিত আছেন। তোমরা সেখানে গিয়ে আদি দেবের দর্শন করো। তোমাদের আত্মা জানে যিনি বসে আছেন তিনি হলেন বাপদাদা।

এইসময় তোমরা যে পাট প্লে করছো তারই প্রমাণ চিহ্ন রূপে স্মরণিক তৈরি আছে। মহারথী, সহিস, পেয়াদাও আছে। সে সব হল জড় রূপে, এ হলো চৈতন্য। উপরে বৈকুণ্ঠও আছে। তোমরা মডেল দেখে এসো, দিলওয়াড়া মন্দিরটি কেমন, তোমরা তো জানো, কল্প-কল্প এই মন্দির নির্মাণ হয় এমনিই, যা তোমরা গিয়ে দেখবে। কেউ তো খুব কনফিউজড হয়। এই সব পাহাড় ইত্যাদি ভেঙে গেছে সেসব আবার তৈরি হবে ! কিভাবে? এই সব চিন্তন করা উচিত নয়। এখন তো স্বর্গও নেই, তাহলে সেসব কিভাবে আসবে! পুরুষার্থের দ্বারা সবকিছু তৈরি হয়, তাইনা। তোমরা এখন তৈরি হচ্ছে স্বর্গে যাওয়ার জন্য। কেউ হতাশ হয়ে পড়াশোনা-ই ছেড়ে দেয়। বাবা বলেন এতে কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই। সেখানে

আমরা সবকিছু নিজের তৈরি করবো। সেই দুনিয়া তো হবে সত্যপ্রধান। সেখানকার ফল, ফুল ইত্যাদি সব কিছু তোমরা দেখে আসো, সুবীরস পান করো। সূক্ষ্ম বতনে, মূল বতনে এইসব কিছু নেই। সবই আছে বৈকুণ্ঠে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। এই নিশ্চয়টি পাকা থাকা উচিত। তবুও যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তাহলে বলবে এইসব কিভাবে হতে পারে ! হীরে জহরত যা এখন দেখতে পাওয়া যায় না সেসব আসবে কিভাবে ! পূজনীয় হবে কিভাবে? বাবা বলেন এটাই তো হলো খেলা, তাইনা ! এই খেলাটাই তো তৈরি হয়ে রয়েছে - পূজ্য ও পূজারীর খেলা। আমরাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্বিয়... এই সৃষ্টি চক্র জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। তোমরা বুঝতে পারো, তাইতো বলো - বাবা কল্প পূর্বেও তোমার সাথে দেখা হয়েছিল। আমাদের স্মরণিক সম মন্দিরটি সামনে রয়েছে। এর পরেই স্বর্গের স্থাপনা হবে। তোমাদের এই চিত্র গুলি খুব ভালো, মানুষ কত আগ্রহ সহকারে এসে দেখে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় কেউ কোথাও দেখেনি। আর না কেউ এমন চিত্র বানিয়ে জ্ঞান দিতে পারবে। নকল করতেও পারবে না। এই চিত্র গুলি তো হলো খাজানা, যার দ্বারা তোমরা পদ্মাপদম গুণ ভাগ্যশালী হও। তোমরা বুঝতে পারো আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম গুণ ভাগ্য আছে। পড়াশোনার পদক্ষেপ। যত যোগ যুক্ত হবে, যত পড়াশোনা করবে ততই পদ্ম গুণ ভাগ্য। অপর দিকে মায়াও ফুলফোর্সে আসবে। তোমরা এই সময়েই শ্যাম-সুন্দর হও। সত্যযুগে তোমরা সুন্দর ছিলে, গোল্ডেন এজেড, কলিযুগে হয়েছে শ্যাম বর্ণ, আয়রন এজেড। প্রতিটি জিনিস এমনই হয়। এখানে তো মাটিও শুকনো। সেখানে তো মাটিও হবে ফার্স্টক্লাস। প্রতিটি জিনিস হবে সত্যপ্রধান। এমন রাজধানীর তোমরা মালিক হতে চলেছো। অনেক বার হয়ে। তবুও এমন রাজধানীর মালিক হওয়ার পুরো পুরুষার্থ করা উচিত। পুরুষার্থ ছাড়া প্রলব্ধ পাবে কিভাবে। কষ্টের তো কোনো কথা নেই।

মুরলী ছাপা হয়, ভবিষ্যতে লক্ষ কোটি সংখ্যক মুরলী ছাপা হবে। বাচ্চারা বলবে যা কিছু ধন আছে সব যজ্ঞে অর্পণ করি, রেখে কি হবে? ভবিষ্যতে দেখবে আরও কি কি হবে। বিনাশের প্রস্তুতিও দেখবে। রিহার্শাল হতে থাকবে। তারপরে শান্তি হয়ে যাবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। খুবই সহজ এই জ্ঞান। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) এই শরীরকেও ভুলে সম্পূর্ণ পবিত্র বেগার হতে হবে। লাইন ক্লিয়ার রাখতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে - এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, আমরা নিজের সুইট হোমে ফিরে যাই।

২ ) পড়াশোনার প্রতিটি প্রতিটি কদমে পদম রয়েছে, তাই রোজ মন দিয়ে ভালো ভাবে পড়তে হবে। দেবতা কুলের মতো হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমার অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি কতখানি হয়? খুশী থাকে?

\*বরদান:-\* বুদ্ধির সাথে আর সহযোগের হাত এর দ্বারা আনন্দের অনুভবকারী ভাগ্যবান আত্মা ভব  
যেরকম সহযোগের নিদর্শন রূপে হাতের উপর হাত দেখানো হয়। সেইরকম, বাবার সদা সহযোগী হওয়া - এটাই হলো হাতের মধ্যে হাত রেখে সদা বুদ্ধি দিয়ে সাথে থাকা অর্থাৎ মনের একাগ্রতা এক-এতেই থাকা। সদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে গডলী গার্ডেনে হাতের উপরে হাত রেখে সাথে-সাথে চলছি। এর দ্বারা সদা মনোরঞ্জন থাকবে, সদা খুশী আর সম্পন্ন থাকবে। এইরকম ভাগ্যবান আত্মারা সদাই আনন্দের অনুভব করতে থাকে।

\*স্নোগান:-\* দুয়া-র (আশীর্বাদের) খাতা জমা করার সাধন হলো - সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দুঃখধামকে বেঁচে থেকেও ডিভোর্স (বিচ্ছেদ) দাও, কেননা তোমাদের সুখধামে যেতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদেরকে কোন্ একটি মাত্র ছোট্ট পরিশ্রম করতে দিয়ে থাকেন?

\*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু এর উপরেই তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। তোমাদেরকে এই একটি মাত্র ছোট্ট পরিশ্রমটি দিয়ে থাকি। তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। পতিত থেকে পবিত্র অর্থাৎ পারশ (দিব্য গুণ সম্পন্ন) হয়ে উঠতে হবে। যারা পারশ হবে তারা পাথর বুদ্ধি হতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন সুন্দর ফুল হয়ে উঠলে বাবা তোমাদের নয়নে বসিয়ে নিয়ে যাবেন।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাবা আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এটা তো বাচ্চারা নিশ্চয়ই বুঝেছে যে আমরাই ব্রাহ্মণ, যারা দেবতা হবে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত তাইনা! টিচার যাদের শিক্ষা প্রদান করেন নিজের সমতুল্য করে তোলেন। এটা তো নিশ্চয়ের ব্যাপার। কল্পে-কল্পে বাবা এসে বোঝান, আমি নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করে তুলি, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে রচনা করার জন্য কেউ তো থাকবেন তাইনা! বাবা স্বর্গবাসী করে তোলেন আর রাবণ এসে নরকবাসী করে তোলে। এই সময় হলো রাবণ রাজ্য, সত্যযুগ হলো রাম রাজ্য। রাম রাজ্যের স্থাপনাকারী যখন আছে তখন রাবণ রাজ্য স্থাপনাকারীও নিশ্চয়ই কেউ হবে। রাম ভগবানকে বলা হয়, ভগবান নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। জ্ঞান তো অনেক সহজ, এমন কোনও বড়ো বিষয় নয়, কিন্তু এমনই পাথর বুদ্ধি যে পারশ বুদ্ধি হওয়া অসম্ভব বলে মনে করে। নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে গেলে বড় পরিশ্রম করতে হয় কেননা মায়ার প্রভাব বিস্তৃত। কত বড় বড় বিল্ডিং ৫০ তলা, ১০০ তলা তৈরি করে, স্বর্গে এত বিশাল মহল হয় না। আজকাল এখানেও তৈরি করে চলেছে। তোমরা ভাবছো সত্যযুগে এমন মহল হয় না, যেমনটা এখানে তৈরি করে, বাবা স্বয়ং বোঝান এতো ছোট বৃক্ষ সম্পূর্ণ বিশ্বে থাকে (সত্যযুগে লোকসংখ্যা কম থাকে) যে, ওখানে অনেক তলা বিল্ডিং তৈরি করার কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। প্রচুর পরিমাণে জমি পড়ে থাকে। এখানে তো জায়গাই নেই, সেইজন্যই জায়গার মূল্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে। ওখানে জায়গার জন্য কোনও মূল্য দিতে হয় না। না মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হয়। যার যত পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন নিতে পারে। ওখানে তোমরা সর্ব সুখ লাভ করতে পারো, শুধুমাত্র বাবার এই নলেজের দ্বারা। মানুষ ১০০ তলা বিল্ডিং ইত্যাদি যা কিছু তৈরি করে, তারজন্য তো অর্থ লাগে তাইনা, ওখানে কোনও অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকে, টাকা পয়সার কোনও কদরই নেই। প্রচুর টাকা থাকলে তা দিয়ে কি করবে। সোনা, হীরে, মুক্ত দিয়ে মহল তৈরি করে। এখন তোমরা বাচ্চারা কত কি বুঝতে পারছো। সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝতে পারা আর না বুঝতে না পারার ব্যাপার। সতঃ বুদ্ধি আর তমঃ বুদ্ধি। সতোপ্রধান বুদ্ধি হয় স্বর্গের মালিক, তমোপ্রধান বুদ্ধি হয় নরকের মালিক। এটা তো স্বর্গ নয়, এ হলো রৌরব (অত্যন্ত ভয়াবহ) নরক। এখানে মানুষ অনেক দুঃখী সেইজন্যই ভগবানকে আহ্বান করে, তারপর ভুলে যায়। কত মাথা ঠোকে, কনফারেন্স ইত্যাদি করতে থাকে যাতে ঐক্য ফিরে আসে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ - এরা নিজেদের মধ্যে একতা আনতে পারবে না। এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, নতুন করে আবার তৈরি হচ্ছে। তোমরা জান কলিযুগ থেকে সত্যযুগ কিভাবে তৈরি হয়। একমাত্র এই সময়ই বাবা এসে তোমাদের নলেজ দিয়ে থাকেন। তোমরা সত্যযুগবাসীরা তারপর কলিযুগবাসী হয়ে ওঠো তারপর তোমরা সঙ্গমযুগবাসী হয়ে সত্যযুগবাসী হয়ে ওঠো। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো সবাই সত্যযুগে আসবে? তা নয়, যে প্রকৃত সত্য নারায়ণের কথা শুনবে সে-ই স্বর্গে যাবে, বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। দুঃখধাম তো হবেই না। সুতরাং এই দুঃখধামকে বেঁচে থেকেও পরিত্যাগ করা উচিত। বাবা যুক্তি তো বলে দেন, কিভাবে তোমরা পরিত্যাগ করতে পারো। এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন আবার বাবা আসেন স্থাপনা করতে। আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজ্য গ্রহণ করতে চলেছি। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে অবশ্যই পরিবর্তন হবে। এ হলো পুরানো দুনিয়া, একে সত্যযুগ কিভাবে বলবে? মানুষ তো একদমই বোঝেনা সত্যযুগ কি। বাবা বুঝিয়েছেন এই নলেজের উপযুক্ত সেই হবে যে, অগাধ ভক্তি করে এসেছে। তাদেরকেই বোঝান উচিত। যারা এই কুলের নয়, তারা এটা বুঝবে না, সুতরাং শুধু-শুধু সময় নষ্ট কেন করবে। আমাদের পরিবার না হলে কিছুই মানবে না। বলে দেয় আত্মা কি পরমাত্মা কি - এসব আমি বুঝতেই চাইনা। সুতরাং এমন আত্মাদের জন্য কেন পরিশ্রম করবে? বাবা বুঝিয়েছেন - উপরে লেখা আছে ভগবানুবাচ, আমি আসি কল্পে-কল্পে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে সাধারণ মনুষ্য শরীরে। যে নিজের জন্ম সম্পর্কে জানে না, আমিই বলে দিই। সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছরের পাট কে প্লে করে আমি বলে দিই। যে প্রথম নম্বরে আসে তারই পাট হবে তাই না! শ্রী কৃষ্ণের জন্য মহিমাও করা হয় যে, ফার্স্ট প্রিন্স অফ গোল্ডেন এজ (সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স)। সে তারপর ৮৪

জন্মের পর কি হবে? ফার্স্ট বেগার। বেগার থেকে প্রিন্স, আবার প্রিন্স থেকে বেগার। তোমরা বুঝেছো প্রিন্স টু বেগার কিভাবে হয়। তারপর বাবা এসে কড়ি থেকে হীরেতুল্য করে তোলেন। যে হীরেতুল্য হবে সে-ই আবার কড়ি তুল্য হয়ে পড়বে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে তাইনা! সর্বাধিক জন্ম গ্রহণ কে করে এটা তোমরা বুঝেছো। সর্বপ্রথম শ্রী কৃষ্ণকেই মানবে কেননা এটাই তার রাজধানী। অনেক জন্মগ্রহণ সে-ই করবে। এটা অনেক সহজ বিষয় কিন্তু মানুষ এইসবের প্রতি কোনও লক্ষ্যই করেনা। বাবা যখন বোঝান তখন অবাক হয়ে যায়। বাবা তোমাদের অ্যাকুরেট বুঝিয়ে বলেন ফার্স্ট তথা লাস্ট। ফার্স্ট হীরেতুল্য, লাস্ট কড়ি তুল্য। তারপর আবার হীরেতুল্য হয়ে উঠতে হবে। পবিত্র হতে হবে, এতে কিসের কষ্ট? পারলৌকিক বাবা অর্ডিন্যান্স দেন - কাম মহাশত্রু। কার দ্বারা তোমরা পতিত হয়েছো? বিকারে চলে যাও আর সেইজন্যই আহ্বান করে বলে থাকো পতিত পাবন এসো, কেননা বাবা তো এভার পারশ বুদ্ধি, উনি কখনোই পাথর বুদ্ধির হন না, কানেকশনও হয়েছে তাঁর সাথে যিনি প্রথম নম্বরে জন্ম গ্রহণ করেন। দেবতা তো অনেক হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝেনা।

খ্রীষ্টানরাও বলে থাকে খ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল। ওরা শেষে এসেছিল সুতরাং ওদের শক্তিও ছিল। সবাই ওদের কাছ থেকেই শিখেছিল কেননা ওদের বুদ্ধি ফ্রেশ ছিল। বুদ্ধিও ওদের হয়েছিল। ওরাও সতঃ, রজঃ, তমঃ-র মধ্য দিয়ে আসে! তোমরা জানো ওরা সবকিছু বিদেশ থেকে শেখে। তোমরা এটাও জানো - সত্যযুগে মহল ইত্যাদি তৈরি করতে সময় লাগেনা। একজনের বুদ্ধিতে আসে (মহল তৈরির ডিজাইন) তারপর একের পর এক তৈরি করে বুদ্ধি পেতেই থাকে। বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যায় তাইনা! সায়েন্সের বুদ্ধিতে দ্রুততার সাথে মহল তৈরি করতে শুরু করে দেয়। এখানে বাড়ি বা মন্দির তৈরি করতে ১২ মাস সময় লেগে যায়। ওখানে ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সবাই কর্মকুশলতায় পারদর্শি হয়। ওটা হলো গোল্ডেন এজ। পাথর ইত্যাদি তো থাকবেই না। এখানে তোমরা বসে মনে মনে ভাবতে থাকো যে, আমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাবো, ওখান থেকে তারপর সত্যযুগে এসে যোগবল দ্বারা জন্ম গ্রহণ করবো। বাচ্চাদের খুশি কেন থাকবে না! চিন্তন কেন চলে না! যারা অত্যন্ত সার্ভিসেবল বাচ্চা তাদের চিন্তন অবশ্যই চলে। যেমন ব্যারিস্টারী পাশ করার পর বুদ্ধিতে চলে - আমি এটা করবো, ওটা করবো। তোমরাও বুঝেছো আমরা এই শরীর ছেড়ে এই (দেবতা) হবে। স্মরণেই তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হবে। তোমরা এখন অসীম জগতের পিতার সন্তান। এই গ্রেড অনেক উচ্চ। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত আর কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাই-বোনের দৃষ্টির থেকেও আরও উচ্চ স্থানে বসানো হয়েছে। ভাই-ভাই মনে করো, এটার খুব অভ্যাস করতে হবে। ভাইয়ের নিবাস কোথায়? এই সিংহাসনে অমর আত্মা বাস করে। এই আসন সমস্ত আত্মাদের সরে গেছে। সবচেয়ে বেশি তোমাদের আসন সরে গেছে। আত্মা এই আসনে বিরাজমান। ক্রুকুটির মধ্যবর্তী স্থানে কি আছে? এটা বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। আত্মা খুব সূক্ষ্ম, নক্ষত্রের মতো। বাবা বলেন আমিও বিন্দু, তোমাদের থেকে মোটেই বড় নই। তোমরা জানো আমরা শিববাবার সন্তান, এখন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, সেইজন্য নিজেদের আত্মা ভাই-ভাই মনে করো। বাবা তোমাদের সামনে এসে শিক্ষা প্রদান করছেন। যেমন যেমন অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চলতে থাকবে, বিন্দুও ড্রামানুসারে আসতে থাকবে।

এখন বাবা বলছেন - তোমাদের পতিত হওয়া উচিত নয়, এটাই অর্ডিন্যান্স। আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, বিকার ছাড়া থাকতেই পারে না। যেমন গভর্নমেন্ট বলে মদ্যপান করো না, কিন্তু মদ্য ছাড়া থাকতেই পারে না। তারপর আবার তাদেরই মদ্যপান করিয়ে বলা হয় অমুক স্থানে বোম্বস সমেত ঝাঁপিয়ে পড়ো। কত ক্ষয়ক্ষতি হয়। তোমরা এখানে বসে বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছো। ওরা ওখানে বসে বসে বোমা নিক্ষেপ করে - সম্পূর্ণ বিশ্বকে বিনাশ করার জন্য। কত রকম প্রতিযোগিতা চলে ধ্বংসের জন্য। তোমরা এখানে বসে বসে বাবাকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। যেভাবেই হোক বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। এখানে হঠযোগ বা আসন ইত্যাদি করার কোনও প্রয়োজন নেই। বাবা কোনও কষ্ট দেন না। যেভাবেই পারো বসে শুধু তোমরা স্মরণ করো যে, আমরা বাবার মোস্ট বিলাভড (প্রিয়) সন্তান। তোমাদের বাদশাহী এমনভাবেই প্রাপ্ত হয় ঠিক যেন মাখন থেকে চুল সরিয়ে নেওয়া। গাওয়াও হয়ে থাকে সেকেন্ডে জীবন মুক্তি। যেখানেই বসো, ঘোরো - ফেরো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করো। পবিত্র না হলে কিভাবে যাবে? নয়তো সাজা খেতে হবে। যখন ধর্মরাজের কাছে যাবে তখনই সবার হিসাব-নিকাশ মিটবে। যত পবিত্র হবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। ইম্পির থেকে গেলে শুকনো রুটি খেতে হবে। যত বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, পাপ কাটতে থাকবে। এখানে খরচের কোনো প্রশ্নই নেই। যদি গৃহে থাকতে হয় থাকো, বাবার কাছ থেকেও মন্ত্র নিয়ে নাও। এ হলো মায়াকে পরাজিত করার মন্ত্র - মন্ত্রনাভব। এই মন্ত্র নিয়ে যাও, এরপর চাইলে গৃহে ফিরে যেতে পারো, মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। অল্ট আর বাদশাহীকে স্মরণ করো। তোমরা বুঝেছো বাবাকে স্মরণ করলে আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবো। পাপ বিনষ্ট হবে। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) নিজের অনুভবও শুনিয়ে থাকেন - যখন খেতে বসি, ভাবি বাবাকে স্মরণ করে খাবার গ্রহণ করবো কিন্তু

তৎক্ষণাৎ ভুলে যাই, কেননা বলাও হয়ে থাকে যার মাথায় এত দায়িত্বের ভার... কত খেয়াল রাখতে হয়-- অমুক আত্মা অনেক সার্ভিস করে তাকে স্মরণ করতে হবে। সেবাধারী বাচ্চাদের বাবা খুব স্নেহ করেন। তোমাদেরও বলেন এই শরীরে যে আত্মা বিরাজমান তাকে স্মরণ করো। এখানে তোমরা শিববারার কাছেই আসো। বাবা পরমধাম থেকে নীচে নেমে এসেছেন। তোমরা সবাইকে বলেও থাকো - ভগবান এসেছেন, কিন্তু ওরা বোঝেনা। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। লৌকিক আর অসীম জগতের দুইজন পিতা। এখন অসীম জগতের পিতা রাজ্য সিংহাসন দিচ্ছেন, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ ঘটবে। বাবা বলেন মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করলে তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কেননা এ হলো যোগ অগ্নি, যার দ্বারা তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এই উপায় বাবাই বলে দিয়েছেন। তোমরা বাচ্চারা জান - বাবা সবাইকে সুন্দর ফুল বানিয়ে নয়নে বসিয়ে নিয়ে যান। উপার্জন অনেক। বাবাকে ভুলে গেলে লোকসান হবে অনেক। প্রকৃত ব্যবসায়ী হও। বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা পবিত্র হবে। তারপর এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করবে। সুতরাং বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। এই অভ্যাস যথার্থ রূপে গড়ে তুলতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তরী পার হয়ে যাবে। শিবালয়ে চলে যাবে। চন্দ্রকান্ত বেদান্তেও এই কথা আছে। নৌকা কিভাবে এগিয়ে চলে, তারপর মাঝপথে কোনও জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছু কিছু যাত্রী নেমে পড়ে, তারপর স্টীমার ওদের ফেলেই এগিয়ে চলে। এ হলো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র, আবারও তৈরি হবে তোমরাও আবার পড়বে। তারপর আবার যখন বাবা আসবেন তখন এইসব পড়া ছেড়ে দেবে। বাবা আসেন সবাইকে নিয়ে যেতে। ভারতের উত্থান আর পতন কিভাবে হয়, খুব পরিষ্কার। এখানে শ্যাম আর সুন্দর হয়। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। একজনই তো শুধু হয় তাইনা! এটা সম্পূর্ণ রূপে বোঝাতে হবে। কৃষ্ণ সম্পর্কেও বোঝাতে হবে কখন সুন্দর আর কখন শ্যাম হয়। সে যখন স্বর্গে যায় তখন নরককে লাথি মারে। চিত্রে এটা পরিষ্কার, তাইনা! তোমাদের রাজকীয় চিত্রও তৈরি করা হয়েছিল। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-\*

১) বাবার অর্ডিন্যান্সকে (আদেশ) পালন করার জন্য আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, ভ্রুকুটির মাঝখানে আমাদের নিবাস, আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান, এটা হলো আমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার - এই স্মৃতিতে থাকতে হবে, দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

২) ধর্মরাজের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজের সমস্ত হিসাবপত্র মিটিয়ে ফেলতে হবে। মায়াকে বশীভূত করার যে মন্ত্র পেয়েছো, তাকে স্মৃতিতে রেখে সতোপ্রধান হয়ে উঠতে হবে।

\*বরদান:-\* বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে অন্যদেরকেও ড্রামার বিন্দুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিঘ্ন বিনাশক ভব। যে বাচ্চারা কোনও কথাতেই কোশ্চেন মার্ক দেয় না, সদা বিন্দুরূপে স্থিত থেকে প্রত্যেক কাজে অন্যদেরকেও ড্রামার বিন্দুকে স্মরণ করিয়ে দেয় - তাদেরকেই বিঘ্ন বিনাশক বলা হয়। তারা অন্যদেরকেও সমর্থ বানিয়ে সফলতার স্টেজকে নিকটে নিয়ে আসে। তারা লৌকিকের সফলতার প্রাপ্তিকে দেখে খুশী হয় না, বরং অসীম জগতের সফলতামূর্তি হয়। সদা একরস, এক শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থাকে। তারা নিজেদের সফলতার স্ব-স্থিতির দ্বারা অসফলতাকেও পরিবর্তন করে দেয়।

\*স্লোগান:-\* দুয়া নাও, দুয়া দাও তবে খুব তাড়াতাড়ি মায়াজিৎ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যা শোনান, তা তোমাদের মনে ছেপে যাওয়া উচিত, তোমরা এখানে এসেছো সূর্যবংশী ঘরানায় উচ্চ পদ পেতে, তাই তোমাদের ধারণাও করতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - সদা রিফ্রেশ থাকার উপায় কি?

\*উত্তরঃ - গরমে যেমন পাখা চালালে রিফ্রেশ করে দেয়, তেমনই সদা স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো, তাহলে রিফ্রেশ থাকবে। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে - স্বদর্শন চক্রধারী হতে কতো সময় লাগে? বাবা বলেন - বাচ্চারা, এক সেকেণ্ড। বাচ্চারা, তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী অবশ্যই হতে হবে, কেননা এতেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। স্বদর্শন চক্র যারা ঘোরায় তারাই সূর্যবংশী হয়।

ওম্ শান্তি। পাখা যখন ঘোরে তখন সবাইকে রিফ্রেশ করে দেয়। তোমরাও যখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসো তখন খুবই রিফ্রেশ হয়ে যাও। স্বদর্শন চক্রধারীর অর্থ কেউই জানে না, তাই তাদের বোঝানো উচিত। বুঝতে না পারলে চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে না। স্বদর্শন চক্রধারীরা নিশ্চিত হবে যে আমরা চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছি। কৃষ্ণের হাতেও চক্র দেখানো হয়। তারা লক্ষ্মী - নারায়ণের কন্বাইন্ড স্বরূপকেও দেয় আবার পৃথকভাবেও দেয়। স্বদর্শন চক্রকেও বুঝতে হবে তবেই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। এই কথা তো খুবই সহজ। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে - বাবা, স্বদর্শন চক্রধারী হতে কতো সময় লাগবে? বাচ্চারা, এক সেকেণ্ড। এরপর তোমরা বিষ্ণুবংশী হও। দেবতাদের বিষ্ণুবংশী বলা হবে। বিষ্ণুবংশী হতে হলে প্রথমে তো শিববংশী হতে হবে এরপর বাবা বসে সূর্যবংশী বানান। এই শব্দ তো খুবই সহজ। আমরা নতুন বিশ্বে সূর্যবংশী হই। আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক চক্রবর্তী রাজা হই। স্বদর্শন চক্রধারী থেকে বিষ্ণুবংশী হতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে। আমাদের তৈরী করেন শিববাবা। শিববাবাই বিষ্ণুবংশী বানান, আর কেউই তা বানাতে পারে না। এ তো বাচ্চারা জানেই যে, বিষ্ণুপুরী হয় সত্যযুগে, এখানে নয়। এ হলো বিষ্ণুবংশী হওয়ার যুগ। তোমরা এখানে আসোই বিষ্ণুবংশে আসার জন্য, যাকে তোমরা সূর্যবংশী বলা। জ্ঞান সূর্যবংশী শব্দ খুবই ভালো। বিষ্ণু ছিলেন সত্যযুগের মালিক। তারমধ্যে লক্ষ্মী - নারায়ণ দুইই আছে। এখানে বাচ্চারা এসেছে লক্ষ্মী - নারায়ণ অথবা বিষ্ণুবংশী হওয়ার জন্য। এতে খুশীও অনেকই হয়। নতুন দুনিয়ায়, নতুন বিশ্বে, স্বর্ণযুগের বিশ্বে তোমাদের বিষ্ণুবংশী হতে হবে। এরথেকে উঁচু পদ আর নেই, এতে তো খুবই খুশী হওয়া উচিত।

প্রদর্শনীতে তোমরা বোঝাও। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটাই। তোমরা বলা, এ অনেক বড় ইউনিভার্সিটি। একে বলা হয় আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি। এইম অবজেক্ট এই চিত্রতে আছে। বাচ্চাদের এইকথা বুদ্ধিতে রাখা উচিত। তোমরা কিভাবে লিখবে যাতে বাচ্চাদের বোঝাতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে। তোমরাই তা বোঝাতে পারো। ওতেও তো লেখা আছে - আমরা অবশ্যই বিষ্ণুপুরীর দেবী - দেবতা ছিলাম, অর্থাৎ দেবী - দেবতা কুলের ছিলাম। আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম। বাবা বোঝান - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই ভারতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সূর্যবংশী দেবী - দেবতা কুলের ছিলে। বাচ্চাদের এই কথা এখন বুদ্ধিতে এসেছে। শিববাবা বাচ্চাদের বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা সত্যযুগে সূর্যবংশী ছিলে। শিববাবা এসেছিলেন সূর্যবংশী ঘরানা স্থাপন করতে। ভারত অবশ্যই স্বর্গ ছিলো। এঁরাই পূজ্য ছিলো, কেউই তখন পূজারী ছিল না। পূজার কোনো সামগ্রীও তখন ছিল না। এই শাস্ত্রেই পূজার নিয়ম - কানুন ইত্যাদি লেখা আছে। এ'সব হলো সামগ্রী। তাহলে অসীম জগতের বাবা শিববাবা বসে তোমাদের বোঝান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তাঁকে বৃক্ষপতি বা বৃহস্পতিও বলা হয়। বৃহস্পতির দশা উঁচুর থেকেও উঁচু হয়। বৃক্ষপতি তোমাদের বোঝাচ্ছেন - তোমরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে তারপর পূজারী হয়েছো। যে দেবতার নির্বিকারী ছিলো, তাঁরা কোথায় গেলো? অবশ্যই তাঁরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে নামবে। তাই এক একটি অক্ষর নোট করার দরকার। মনে নাকি কাগজে? এ কথা কে বুঝিয়ে বলেন? শিববাবা। তিনিই স্বর্গের রচনা করেন। শিববাবাই বাচ্চাদের স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। বাবা ছাড়া আর কেউই তা দিতে পারে না। লৌকিক বাবা তো হলেন দেহধারী। তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো - বাবা, বাবা তখন উত্তর দেন - হে বাচ্চারা। তাহলে তো অসীম জগতের বাবা হয়ে গেলেন, তাই না। বাচ্চারা, তোমরা সূর্যবংশী পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, এরপর পূজারী হয়েছো এ হলো রাবণের রাজ্য। প্রতি বছর রাবণকে জ্বালানো হয়, তবুও মরেই না। ১২ মাস পর আবার রাবণকে জ্বালাবে। সিদ্ধ করে দেখায় যে আমরা রাবণ সম্প্রদায়ের। রাবণ অর্থাৎ পাঁচ বিকারের রাজ্য কায়ম আছে। সত্যযুগে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো

এখন কলিযুগ হলো পুরানো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া, এই চক্র ঘুরতে থাকে। এখন তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাবংশী, সঙ্গম যুগে বসে আছো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা ব্রাহ্মণ। এখন আমরা শূদ্র কুলের নই। এই সময় হলোই আসুরী রাজ্য। বাবাকে বলা হয় - হে দুঃখহর্তা হে সুখকর্তা। সুখ এখন কোথায় আছে? সত্যযুগে। দুঃখ কোথায় আছে? দুঃখ তো কলিযুগে আছে। দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা হলেনই শিববাবা। তিনি সুখেরই অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। সত্যযুগকে সুখধাম বলা হয়, সেখানে দুঃখের নামমাত্র থাকে না। তোমাদের আয়ুও সেখানে অনেক বেশী হয় তাই কাল্লার কোনো প্রয়োজন নেই। সময় মতো পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। তাঁরা মনে করে শরীর এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথমে ছোটো ছোটো বাচ্চারা সতোগুণী হয়, তাই বাচ্চাদের ব্রহ্মজ্ঞানীর থেকেও উঁচু মনে করা হয় কেননা সন্ন্যাসীরা তো বিকারী গৃহস্থ জীবনের ভয়ে সন্ন্যাসী হয় তাই তাঁরা বিকারের সব খবরই জানেন। সেখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা কিছুই জানে না। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় রাবণ রাজ্য, ব্রষ্টাচারী রাজ্য। শ্রেষ্ঠাচারী দেবী - দেবতার রাজ্য সত্যযুগে ছিলো, এখন আর তা নেই। হিষ্টি আবার রিপিট হবে। কে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে? এখানে তো একজনও শ্রেষ্ঠাচারী নেই। এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। এ হলো পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি তৈরী করার যুগ। বাবা এসেই পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী করেন।

বলা হয় - সুসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায়। সত্য বাবা ছাড়া দুনিয়াতে সবই কুসঙ্গ। বাবা বলেন যে - আমি তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানিয়ে যাই। এরপর সম্পূর্ণ বিকারী কে বানায়? মানুষ বলে, আমরা কি জানি! বাবা বসে বোঝান, মানুষ তো কিছুই জানে না। এ তো রাবণ রাজ্য, তাই না? কারোর বাবা মারা গেলে জিঞ্জেস করো, কোথায় গেলো? বলবে স্বর্গবাসী হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এর অর্থ নরকে ছিলো, তাই না? তাহলে তোমরাও তো নরকবাসী হলে, তাই না। এটা কতো সহজ বোঝার মতো কথা। নিজেদের কেউই নরকবাসী মনে করে না। নরককে বেশ্যালয় আর স্বর্গকে শিবালয় বলা হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো। তোমরা এই বিশ্বের মালিক মহারাজা মহারানী ছিলে তারপর তোমাদের পুনর্জন্ম নিতে হয়েছে। তোমরাই সবথেকে বেশী পুনর্জন্ম নিয়েছো। এরজন্যই এমন মহিমা আছে যে - আত্মা, পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল। তোমাদের স্মরণে আছে যে, তোমরা প্রথমে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের হয়েই এসেছিলে তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছো এখন আবার তোমাদের পবিত্র হতে হবে। মানুষ ডেকেও থাকে - পতিত পাবন এসো, তো সার্টিফিকেট দেয় যে, একই সুপ্রীম সদ্গুরু এসে পবিত্র বানান। তিনি নিজেই বলেন, আমি এনার মধ্যে বসে তোমাদের পবিত্র বানাই। বাকি ৮৪ লাখ যোনি ইত্যাদি কিছুই নেই। ৮৪ জন্ম আছে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের প্রজারা সত্যযুগে ছিলো, এখন আর নেই, তারা কোথায় গেলো? তাদেরও ৮৪ জন্ম নিতে হয়। যাঁরা প্রথম নম্বরে আসে, তাঁরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। তাই প্রথমে এই কথা জানা উচিত। দেবী - দেবতাদের ওয়ার্ল্ডের হিষ্টি - জিওগ্রাফি রিপিট হয়। সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজ্য অবশ্যই রিপিট হয়। বাবা তোমাদের সেই উপযুক্তই করছেন। তোমরা বলো যে, আমরা এই ইউনিভার্সিটি বা পাঠশালাতেই এসেছি, যেখানে আমরা নর থেকে নারায়ণ হই। আমাদের এইম অবজেক্ট এটাই। যারা খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে, তারা পাস করতে পারবে। যারা পুরুষার্থ করবে না তারা প্রজাতে আসবে, অনেকে সাহকার হবে, কেউ আবার তারও কম। এই রাজধানী এখন তৈরী হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। শ্রী শ্রী শিববাবার মতে শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ বা দেবী - দেবতা তৈরী হয়। শ্রীয়ের অর্থ শ্রেষ্ঠ। এখন কাউকেই শূ বলা যাবে না কিন্তু এখানে তো যেই আসবে তাকেই শ্রী বলে দেওয়া হবে। শ্রী অমুক - এখন শ্রেষ্ঠ তো এক দেবী - দেবতা ছাড়া কেউই হতে পারবে না। ভারত শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিলো। রাবণ রাজ্যে সেই ভারতের মহিমাই শেষ করে দিয়েছে। ভারতের মহিমাও যেমন অনেক আছে তেমনি নিন্দাও অনেক আছে। ভারত সম্পূর্ণ ধনবান ছিলো এখন সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছে। মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে তাঁদেরই মহিমা করে - আমরা নিগুণ হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ দেবতাদের বলে থাকে কিন্তু তাঁরা কি দয়ালু ছিলো? দয়ালু তো একজনকেই বলা হয়, যিনি মানুষকে দেবতা বানান। এখন তিনি তোমাদের একাধারে বাবা, টিচার এবং সদ্গুরুও। তিনি তোমাদের গ্যারেন্টি দেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে আর আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো। এরপর তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। নতুন দুনিয়া ছিলো আবার তা অবশ্যই তৈরী হবে। দুনিয়া পতিত হবে আবার বাবা এসে একে পবিত্র করবেন। বাবা বলেন, পতিত রাবণ বানায় আর পবিত্র আমি বানাই। বাকি এরা তো সবাই পুতুল পূজা করতে থাকে। তারা একথা জানেই না যে রাবণের কেন দশ মাথা দেখানো হয়? বিষ্ণুকেও চার হাত দেওয়া হয় কিন্তু এমন কোনো মানুষ কখনো কোথাও হয়ই না। যদি চার হাতের কোনো মানুষ হতো, তার যে সন্তান জন্ম নিতো তারও চার হাত হওয়া উচিত। এখানে তো সকলেরই দুটি হাত। কেউ কিছুই জানে না। যারা ভক্তিমার্গের শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে নেয়, তাদেরও কতো ফলোয়ার্স তৈরী হয়ে যায়। আশ্চর্যের কথা। ইনি তো হলেন বাবা, ইনি জ্ঞানের অথরিটি। কোনো মানুষই জ্ঞানের অথরিটি হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর তোমরা আমাকে

বলো - অলমাইটি অথরিটি - এ হলো বাবার মহিমা । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এবং বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করো, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের মধ্যে অনেক শক্তি ছিলো, আমরা নির্বিকারী ছিলাম । আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে একা রাজত্ব করতাম তাহলে অলমাইটিই তো বলা হবে, তাই না । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলো সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক । এই শক্তি তাঁরা কোথা থেকে পেয়েছে? বাবার থেকে । তিনি তো হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, তাই না । তিনি কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । এই ৮৪-র চক্রকে বোঝা তো খুবই সহজ, তাই না । যার দ্বারা তোমরা এই বাদশাহী পাও । পতিত মানুষ এই বিশ্বের বাদশাহী পেতে পারে না । পতিত তো তাঁদের সামনে মাথা নত করে । তারা মনে করে, আমরা ভক্ত । তারা পবিত্রের সামনে মাথা নত করে । ভক্তিমার্গও অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এখন তোমরা ভগবানকে পেয়েছো । ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, ভক্তির ফল দিতেই আমি এসেছি । মানুষ এমনও গেয়ে থাকে - ভগবান কোনো না কোনো রূপে এসে যাবেন । বাবা বলেন, আমি কোনো ষাঁড়ের দেহে আসবো না । যিনি উঁচুর থেকেও উঁচু ছিলেন, যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আসি । উত্তম পুরুষ থাকে সত্যযুগে । কলিযুগে থাকে কনিষ্ঠ, তমোপ্রধান । এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছে । বাবা এসে তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানান। এ হলো খেলা। একে যদি বুঝতে না পারো তাহলে স্বর্গে কখনোই আসতে পারবে না। আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) এক বাবার সঙ্গে থেকে নিজেকে পরশ বুদ্ধির বানাতে হবে । সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে ।

২ ) সদা এই খুশীতে থাকতে হবে যে, আমরা স্বদর্শন চক্রধারী থেকে নতুন দুনিয়ার মালিক চক্রবর্তী রাজা তৈরী হই । শিববাবা এসেছেন আমাদের জ্ঞান সূর্যবংশী বানাতে । আমাদের লক্ষ্য হলো এটাই ।

\*বরদানঃ:-\* বিঘ্নগুলিকে মনোরঞ্জনের খেলা মনে করে অতিক্রমকারী নির্বিঘ্ন, বিজয়ী ভব  
বিঘ্ন আসা এ হলো ভালো কথা কিন্তু বিঘ্ন যেন পরাজিত না করে। বিঘ্ন আসে মজবুত বানানোর জন্য, সেইজন্য বিঘ্ন এলে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে মনোরঞ্জনের খেলা মনে করে অতিক্রম করে নাও, তখন বলা হবে নির্বিঘ্ন বিজয়ী। যখন সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন তখন ঘাবড়ানোর কোনও কথাই নেই। কেবল বাবার স্মরণ আর সেবাতে বিজি থাকো তাহলে নির্বিঘ্ন থাকবে। যখন বুদ্ধি ক্রী থাকে তখন বিঘ্ন বা মায়া আসে, বিজি থাকো তো মায়া বা বিঘ্ন দূরে চলে যাবে।

\*স্নোগানঃ:-\* সুখের খাতা জমা করার জন্য মর্যাদাপূর্বক হৃদয় থেকে সবাইকে সুখ প্রদান করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বাবা সমান হওয়ার সহজ পুরুষার্থ - আঞ্জাকারী হও"

আজ বাপদাদা নিজের 'হোলিহংস মন্ডলী'কে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা হোলিহংস। সদা মনে জ্ঞান-রত্নরাজির মনন করতে থাকে। হোলিহংসের কাজই হলো ব্যর্থের কাঁকর ছেড়ে জ্ঞান-রত্নরাজির মনন করা। একেক রত্ন কত অমূল্য! প্রত্যেক বাচ্চা সমূহ জ্ঞান-রত্নের আকর হয়ে গেছে। জ্ঞান-রত্নের ভান্ডারে সদা পরিপূর্ণ থাকে।

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের মধ্যে এক বিশেষ বিষয় চেক করছিলেন। সেটা কী ছিল? জ্ঞান বা যোগের সহজ ধারণার সহজ সাধন হলো বাবা আর দাদার 'আঞ্জাকারী' হয়ে চলা। বাবার রূপেও আঞ্জাকারী, শিক্ষকের রূপেও আর সন্তুর রূপেও। তিন রূপেই আঞ্জাকারী হওয়া অর্থাৎ সহজ পুরুষার্থী হওয়া, কেননা তিন রূপের দ্বারাই বাচ্চাদের আঞ্জা প্রাপ্ত হয়েছে। অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সবসময় সব কর্তব্যের আঞ্জা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আঞ্জানুসারে চলতে থাকলে তবে কোনও রকমের পরিশ্রম কিংবা কাঠিন্য অনুভব হবে না। সবসময়ের মন্সা সঙ্কল্প, বাণী আর কর্ম তিন রকমেরই আঞ্জা স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হয়েছে। ভাবারও আবশ্যিকতা নেই যে এটা করবো কি করবো না। এটা রাইট নাকি এটা রং। ভাবারও পরিশ্রম নেই। পরমাত্ম-আঞ্জা সদাই শ্রেষ্ঠ। তো সব কুমার যারাই এসেছো, খুব ভালো সংগঠন। তো প্রত্যেকে বাবার হওয়ার সাথে সাথেই বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো? যখন বাবার হয়েছো তো সবচাইতে আগে কোন্ প্রতিজ্ঞা করেছো? বাবা তন, মন, ধন যা কিছু আছে, কুমারদের কাছে ধন তো বেশি থাকে না, তবুও যা আছে সব আপনার। এই প্রতিজ্ঞা করেছো? তনও, মনও, ধনও আর সম্বন্ধও সব তোমার সাথে - এই প্রতিজ্ঞাও পাক্সা করেছো? যখন তন-মন-ধন, সম্বন্ধ সব তোমার তো 'আমার' কি থাকলো! আমিষ্ববোধের

কিছু থাকে? আর কিইবা থাকে? তন, মন, ধন জন... সব বাবাকে হস্তান্তর করে দিয়েছো। যারা প্রবৃত্তির তারা কী করেছো? যারা মধুবনের তারা কী করেছো? পাক্সা তো না! যখন মনও বাবার হয়েছো তখন মন আমার নয় তো না! নাকি মন আমার? আমার মনে করে ইউজ করতে হবে? যখন মন বাবাকে দিয়ে দিয়েছো তো সেটাও তোমাদের কাছে 'আমানত'। তাহলে যুদ্ধ কেন করছো? আমার মন বিরক্ত, আমার মনে ব্যর্থ সঙ্কল্প আসে, আমার মন বিচলিত..., যখন আমারই নয়, গচ্ছিত রয়েছে তখন আমানতকে নিজের মনে করে ইউজ করা, আমানতে অনধিকার প্রয়োগ করা নয়? মায়ার দরজা হলো - "আমি" আর "আমার"। সুতরাং তনও তোমার নয়, তাহলে দেহ-অভিমানের আমি কোথা থেকে এসেছে! মনও তোমার নয়, তো আমার-আমার কোথা থেকে এলো! তোমার নাকি আমার? বাবার। নাকি শুধুই বলতে হয়, করতে হবে না? বলতে হবে বাবার আর মানতে হবে আমার! কেবল প্রথম প্রতিজ্ঞা স্মরণ করো যে, না বডি কম্বিয়াসের - "আমি", না "আমার"। সুতরাং যা বাবার আঞ্জা - তনকেও আমানত মনে করো, মনকেও আমানত মনে করো। তাহলে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় কি? কোনও দুর্বলতা যদি আসে তো এই দুটো শব্দ থেকে আসে - "আমি এবং আমার"। তো না তোমাদের তন আছে, না বডি-কম্বিয়াসের "আমি"। মনে যে কোনো সঙ্কল্পই চলুক না কেন যদি আঞ্জাকারী হও তো বাবার আঞ্জা কী? পজিটিভ ভাবো, শুভ ভাবনার সঙ্কল্প করো। অনর্থক সঙ্কল্প করো - এটা বাবার আঞ্জা কী? না। তো যখন তোমাদের মনই নেই তবুও ব্যর্থ সঙ্কল্প করো, বাবার আঞ্জাকে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করনি তো না! শুধু একটা শব্দ স্মরণ করো যে, 'আমি পরমাত্ম-আঞ্জাকারী বাচ্চা।' এই আঞ্জা বাবার নাকি না! সেটা ভাবো। যারা আঞ্জাকারী বাচ্চা হয় তারা সদা আপনা থেকেই বাবার স্মরণে থাকে। আপনা থেকেই প্রিয় হয়। আপনা থেকেই বাবার সমীপে থাকে। সুতরাং চেক করো আমি বাবার সমীপ, বাবার আঞ্জাকারী? একটা শব্দ অমৃতবেলায় স্মরণ করতে পারো - "আমি কে?" আমি আঞ্জাকারী নাকি কখনো আঞ্জাকারী আর কখনো আঞ্জা থেকে সরে যাই?

বাপদাদা সদা বলেন, যে কোনও রূপের মধ্যে যদি এক বাবার সম্বন্ধই স্মরণে থাকে, হৃদয় থেকে বের হয় - 'বাবা', তাহলে সমীপে অনুভব করবে। মন্ত্রের মতো ব'লো না "বাবা-বাবা", তারা রাম রাম বলে তোমরা বাবা বাবা ব'লো, কিন্তু হৃদয় থেকে যেন বের হয় - 'বাবা'! সব কর্ম করার আগে চেক করো, মনের প্রতি, তনের প্রতি কিংবা ধনের প্রতি বাবার আঞ্জা কী? কুমারদের কাছে যতই কম ধন থাক কিন্তু ধনের হিসাবপত্র (পোতামেল) যেভাবে রাখতে বাবা আঞ্জা দিয়েছেন সেভাবে রেখেছো? নাকি যেভাবে আসে সেভাবেই চালাও? প্রত্যেক কুমারের ধনেরও হিসাব-নিকাশ রাখা উচিত। ধন কোথায় এবং কীভাবে ইউজ করতে হবে, মনকেও কোথায় এবং কীভাবে ইউজ করতে হবে, তনকেও কোথায় উপযোগী

করে তুলতে হবে, এই সব হিসাব-নিকাশ হওয়া প্রয়োজন। তোমরা দাদিরা যখন ধারণার ক্লাস করাও তখন বোঝাও তো না যে ধন কীভাবে ইউজ করতে হবে! কী পোতামেল রাখতে হবে! কুমারদের জানা আছে কীভাবে পোতামেল রাখতে হবে! কোথায় নিয়োজিত করতে হয় সেটা জানা আছে তোমাদের? অল্পসংখ্যকই হাত তুলছে, নতুনরাও আছে, এদের জানা নেই। এদেরকে এটা অবশ্যই বলে দাও কি কি করতে হবে! নিশ্চিত হয়ে যাবে, বোঝা মনে হবে না। কেননা, তোমাদের সকলের লক্ষ্য আছে যে, কুমার মানে লাইট। ডবল লাইট। কুমারদের লক্ষ্য আছে তো না যে, আমাকে নম্বর ওয়ানে আসতে হবে? তো লক্ষ্যের সাথে লক্ষণও থাকা উচিত। লক্ষ্য খুব উঁচু আর লক্ষণ নয় তাহলে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন। সেইজন্য যা বাবার আঙা তা সदा বুদ্ধিতে রেখে তারপরে কার্যে এসো।

বাপদাদা আগেও বুঝিয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণ জীবনের মুখ্য খাজানা হলো - সঙ্কল্প, সময় আর শ্বাস। তোমাদের শ্বাসও অমূল্য। একটা শ্বাসও কমন যেন না হয়, ব্যর্থ যেন না হয়। ভক্তিতে বলে - শ্বাসে শ্বাসে নিজের ইষ্টকে স্মরণ করো। শ্বাসও যেন ব্যর্থ না যায়। জ্ঞানের খাজানা, শক্তির খাজানা... এসব আছেই। কিন্তু মুখ্য তিন খাজানা এগুলো - সঙ্কল্প, সময় আর শ্বাস, আঙা অনুসারে সফল হয়? ব্যর্থ হয়ে যায় না তো না? কেননা, ব্যর্থ হলে সঙ্কল্প হয় না। আর সঙ্কল্পের খাতা এই সঙ্গমেই জমা করতে হবে। হয় সত্যযুগ, ত্রেতায় শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করতে হবে, নয়তো দ্বাপর, কলিযুগে পূজ্য পদ প্রাপ্ত হওয়ার থাকে, কিন্তু দুয়ের জমা এই সঙ্গমেই সঙ্কল্প করতে হবে। এই হিসাবের দ্বারা ভাবো যে, সঙ্গম সময়ের জীবনের, ছোট একটা জন্মের সঙ্কল্প, সময়, শ্বাস কত অমূল্য! এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ো না। যেমন এসেছে তেমনভাবে দিন কেটে গেছে, দিন কেটে যায়নি বরং এক একদিনে অনেক অনেক খুইয়েছো। যখনই কোনো অহেতুক সঙ্কল্প, নিরর্থকভাবে সময় চলে যায় তখন এমন মনে ক'রো না - যাক গিয়ে ৫ মিনিটই তো গেছে! সংরক্ষণ করো। সময় অনুসারে দেখো প্রকৃতি নিজের কার্যে কত প্রখর! কিছু না কিছু খেলা দেখাতেই থাকে। কোথাও না কোথাও খেলা দেখাতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতিপতি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের খেলা একটাই - উড়তি কলার। তো প্রকৃতি খেলা তো দেখায় কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের উড়তি কলার খেলা দেখাচ্ছে?

কোনো এক বাচ্চা বাপদাদাকে উড়িম্বার রেজাল্ট লিখে জানিয়েছে, এই হয়েছে, ওই হয়েছে....। তাহলে প্রকৃতির সেই খেলা তো দেখে নিয়েছো। কিন্তু বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা শুধু প্রকৃতির খেলা দেখেছো নাকি নিজের উড়তি কলার খেলায় বিজি ছিলে? নাকি শুধু সমাচারই শুনতে থেকেছো? সমাচার তো সব শুনতেও হয়, কিন্তু সমাচার শুনতে যতটা ইন্টারেস্ট থাকে ততটা নিজের উড়তি কলার স্থিতি বজায় রাখতে ইন্টারেস্ট ছিল? কিছু বাচ্চা গুপ্ত যোগীও ছিল, এমন গুপ্ত যোগী বাচ্চাদের বাপদাদার অনেক সহায়তাও প্রাপ্ত হয় আর এমন বাচ্চারা নিজেরাও অনড়, সাক্ষী হয়ে থেকেছে এবং সময়মতো বায়ুমন্ডলেও সহযোগ দিয়েছে। যেমন স্থূল সহযোগ যারা দেয়, হয় গভর্নমেন্ট, আশেপাশের লোকজন সহযোগ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়, তেমন ব্রাহ্মণ আত্মারাও নিজেদের সহযোগ - শক্তি, শান্তি দেওয়ার, সুখ দেওয়ার যে ঈশ্বরীয় শ্রেষ্ঠ কার্য আছে, তা' করেছো? যেমন ওই গভর্নমেন্ট এটা করেছে, অমুক দেশ এটা করেছে... তড়িঘড়ি ক'রে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে লেগে যায়, তো বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা ব্রাহ্মণরা নিজেদের এই কার্য করেছো? তোমাদেরও অ্যালাট হওয়া উচিত। স্থূল সহযোগ দেওয়া সেটাও আবশ্যিক। এতে বাপদাদা নিষেধ করেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের যেটা বিশেষ কার্য, যা আর কেউ সহযোগ দিতে পারে না, এমনভাবে অ্যালাট হয়ে সহযোগ দিয়েছো তোমরা? দিতে হবে তো না! নাকি তাদের শুধু বস্ত্র প্রয়োজন, আনাজ প্রয়োজন? কিন্তু প্রথমে তো মনে শান্তি চাই, মোকাবিলা করার শক্তি চাই। তো স্থূলভাবে করার সাথে সাথে সূক্ষ্ম সহযোগ ব্রাহ্মণই দিতে পারে আর কেউ দিতে পারে না। এটা তো কিছুই না, এটা তো রিহার্সাল। রিয়েল তো আসবে। যা আসছে তার রিহার্স করাচ্ছেন তোমাদের বাবা এবং সময়। তো যে শক্তি, যে খাজানা তোমাদের কাছে আছে, সেসব সময় মতো ইউজ করতে জানো তোমরা?

কুমার কী করবে! শক্তি জমা আছে তোমাদের? শান্তি জমা আছে? কীভাবে ইউজ করতে হয় জানো? হাত তো খুব ভালো তোলা তোমরা, এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাও। সাক্ষী হয়ে দেখতেও হবে, শুনতেও হবে আর সহযোগ দিতেও হবে। একদম অস্তিম্বে যখন রিয়েল পার্ট প্লে হবে, তা'তে সাক্ষী আর নির্ভীক হয়ে দেখতেও হবে আর পার্ট প্লেও করতে হবে। কোন্ পার্ট? দাতার বাচ্চারা, দাতা হয়ে আত্মাদের যা চাই তা' দিতে থাকবে। তোমরা মাস্টার দাতা তো না? স্টক জমা করো, নিজের কাছে যতটা স্টক হবে, ততটাই দাতা হতে পারবে। অন্ত পর্যন্ত নিজের জন্যই জমা করতে থাকবে তো দাতা হতে পারবে না। অনেক জন্মের জন্য যে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হওয়ার আছে, তা' প্রাপ্ত করতে পারবে না, সেইজন্য এক তো নিজের জন্য স্টক জমা করো। শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনার ভান্ডার যেন সदा পরিপূর্ণ থাকে। দুই - যে বিশেষ শক্তিগুলো রয়েছে, সেই শক্তিগুলো যে সময় যে শক্তির প্রয়োজন তা' যেন দিতে পারো। সেই সময় অনুসারে শুধু নিজের পুরুষার্থে সঙ্কল্প আর সময়

দাও, সেইসাথে দাতা হয়ে বিশ্বকেও সহযোগ দাও। তোমাদের নিজের জন্য কী পুরুষার্থ করা উচিত সেই বিষয়ে তোমাদের বলেছি - অমৃতবেলাতেই এটা ভাবো যে - 'আমি আঞ্জাকারী বাচ্চা!' প্রতিটি কর্মের জন্য আঞ্জা প্রাপ্ত হয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার, ঘুমানোর, খাওয়ার, কর্মযোগী হওয়ার, সব কর্মের আঞ্জা প্রাপ্ত হয়েছে। আঞ্জাকারী হওয়া এটাই বাবা সমান হওয়া। ব্যস্! শ্রীমতে চলা, না মনমত, না পরমত। অ্যাডিশন যেন না হয়। কখনো মনমতে, কখনো পরমতে যদি চলবে তো পরিশ্রম করতে হবে। সহজ হবে না, কেননা মনমত, পরমত উড়তে দেবে না। মনমত, পরমত হলো বোঝা আর বোঝা উড়তে দেবে না। শ্রীমৎ ডবল লাইট বানায়। শ্রীমতে চলা অর্থাৎ সহজে বাবার সমান হওয়া। শ্রীমতে যারা চলে তাদেরকে কোনও পরিস্থিতি নিচে নিয়ে আসতে পারে না। তো শ্রীমতে কীভাবে চলতে হয় জানো তোমরা?

আচ্ছা - তো কুমার এখন কী করবে। নিমন্ত্রণ পেয়েছো তোমরা। স্পেশাল খাতিরদারি হয়েছে। দেখো, কত প্রিয় হয়ে গেছে। তাহলে এবারে ভবিষ্যতে কী করবে? রেসপন্ড করবে নাকি ওখানে গেলে ওখানের, এখানে এলে এখানের? এইরকম নয় তো না? এখানে তো খুব মজায় রয়েছে। মায়ার আঘাত থেকে সুরক্ষিত আছো, এমন কেউ আছে যার কাছে এখানে মধুবনেও মায়া এসেছে? এমন কেউ আছে যাকে মধুবনেও পরিশ্রম করতে হয়েছে? সেফ আছে, এটা ভালো। বাপদাদাও খুশি হন। সময় আসবে যখন ইউথ গ্রুপের দিকে গভর্নমেন্টের অ্যাটেনশন যাবে, কিন্তু তখনই যাবে যখন তোমরা বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে যাবে। 'বিঘ্ন-বিনাশক'

কার নাম? তোমাদের নাম তো না! বিঘ্নের সাহস হবে না কোনো কুমারের সাথে মোকাবিলা করবে! তখন বলবে 'বিঘ্ন-বিনাশক'। বিঘ্নের হার যদিও বা হয়, কিন্তু আঘাত যেন না করে। বিঘ্ন-বিনাশক হওয়ার সাহস আছে তোমাদের? নাকি ওখানে ফিরে গিয়ে পত্র লিখবে - দাদি, খুব ভালো ছিল কিন্তু জানি না কী হয়ে গেল! এমন লিখবে না তো! এই খুশির খবর লেখো - ও. কে., ভেরি গুড, আমি বিঘ্ন-বিনাশক। ব্যস্! একটা শব্দ লেখো। বেশি লম্বা পত্র নয়। ও.কে.। আচ্ছা।

মধুবনেরও বিশেষত্ব বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। যারা মধুবনের তারা নিজের চার্ট পাঠিয়েছে। বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে, আঞ্জা পালন করা আঞ্জাকারী বাচ্চাদের নজরে দেখেন। বিশেষ কার্য পাওয়া মাত্র এভাররেডি হয়ে করেছে, এর জন্য তিনি বিশেষভাবে অভিবাদন করছেন। এটা ভালো, প্রত্যেকে নিজেরটা স্পষ্ট লিখেছে। (দাদির প্রতি) তুমিও রেজাল্ট দেখে ক্লাস করিও। নিজের অবস্থার চার্ট ভালো লিখেছে। বাপদাদা তো অভিনন্দিত করছেনই। স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতি সত্য সাহেব প্রসন্ন থাকেন। আচ্ছা—

চতুর্দিকের বাপদাদার আঞ্জাকারী বাচ্চাদের, সদা বিঘ্ন-বিনাশক বাচ্চাদের, সদা সহজভাবে শ্রীমতে চলা বাচ্চাদের, যারা পরিশ্রম থেকে মুক্ত থাকে, সদা আনন্দানুভবে ওড়ে এবং অন্যদের ওড়ায়, সমুদয় ঐশ্বর্যের ভান্ডারে পরিপূর্ণ থাকে, যারা এইভাবে বাবার সমীপ আর সমান থাকে এমন বাচ্চাদের অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার। কুমারদেরও বিশেষ রূপে অক্লান্ত এবং এভাররেডি, সদা উড়তি কলায় যারা ওড়ে তাদেরকে বাপদাদার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন।

(বাপদাদা ডায়মন্ড হলে বসে থাকা সব ভাই-বোনকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য হলে পরিক্রমণ করলেন)

বাপদাদার প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি অনেক অনেক স্নেহ-ভালোবাসা আছে। এমন যেন ভেবো না যে আমাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা কম আছে। হতে পারে তোমরা ভুলে যাও কিন্তু বাবা নিরন্তর সব বাচ্চার মালা জপতে থাকেন। কেননা, বাপদাদার সব বাচ্চার বিশেষত্ব সদা সামনে থাকে। কোনও বাচ্চা বিশেষ হবে না, সেটা নয়। প্রত্যেক বাচ্চা বিশেষ। বাবা কখনো একটা বাচ্চাকেও ভোলেন না, তো সবাই নিজেকে বিশেষ আত্মা এবং বিশেষ কার্যের জন্য নিমিত্ত, এইরকম মনে করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। আচ্ছা।

\*বরদান:-\* সদা অধ্যাত্ম (আত্মিক) স্থিতিতে থেকে অন্যদেরকেও আত্মা দেখে 'রুহানী রুহে' গোলাপ ভব রুহে গোলাপ অর্থাৎ যার মধ্যে সদা আধ্যাত্মিকতার সুগন্ধি থাকবে। যাদের অধ্যাত্ম সুগন্ধি রয়েছে তারা যেখানেই দেখবে, যাকেই দেখবে - আত্মাকে দেখবে, শরীরকে নয়। তো নিজেও সদা অধ্যাত্ম স্থিতিতে থাকো এবং অন্যদেরকেও আত্মা দেখো। যেমন বাবা উঁচু থেকেও উঁচু, তেমনই তাঁর বাগিচাও উঁচু হতে উঁচু, যে বাগিচার বিশেষ রূপসজ্জায় রুহে গোলাপ তোমরা বাচ্চারা। তোমাদের অধ্যাত্ম সুগন্ধি অনেক আত্মার কল্যাণ করে।

\*স্লোগান:-\* মর্যাদা লঙ্ঘন করে যদি কাউকে সুখ দিয়েছে তো সেটাও দুঃখের খাতায় জমা হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই জন্মের পাপ থেকে হাঙ্কা হওয়ার জন্য বাবাকে সত্য কথা বলো আর পূর্ব জন্মের বিকর্ম গুলি যোগ অগ্নির দ্বারা সমাপ্ত করো"

\*প্রশ্নঃ - খোদাই খিদমদগার (পরমাত্ম সেবানারী) হওয়ার জন্য কোন্ চিন্তা থাকা উচিত?

\*উত্তরঃ - আমাদের স্মরণের যাত্রায় থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়ার চিন্তা থাকা উচিত। এটাই হলো মূখ্য সাবজেক্ট। যে বাচ্চারা পবিত্র হয় তারা-ই বাবার সেবানারী হতে পারে। বাবা একা কি করতে পারেন তাই বাচ্চাদেরকে শ্রীমৎ অনুযায়ী নিজস্ব যোগবলের দ্বারা বিশ্বকে পবিত্র করে পবিত্র রাজধানী তৈরি করতে হবে। প্রথমে নিজেকে পবিত্র করতে হবে।

ওম শান্তি। এই কথা তো বাচ্চারা নিশ্চয়ই বোঝে আমরা বাবার কাছে যাই রিফ্রেশ হতে। ওখানে তোমরা যখন সেন্টারে যাও তখন এই ভাবে ভাবতে পারো না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে বাবা মধুবনে আছেন। বাবার মুরলী চলে কেবল বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চারা বুঝবে আমরা মধুবনে মুরলী শুনতে যাই। মুরলী শব্দ-টি কৃষ্ণের জন্য ধরে নেওয়া হয়েছে। মুরলী শব্দের অন্য কোনও অর্থ নেই। বাচ্চারা তোমরা এখন খুব ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছো তাই না। বাবা বুঝিয়েছেন আর তোমরা সেটা ফিল করে থাকো যে, সত্যিই আমরা একেবারেই অবুঝ ছিলাম। তোমরা সত্যযুগে কত বুদ্ধিমান, বিশ্বের মালিক ছিলে। কোনও মূর্খ বিশ্বের মালিক হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, কত বুদ্ধিমান ছিলেন, তবেই তো ভক্তিমার্গে পূজন যোগ্য হয়েছেন। জড় চিত্র কথা বলতে পারে না। শিববাবার পূজা করা হয় তিনি কি কিছু বলেন! শিববাবা একবার-ই এসে বলেন। যারা পূজা করছে তাদের জানা নেই ইনি হলেন জ্ঞান প্রদানকারী বাবা। কৃষ্ণের বিষয়ে ভাবে যে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়। যাদের পূজা করে তাঁদের অকুপেশান একেবারেই জানে না। সুতরাং এই পূজা ইত্যাদি সবই নিষ্ফল হয়, যতক্ষণ না বাবা আসেন। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অনেকে বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই পাঠ করেনি। এখন তোমাদের একমাত্র সত্য বাবা পড়াচ্ছেন। তোমরা বুঝেছো যথার্থই সত্য পড়ান যিনি তিনি হলেন একমাত্র বাবা। বাবাকেই বলা হয় সত্য। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কাহিনী শোনানো হয়। অর্থ তো ঠিকই আছে। সত্য পিতা আসেন, এখন নর থেকে নারায়ণ হতে হলে অবশ্যই সত্যযুগের স্থাপনা করবেন তাইনা। পুরানো দুনিয়া অর্থাৎ কলিযুগ সেটা হবে নাকি। পৌরাণিক কাহিনী শোনার সময় কারো বুদ্ধিতে থাকে না যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো। এখন তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার রাজযোগ শেখানো হয়। এই কথাটিও কোনো নতুন কথা নয়। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পে কল্পে এসে বোঝাই। যুগে-যুগে কিভাবে আসবো! ব্রহ্মার চিত্র দেখিয়ে তোমরা বোঝাতে পারো, ইনি হলেন রথ। যার এটা হলো অনেক জন্মের শেষের জন্ম, পতিত। এখন উনিও পবিত্র হচ্ছেন। আমরাও হই। যোগবল ছাড়া কেউ পবিত্র হতে পারে না। বিকর্ম বিনাশ হয় না। জলে স্নান করে কেউ পবিত্র হতে পারে না। এ হলো যোগ অগ্নি। জল হলো আগুন নেভানোর জন্য। আগুন হলো জ্বালাবার জন্য। সুতরাং জল তো আর আগুন নয় যার দ্বারা বিকর্ম ভস্ম হবে। সবচেয়ে বেশি গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়েছেন ইনি (ব্রহ্মাবাবা), শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠও অনেক করেছেন। এই জন্মে পন্ডিত ছিলেন কিন্তু কোনও লাভ তো হয়নি। পুণ্য আত্মা তো হননি। পাপ কর্ম করেছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যারা নিজেকে বাবার বাচ্চা নিশ্চয় করে তাদ এই জন্মে কৃত সকল পাপ কর্মের কথা বাবাকে বলে দেওয়া উচিত, যখন বাবা সামনেই আছেন, তাহলে হাঙ্কা হয়ে যাবে। এই জন্মেই হাঙ্কা হয়ে যাবে। তারপরে পুরুষার্থ করতে হবে, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কর্মের বোঝা যা মাথায় আছে সেসব নামাতে হবে। বাবা যোগের কথা বোঝাচ্ছেন। যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই কথা তোমরা এখন শুনছো। সত্যযুগে এই কথা কেউ শোনাতে পারে না। এই সম্পূর্ণ ড্রামাটি তৈরি হয়ে আছে। প্রতিটি সেকেন্ড সেকেন্ড এই পুরো ড্রামা পরিচালনা হতে থাকে। এক সেকেন্ড মেলে না অন্যের সাথে। সেকেন্ড সেকেন্ড আয়ুও কম হতে থাকে। এখন তোমরা আয়ু কম হওয়ার প্রক্রিয়ায় ব্রেক লাগিয়ে দাও এবং যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করো। বাচ্চারা তোমাদের এখন নিজের আয়ু বাড়াতে হবে যোগবলের দ্বারা। যোগের জন্য বাবা অনেক জোর দেন, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না। বলে বাবা আমরা ভুলে যাই। তখন বাবা বলেন যোগের অর্থ কিছু কঠিন নয়, এ হলো স্মরণের যাত্রা। বাবাকে স্মরণ করতে করতে পাপ বিনষ্ট হবে, অস্তিম সময়ে যেমন মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তও দেওয়া হয় - কেউ কাউকে বলে দিল তুমি হলে মোষ আর তাতেই সে ভাবতে লাগল আমি তো মোষ। তাকে বলা হলো, এই দরজা দিয়ে বাইরে যাও। তখন সে বলল আমি তো মোষ, বের হবো কিভাবে! যেন সত্যিকারের মোষ হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্তটি বসে তৈরি করা হয়েছে, এমন কেউ হয় না। এটা কোনো যথার্থ দৃষ্টান্ত নয়। সর্বদা রিয়েল বিষয়ের উপরেই উদাহরণ

দেওয়া হয়ে থাকে।

এই সময় বাবা যা কিছু তোমাদের বোঝান ভক্তিমাৰ্গে সেসবের আবার উৎসব পালন হয়। কত রকমের মেলা আখাড়া ইত্যাদির আয়োজন হয়। এইসময় যা কিছু হয় সবকিছুর উৎসব পালন হয়। তোমরা এখানে কতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠো। মেলায় কত ময়লা লাগে, শরীরে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। ভাবে এইভাবে পাপ বিনষ্ট হবে। ব্রহ্মাবাবার নিজে এইসব কিছুই অনুভব রয়েছে। নাসিকে জল খুব নোংরা হয়। সেখানে গিয়ে মাটির প্রলেপ লাগায়। ভাবে পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। তারপরে সেই মাটি পরিষ্কার করার জন্য জল আনা হয়। কোনও মহারাজা বিদেশে গেলে সঙ্গে গঙ্গা জলের ঘটি নিয়ে যেতেন তারপরে স্টিমার ইত্যাদিতে সেই জলই পান করতেন তারা। আগে তো মোটর গাড়ি, বিমান ইত্যাদি ছিল না। ১০০-১৫০ বছরে কত কি তৈরি হয়েছে! সত্যযুগের আদি কালে এই বিজ্ঞান কাজে লাগে। সেখানে মহল ইত্যাদি তৈরি করতে সময় লাগে না। এখন তোমাদের বুদ্ধি পারস বুদ্ধি হয়, তাই সব কাজ সহজে করে নেয়। যেমন এখানে মাটির ইঁট, সেখানে সোনার ইঁট থাকে। এই বিষয়ে মায়া ভানুমতির খেলাও (মায়া মছন্দরের খেলা) দেখানো হয়েছে। এইসব তো তারা বসে নাটক তৈরি করেছে, দেখানোর জন্য। আক্ষরিক অর্থেই স্বর্গে সোনার ইঁট থাকে। তাকেই বলে গোল্ডেন এজ। বর্তমান সময়কে বলে আয়রন এজ। স্বর্গকে তো সবাই স্মরণ করে। চিত্র ইত্যাদিও সব আছে। বলাও হয় আদি সনাতন ধর্ম, তারপরে হিন্দু ধর্ম বলে দিয়েছে। দেবতার পরিবর্তে হিন্দু বলে দিয়েছে। কারণ বিকারগ্রস্ত হয়েছে, তাই দেবতা বলবে কিভাবে। তোমরা যেখানে যাও তো এই কথাই বোঝাও কারণ তোমরা হলে ম্যাসেঞ্জার, পয়গম্বর (বার্তা বাহক)। বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে। কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ বুঝবে যে তোমরা অবশ্যই সঠিক কথা বলছো। অবশ্যই দু'জন পিতা রয়েছেন। কেউ বলে দেবে পরমাত্মা তো হলেন সর্বব্যাপী। তোমরা বুঝতে পারো এক পিতার কাছ থেকে পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। পারলৌকিক পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ২১ জন্মের জন্য। এই জ্ঞান এখনই আছে। সেখানে এই জ্ঞান থাকে না। সপ্তমেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ফলে ২১ জন্ম তোমরা রাজস্ব করো। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। এই কথা তোমরা এখন জানতে পেরেছো। যারা পাকা নিশ্চয়বুদ্ধি হয় তাদের কোনও সংশয় উৎপন্ন হওয়ার কথা নয়। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। শিববাবা এসে নিশ্চয়ই সম্পদের উত্তরাধিকার তো দেবেন। তাই বাবা বলেন এই ব্যাজ খুব ভালো। ব্যাজ অবশ্যই রাখবে। ঘরে-ঘরে মেসেজ দিতে হবে তারপরে কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক। বিনাশ এলে তখন ভাববে যে, ভগবান এসেছেন। তখন যাদের তোমরা মেসেজ দিয়েছিলে, তারা স্মরণ করবে যে শ্বেত বস্ত্রধারী ফরিস্তা কারা ছিল? সূক্ষ্ম বতনেও তোমরা ফরিস্তাদেরকে দেখো, তাই না! তোমরা জানো মাঝা-বাবা যোগ বলের দ্বারা এমন ফরিস্তা হন, তাই আমরাও হবো। এইসব কথা বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবা) মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের বোঝান। ডাইরেক্ট নলেজ দেন। বাবার মধ্যে যা নলেজ আছে বাচ্চারা সেসব তোমাদের মধ্যেও আছে। যখন উপরে যাও তখন নলেজের পার্টও পুরো হয়ে যায়। তারপরে যা পার্ট প্রাপ্ত হয় তা হয় সুখের পার্ট এবং এই নলেজ বিস্মৃত হয়।

অতএব বাচ্চারা তোমরা যেখানেই যাও মেসেঞ্জারের চিহ্ন হিসেবে ব্যাজ সঙ্গে অবশ্যই থাকা চাই। তাতে যতই কেউ হাসুক। এই নিয়ে কি আর হাসবে। তোমরা তো যথার্থ কথা শোনাও। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তাঁর নাম হলো শিববাবা, তিনি হলেন কল্যাণকারী। এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। এ হলো পুরুষোত্তম সপ্তম যুগ। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বাচ্চারা তোমরাই পেয়েছো। তাহলে ভুলে যাও কেন। কথা তো খুবই সহজ। চলতে ফিরতে বাবাকে এবং অবিনাশী উত্তরাধীকারকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধাম। তোমরা বাচ্চারা এখানে এসে মুরলী শুনে যাও তারপরে সবাইকে শোনাতে হবে। এমন নয় একজন ব্রাহ্মণী কেবল মুরলী ক্লাস করাবে। ব্রাহ্মণীদের নিজ সম তৈরি করা উচিত, তখন অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। যদি একজন ব্রাহ্মণী কোথাও চলে যায় তবে অন্যজন সেন্টার চালাতে পারবে না কেন! ধারণা করেনি নাকি? স্টুডেন্টদের পড়বার এবং পড়াবার শখ থাকা উচিত। মুরলী তো খুব সহজ, সকলেই ধারণা করে ক্লাস করতে পারে। এখানে তো বাবা বসে আছেন। বাবা বাচ্চাদের বলেন কোনও কথায় সংশয় থাকা উচিত নয়। একমাত্র বাবা আছেন যিনি সব জানেন। একটি মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য আছে, এতে কোনও প্রশ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করার দরকার থাকে না। সকালেও বসে বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রায় সাহায্য করি। অসীম জগতের সমস্ত বাচ্চারা স্মরণে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে এই স্মরণের সাহায্যে বিশ্বকে পবিত্র করতে হবে, এই কাজেই তোমরা একটি অঙ্গুলি সম সহযোগ দিয়েছ। পবিত্র তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে করতে হবে তাইনা। সুতরাং বাবা সব বাচ্চাদের উপরে দৃষ্টি রাখেন। সবাই যেন শান্তিধামে চলে যায়। সকলকে আকৃষ্ট করেন। বাবা তো অসীম জগতে বসবেন। আমি এসেছি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করতে। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে কারেন্ট দিচ্ছি যাতে পবিত্র হয়। যাদের যোগবল পুরোপুরি থাকবে তারা বুঝবে বাবা এখন বসিয়ে স্মরণের যাত্রা করা শেখাচ্ছেন, যার দ্বারা বিশ্বে শান্তি স্থাপন হয়। বাচ্চারাও স্মরণে থেকে সাহায্য প্রাপ্ত করে।

সহযোগী বাচ্চাও চাই তাইনা। খোদাই খিদমতগার, নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাই স্মরণ করবে। তোমাদের প্রথম সাবজেক্টই হলো পবিত্র হওয়ার। অর্থাৎ তোমরা বাচ্চারা নিমিত্ত হও বাবার সাথে। বাবাকে আহবান করা হয় - হে পতিত-পাবন এসো। এবারে তিনি একা কি করবেন। সেবাধারী চাই তাইনা। তোমরা জানো আমরা বিশ্বকে পবিত্র করে সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করবো। বুদ্ধিতে যখন এমন নিশ্চয় হবে তখন নেশা বাড়বে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুসারে, নিজের যোগবলের দ্বারা নিজের জন্য রাজধানী স্থাপন করছি। এই নেশা থাকা উচিত। এ'সব হলো আধ্যাত্মিক (রুহানী) কথা। বাচ্চারা বুঝতে পারে প্রতিটি কল্প বাবা এই রুহানী বল এর দ্বারা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। এই কথাও বোঝো যে শিববাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। এখন মাথায় এই স্মরণের যাত্রা করার চিন্তা-ই আছে। পুরুষার্থ করতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদি করার সময়েও যেন স্মরণের যাত্রা চলতে থাকে। সদা সুস্থ করার জন্য বাবা বিশাল উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। এই সময় সব কিছু ভুলে যেতে হয়। আমরা আত্মারা ফিরে যাচ্ছি, আত্ম-অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস করানো হয়। খাওয়াদাওয়া করার সময়, চলতে-ফিরতে বাবাকে কি স্মরণ করতে পারবে না? জামাকাপড় সেলাই করার সময়ও বুদ্ধি যোগ যেন বাবার স্মরণে থাকে। খুব সহজ। এই কথা তো বুঝেছ যে ৮৪-র চক্র পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হতে থাকে। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল, যা এখন আবার রিপিট হচ্ছে। এই রিপিটেশনের রহস্যও বাবা-ই বোঝান। প্রত্যেকের ড্রামাতে পার্ট আছে, সেসব প্লে হতে থাকবে। বাচ্চাদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সত্যপ্রধান হবে। তখন এই শরীর থেকে মুক্তি পাবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই কথাই আছে যে আমরা আত্মারা সত্য প্রধান হই কারণ ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরতে হবে। সত্যযুগে এমন বলা হবে না। সেখানে তো বলবে এক পুরানো দেহ ত্যাগ করে অন্য ধারণ করতে হবে। সেখানে তো দুঃখের কোনও কথা নেই। এখানে এটা হলো দুঃখধাম। পুরানো শরীর রয়েছে, তাই মনে করে এই শরীরকে ত্যাগ করে এখন নিজের ঘরে ফিরে যাই। বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। তিনি নিরাকার পিতা, তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এসে সকলের সদগতি করেন। বাবা বলেন সাধু সন্ন্যাসীদেরও আমি উদ্ধার করি। তোমরা এখন এক বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। আত্মারা তোমাদের সবার বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকার প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে দেহী-অভিমানী হও এবং বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করো তাহলে পাপ বিনষ্ট হতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) মুরলী শুনে তারপরে সবাইকে শোনাতে হবে। নিজে পড়ার সাথে সাথে অন্যদেরকে পড়াতেও হবে। কল্যাণকারী হতে হবে। ব্যাজ হলো ম্যাসেজের চিহ্ন, ব্যাজ সদা লাগিয়ে রাখবে।

২) বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। যেমন বাবার দৃষ্টি অসীমে থাকে, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করার কারেন্ট দেন, তেমন ভাবে ফলো ফাদার করে সহযোগী হতে হবে।

\*বরদান:-\* কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা কর্মাতীত স্থিতির অনুভবকারী কর্মবন্ধন মুক্ত ভব কর্মের সাথে সাথে যোগের ব্যালেন্স থাকলে প্রত্যেক কর্মে স্বতঃ সফলতা প্রাপ্ত হয়। কর্মযোগী আত্মা কখনও কর্মের বন্ধনে ফঁসে যায় না। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াকেই কর্মাতীত বলা হয়। কর্মাতীতের অর্থ এটা নয় যে কর্ম থেকে অতীত হয়ে যাও। কর্ম করা থেকে বিরত থাকা নয়, কর্মের বন্ধনে ফঁসে যাওয়া থেকে মুক্ত থাকো। এইরকম কর্মযোগী আত্মা নিজের কর্মের দ্বারা অনেকের কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানায়। তার কাছে প্রত্যেক কর্ম মনোরঞ্জন মনে হবে, অসম্ভব বলে কিছু অনুভব হবে না।

\*স্লোগান:-\* পরমাত্ম-প্রেমই হলো সময়ের ঘন্টা, যেটা অমৃতবেলায় উঠিয়ে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে কারেন্ট (শক্তি) নিতে হলে সার্ভিসে লেগে থাকো, যে বাচ্চারা সবকিছু ত্যাগ করে সার্ভিসে লেগে থাকে, তারাই প্রিয় হয়, বাবার হৃদয়ে স্থান পায়"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের স্থায়ী খুশী কেন থাকে না, এর মুখ্য কারণ কি?

\*উত্তরঃ - স্মরণের সময় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, স্থির বুদ্ধি না থাকার কারণে খুশী থাকতে পারে না। মায়ার ঝড় দীপককে নাজেহাল করে দেয়। যতক্ষণ কর্ম, অকর্ম না হচ্ছে, ততক্ষণ স্থায়ী খুশী থাকতে পারে না, তাই বাচ্চাদের এই পরিশ্রম করতে হবে।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি যখন বলে তখন খুব উল্লাসের সঙ্গে বলে যে, আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। এর অর্থ কতই সহজ। বাবাও বলবেন ওম্ শান্তি। দাদাও বলবেন ওম্ শান্তি। তিনি বলেন - আমি পরমাত্মা, ইনি বলেন আমি আত্মা। তোমরা সকলেই হলে নক্ষত্র। সমস্ত নক্ষত্রের বাবা তো চাই, তাই না। এমন গানও আছে যে, সূর্য, চাঁদ আর লাকি নক্ষত্র। তোমরা বাচ্চারা হলে মোস্ট লাকি নক্ষত্র। তার মধ্যেও নক্ষত্রের ক্রমানুসারে আছে। রাতে যেমন চাঁদের কিরণে কোনো নক্ষত্রের দ্যুতি হালকা হয়, কোনোটার আবার তীব্র। কেউ কেউ চাঁদের কাছে থাকে। নক্ষত্র তো। তোমরাও হলে জ্ঞান নক্ষত্র। ঝলমল করে, ক্রকুটির মাঝে ওয়ান্ডারফুল এক তারা। বাবা বলেন, এই নক্ষত্র (আত্মা) খুবই ওয়ান্ডারফুল। এক তো এত ছোটো বিন্দু, যার খবর কেউই জানে না। আত্মাই এই শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করে। এ বড়ই ওয়ান্ডার। তো বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নক্ষত্রের ক্রমানুসারে আছে। কেউ এই রকম, কেউ আবার আরেক রি। বাবা সেই নক্ষত্রদের বসে স্মরণ করেন যারা খুব ঝলমল করে। যারা খুব ভালো সার্ভিস করে তারা কারেন্ট (শক্তি) পেয়ে যায়। তোমাদের ব্যাটারি ভরপুর হচ্ছে। তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থের নক্ষত্র অনুসারে তোমরা সার্চ লাইট পাও। বাবা বলেন, যে আমার কারণে সবকিছু ত্যাগ করে সার্ভিসে লেগে থাকে, সে আমার খুবই প্রিয়। সে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়। বাবা তো হৃদয় হরণ করেন, তাই না। দিলওয়াল মন্দিরও তো আছে, তাই না। এখন এ কি দিলওয়াল মন্দির নাকি যিনি হৃদয় হরণ করেন তাঁর মন্দির! কার হৃদয় হরণ করেন? তোমরা তো দেখেছো তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো বসে আছেন। অবশ্যই তাঁর মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেন আর তোমরাও দেখো যে - উপরে স্বর্গের স্থাপনাও আছে, নীচে বাচ্চারা তপস্যায় বসে আছে। এ তো ছোটো মডেল রূপে বানানো আছে। যারা খুব ভালো সার্ভিস করে তারা খুবই সাহায্যকারী। মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক এরা তো আছে, তাই না। এই মন্দির খুবই সঠিক স্মরণিক হিসেবে বানানো হয়েছে। তোমরা বলবে, এ হলো আমাদেরই স্মরণিক। তোমরা এখন আলোর সন্ধান পেয়েছো আর কোথাও জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন নেই। ভক্তিমার্গে তো মানুষকে যা শোনানো হয় তাই সত্য সত্য বলে দেয়। বাস্তবে এ হলো মিথ্যা, একেই সত্য মনে করে। এখন বাবা, যিনি হলেন সত্য, তিনি বসেই তোমাদের সত্যকথা শোনান, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও। বাবা তো তোমাদের কিছুই পরিশ্রম করান না। বৃক্ষের সম্পূর্ণ রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে। তোমাদের বোঝানো তো খুবই সহজ কিন্তু এতো সময় কেন লাগে? জ্ঞান বা অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে সময় লাগে না। পবিত্র হতেই সময় লাগে। মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। এখানে তোমরা যখন আসো, তোমাদের মন বেশী থাকে স্মরণের যাত্রায়। ঘরে গেলে এতটা নেশা থাকে না। এখানে সকলেই নক্ষত্রের ক্রমানুসারে রয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে বসে থাকলে বুদ্ধিতে এই নেশা থাকে যে - আমরা বাচ্চা আর ইনি হলেন বাবা। অসীম জগতের (বেহদের) বাবা আর আমরা বাচ্চারা বসে আছি। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা এই শরীরে এসেছেন। তিনি দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছেন, সার্ভিস করছেন। তাই সেই এক এরই স্মরণ করা উচিত। আর কোনদিকেই বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয়। সন্দেশীরা (যারা সূক্ষ্মলোকে ফরিস্তা রূপে গিয়ে বাবার সন্দেশ নিয়ে আসেন) সম্পূর্ণ রিপোর্ট দিতে পারেন - কার বুদ্ধি বাইরে বিভ্রান্ত হয়, কে কি করছে, কার ঝিমুনি আসে, সবই বলতে পারেন।

যে নক্ষত্ররা খুবই সার্ভিসেবল (সেবাপরায়ণ), বাবা তাদেরকেই দেখতে থাকেন। বাবার লভ থাকে তাই না! কারণ তারা এই স্থাপনায় সাহায্য করে। হুবহু আগের কল্পের মতো এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অনেকবারই তা হয়েছে। এই ডামার চক্র তো চলতেই থাকে। এতে চিন্তা করার কোনো কথাই থাকে না। বাবার সাথে তো আছো, তাই না। তাহলে সঙ্গের রং তো লাগেই। চিন্তা কম হয়ে যায়। এই নাটক তো বানানোই আছে। বাবা তাঁর সন্তানদের জন্য স্বর্গের রাজধানী নিয়ে এসেছেন। তিনি কেবল বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। এখন সুইট হোমে যেতে

হবে, যারজন্যে তোমরা ভক্তিমাৰ্গে মাথা ঠুকতে কিন্তু একজনও যেতে পারতে না। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর স্বদর্শন চক্ৰ ঘোরাতে থাকো। অল্ফ (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী)। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর ৮৪ জন্মের চক্ৰকে স্মরণ করো। আল্লা ৮৪ জন্মের চক্ৰের জ্ঞান পেয়েছে। রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না। তোমরাও তা জানো কিন্তু পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। ভোরে উঠে তোমরা বুদ্ধিতে এই কথাই স্মরণে রাখো যে - আমরা ৮৪ র চক্ৰ সম্পূর্ণ করেছি, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই তোমরা চক্ৰবর্তী রাজা হতে পারবে। এ তো সহজ, তাই না কিন্তু মায়া তোমাদের তা ভুলিয়ে দেয়। মায়ার তুফান আছে না, তা দীপকে নাজেহাল করে দেয়। মায়া খুবই দুষ্টুর, তার এতোটাই শক্তি যে বাচ্চাদের সব ভুলিয়ে দেয়। সেই খুশী স্থায়ী থাকে না। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে বসো আর বসে বসে তোমাদের বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়। এ সবই হলো গুপ্ত কথা। যতই চেষ্টা করো না কেন, স্মরণ করতেই পারবে না। আবার কারোর বুদ্ধি নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়ে তারপর স্থির হয়ে যায়, কারোর আবার চট করে স্থির হয়ে যায়, আবার কাউকে যতই বলো না কেন বুদ্ধিতে বসেই না। একেই মায়ার যুদ্ধ বলা হয়। কর্মকে, অকর্ম বানানোর জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয়। ওখানে তো রাবণ রাজ্যই নেই তাই কর্ম - বিকর্মও হয় না। ওখানে মায়া থাকেই না যে বিকর্ম করাবে। এ হলো রাবণ আর রামের খেলা। অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য। দিন আর রাত। সঙ্গম যুগে কেবল ব্রাহ্মণরাই থাকে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা বৃদ্ধিতে পারছো যে, রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে। ওই শূদ্র বর্ণেররা বৃদ্ধিতেই পারে না।

মানুষ তো উচ্চঃস্বরে ভক্তি ইত্যাদির গান গায়। তোমাদের তো আওয়াজের উর্ধ্বে যেতে হবে। তোমরা তো তোমাদের বাবার স্মরণেই মস্তিতে থাকো। আল্লা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে। আল্লা বৃদ্ধিতে পারে যে এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভক্তিমাৰ্গে তো মানুষ শিববাবা - শিববাবা করে এসেছে। শিবের মন্দিরে শিবকে তারা অবশ্যই বাবা বলে। জ্ঞান তো তাদের কিছুই নেই। এখন তোমরা সেই জ্ঞান পেয়েছো। তিনি হলেন শিববাবা, তাঁর এই চিত্র, ওরা তো লিঙ্গকেই মনে করে। তোমরা তো এখন জ্ঞান পেয়েছো। ওরা তো লিঙ্গের উপর গিয়ে ঘটি করে জল ঢালে। এখন বাবা তো হলেন নিরাকার। নিরাকারের উপরে ঘটি করে জল দেবে তো তিনি কি বলবেন! সাকার হলে তবুও তো স্বীকার করবেন। নিরাকারের উপরে দুধ ইত্যাদি দিলে তিনি কি বলবেন। বাবা বলেন, দুধ ইত্যাদি যা তোমরা দাও তা তো তোমরাই পান করো, ভোগ ইত্যাদিও তোমরাই গ্রহণ করো। এখানে তো আমি সামনে বসে আছি, তাই না। আগে পরোক্ষভাবে করতেন আর এখন তা প্রত্যক্ষ, নীচে এসে নিজের পাট প্লে করছেন। সার্চলাইট দিচ্ছেন। বাচ্চারা মনে করে, মধুবনে বাবার কাছে অবশ্যই আসা উচিত। ওখানে আমাদের ব্যটারি খুব ভালোভাবে চার্জ হয়। ঘরে তো পার্থিব নানা কারণে অশান্তিই অশান্তি লেগে আছে। এই সময় সমস্ত বিশ্বে অশান্তি। তোমরা জানো যে, এখন আমরা যোগবলের দ্বারা শান্তি স্থাপন করছি। বাকি এই পড়াতেই রাজস্ব পাওয়া যায়। পূর্ব কল্পেও তোমরা এই কথা শুনেছিলে, এখনো তোমরা তাই শুনছো। যা কিছুই অভিনীত হচ্ছে তা আবারও হবে। বাবা বলেন কতো বাচ্চা আশ্চর্যবৎ ভাগিন্দি (চলে গেছে) হয়ে গেছে। আমাদের অর্থাৎ প্রিয়তমকে কতো স্মরণ করতে। এখন আমি এসেছি তবুও ছেড়ে চলে যায়। মায়া কেমন থাপ্পড় দিয়ে দেয়। বাবা তো অনুভবী, তাই না। বাবার তো নিজের সম্পূর্ণ হিষ্টি মনে আছে। মাথায় টুপি, খালি পায়ে দৌড়াতেন, মুসলমানরাও খুবই ভালোবাসতো। তারা খুবই আদর - যত্ন করতো যেন শিক্ষকের সন্তান এসেছে বা গুরুর সন্তান এসেছে। তারা বাজরার রুটি খাওয়াতো। এখানেও বাবা পনেরো দিনের প্রোগ্রাম করেছিলেন রুটি আর ছাঁচ খাওয়ার। আর কিছুই তৈরী হতো না। অসুখ - বিসুখেও সকলের জন্য এটাই তৈরী হতো। কারোর কিন্তু কিছুই হয়নি। অসুস্থ বাচ্চারাও সুস্থ হয়ে যেত। তিনি দেখতেন, আসক্তি দূর হয়েছে কিনা যে এটা চাই না, এটা চাই। এই চাহিদাকে জমাদার বলা হয়। বাবা তো এখানে বলেন, চাওয়ার থেকে মৃত্যু ভালো। বাবাই জানতেন যে - বাচ্চাদের কি দিতে হবে। যা কিছু দিতে হবে তা তিনি নিজেই দিতেন। এই সম্পূর্ণ ড্রামা পূর্ব নির্মিত হয়ে আছে।

বাবা তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন না যারা বাবার কথাও বৃদ্ধিতে পারো আবার বাচ্চাদের কথাও বৃদ্ধিতে পারো, তারা হাত তোলো! তখন সবাই হাত তুলেছিল। হাত তো চট করে তুলে ফেলো। বাবা যেমন জিজ্ঞেস করেন - লক্ষ্মী - নারায়ণ কে হবে? তখন সাথে সাথে হাত তুলবে। তারা অবশ্যই এই পারলৌকিক বাচ্চাকেও অ্যাড করবে, কেননা ইনি বাবা - মায়ের অনেক সেবা করেন। বাবা - মা একুশ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা যখন বাণপ্রস্থে যায় তখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো তাদের দেখাশোনা করার। তারা তখন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যান। এনার যেমন লৌকিক বাবা ছিলেন, বাণপ্রস্থ অবস্থা এলে তিনি বলেছিলেন, আমি বেনারসে গিয়ে সংসঙ্গ করবো, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো। (এই ইতিহাস শুনিও) তোমরা হলে ব্রাহ্মণ প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। মনুষ্য সৃষ্টির সবথেকে প্রথম পাতা। এনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরও জ্ঞানের

মাগর নন । শিববাবা হলেন অসীম জগতের বাবা, তাই তো তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধীকার পাওয়া উচিত, তাই না । সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কখন, কিভাবে এলেন, আমরা তাঁর জয়ন্তী পালন করি, এ তো কেউই জানে না । ইনি তো গর্ভে আসেন না । তিনি আমাদের বোঝান যে, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের বাণপ্রস্থ অবস্থায় । মানুষ যখন সন্ধ্যাস গ্রহণ করে তখন তার বাণপ্রস্থ অবস্থা বলা হয় । তাই বাবা এখন তোমাদের বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছো, এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । হিসাব তো তোমরা জানো, তাই না । আমি তো এনার মধ্যে প্রবেশ করি । আমি কোথায় এসে বসি, যেখানে এনার আত্মা থাকে, তার পাশে এসে বসি । গুরুরা যেমন তাদের শিষ্যদের নিজের পাশে বা কোলে বসায় । এনার স্থানও এখানে, আমার স্থানও এখানেই । আমি বলি, হে আত্মারা, তোমরা মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপী বিনাশ হয়ে যাবে । তোমাদের তো মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । এ হলো রাজযোগ । নতুন দুনিয়ার জন্য অবশ্যই রাজযোগের প্রয়োজন । বাবা বলেন যে, আমি এসেছি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন লাগাতে । গুরুরা তো অনেকই আছে কিন্তু সঙ্গুরু একজনই । তিনিই সত্য । বাকি তো সবই মিথ্যা ।

তোমরা জানো যে, এক হলো রুদ্র মালা, দ্বিতীয় হলো বিষ্ণুর বৈজয়ন্তী মালা । এরজন্য তোমরা পুরুষার্থ করো, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা মালার দানা হতে পারবে । যেই মালা নিয়ে তোমরা ভক্তিমার্গে স্মরণ করো অথচ কিছুই জানো না যে এই মালা কার, উপরে ফুল কে, এরপর মেরু কি আর দানাই বা কারা? মানুষ মালায় স্মরণ করে অথচ কিছুই বুঝতে পারে না । এমনই রাম - রাম বলে মালা জপ করতে থাকে । তারা রাম - রাম বলতে থাকে আর মনে করে সব রামই রাম । সর্বব্যাপী কথার অঙ্ককার এখান থেকেই নির্গত । মানুষ মালার অর্থই জানে না । কেউ বলে ১০০ মালা জপ করো.... এতো মালা জপ করো । বাবা তো অনুভাবী, তাই না । তিনি ১২ জন গুরু করেছিলেন, তাঁর কাছে ১২ জনের অনুভব আছে । এমন অনেকেই আছেন যাদের নিজের গুরু থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে যায় যাতে কিছু অনুভব পাওয়া যায় । মালা ইত্যাদি জপ করতে থাকে । এ হলো সম্পূর্ণ অঙ্কশ্রদ্ধা । মালা সম্পূর্ণ করে ফুলকে নমস্কার করে । শিববাবা তো ফুল, তাই না । তোমরা অনন্য বাচ্চারাই মালার দানা হও । এরপর তোমাদের স্মরণই চলতে থাকে । ওরা কিছুই জানে না । ওরা তো কেউ রামকে, কেউ কৃষ্ণকে স্মরণ করে, অর্থ কিছুই বোঝে না । শ্রীকৃষ্ণ স্মরণম বলে দেয় । এখন তিনি তো ছিলেন সত্যযুগের প্রিন্স । তাঁর স্মরণ কিভাবে নেবে । স্মরণ তো বাবার নেওয়া হয় । তোমরাই পূজ্য আবার পূজারী হও । তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছো তাই শিববাবাকে বলো, হে ফুল আমাদেরও তোমার সমান বানাও । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) কোনো প্রকারের চাহিদা রাখবে না । আসক্তির অবসান করতে হবে । বাবা যা থাওয়াবেন..... তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হলো, চাওয়ার থেকে মরণ ভালো ।

২ ) বাবার সার্চলাইট নেওয়ার জন্য এক বাবার প্রতি সত্যিকারের প্রেম রাখতে হবে । বুদ্ধিতে এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা বাচ্চা, উনি বাবা । তাঁর সার্চলাইটেই আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে ।

\*বরদান:-\* দয়ার ভাবনার দ্বারা নিমিত্ত হয়ে সেবা করে সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব  
বর্তমান সময়ে যখন সকল আত্মা ক্লান্ত হয়ে, নিরাশা হয়ে মার্সি যাচ্চা করতে থাকে, তখন তোমরা দাতার বাচ্চারা তোমাদের ভাই-বোনের প্রতি দয়াবান হও । যে যত খরাপই হোক, তার প্রতিও দয়ার ভাবনা থাকবে । তাহলে কখনও ঘৃণা, ঈর্ষা বা ক্রোধের ভাবনা আসবে না । দয়ার ভাবনা সহজেই নিমিত্ত ভাব ইমার্জ করে দেয়, বন্ধনের (অ্যাটাচমেন্ট) কারণে দয়া নয়, বরং সত্যিকারের দয়া-ভাব বন্ধনমুক্ত বানিয়ে দেয় । কারণ সেখানে দেহ ভাব থাকে না ।

\*স্লোগান:-\* অপরকে সহযোগ দেওয়াই হলো নিজের খাতা জমা করা ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিশ্বের সব আত্মারা এখন জ্ঞানহীন এবং দুঃখী, তোমরা তাদের উপরে উপকার করো, বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের খুশীতে নিয়ে এসো, তাদের চোখ খোলো"

\*প্রশ্নঃ - যে কোনও সেন্টারের বৃদ্ধির আধার কি?

\*উত্তরঃ - নিঃস্বার্থভাবে সত্য হৃদয় দিয়ে সেবা। তোমাদের যেন সার্ভিসের সদা আগ্রহ থাকে তাহলে হস্তি (ভান্ডার) ভরতে থাকবে। যেখানে সার্ভিস হতে পারে সেখানে ব্যবস্থা করা উচিত। কারো কাছে চাইবে না। চাইবার চেয়ে মরা ভালো। নিজে থেকেই সবকিছু আসবে। তোমরা অন্যদের মতন চাঁদা আদায় করতে পারবে না। কোনো কিছু চাইলে সেন্টার পরিপূর্ণ হবে না। তাই কোনও কিছু না চেয়ে সেন্টারকে এগিয়ে নিয়ে যাও।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাচ্চারা (কহানী বাচ্চারা) এখানে বসে আছে, বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে, কিভাবে শুরুতে আমরা উপর থেকে আসি। যেমন বিষ্ণু অবতরণের একটি খেলা দেখানো হয়। বিমানে বসে নীচে আসেন। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো অবতার ইত্যাদি যা কিছু দেখানো হয়েছে সেসব হলো ভুল। এখন তোমরা বুঝেছো - আমরা আত্মারা আসলে কোথাকার নিবাসী, কিভাবে উপর থেকে এখানে আসি, কিভাবে ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে পতিত হই? এখন আবার বাবা পবিত্র করেন। এই কথা তো নিশ্চয়ই স্টুডেন্টদের অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে হওয়া উচিত, ৮৪-র চক্র আমরা কিভাবে পরিক্রমা করি? এই কথা স্মরণে থাকা উচিত। বাবা-ই বোঝান - তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নাও। কল্পের আয়ুর অবধি লম্বা-চওড়া করে দেওয়ার কারণে এত সহজ কথাও মানুষ বোঝে না, তাই ব্লাইন্ড ফেথ (অন্ধ বিশ্বাস) বলা হয়। যে অন্য ধর্ম গুলি আছে সেসব কিভাবে স্থাপন হয় সবই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জানো পুনর্জন্ম নিতে নিতে, পার্ট প্লে করতে করতে এখন শেষ সময়ে এসে পৌঁছেছি। বলাও হয় ৫ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইজ (স্বর্গ) ছিল। কিন্তু স্বর্গ কি, সে কথা জানে না। অবশ্যই আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু এই কথা একেবারেই জানে না। তোমরা এখন বুঝেছ আগে আমরাও কিছু জানতাম না। অন্য ধর্মের মানুষ এমন নয় যে নিজের ধর্ম স্থাপককে জানে না। তোমরা এখন জ্ঞানবান, নলেজফুল হয়েছ। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় আছে। আমরা কত বোধযুক্ত হয়ে ছিলাম, তারপরে এখন অবুঝ, অজ্ঞানী হয়েছি। মানুষ হয়ে অথবা অ্যাক্টর হয়ে আমরা কিছু জানি না। নলেজের প্রভাব দেখো কেমন! এই কথা তোমরাই জানো। তাই বাচ্চাদের কতখানি খুশীতে গদগদ হওয়া উচিত। যখন ধারণা হবে তখনই সেই খুশী অনুভব হবে। তোমরা জানো আমরা শুরুতে কিভাবে আসি তারপরে কিভাবে শূদ্র কুল থেকে ব্রাহ্মণ কুলে ট্রান্সফার হই। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, সে কথা তোমরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ জানে না। মনের মধ্যে এই জ্ঞান ডাক্স হওয়া উচিত। বাবা আমাদের কত ওয়ান্ডারফুল নলেজ দেন, যে নলেজ দ্বারা আমরা অবিনাশী উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করি। লেখাও আছে এই রাজযোগের দ্বারা আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। কিন্তু এ বিষয়ে তোমাদের কোনোই বোধ ছিল না। এখন বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হই। এই মন্ত্র বুদ্ধিতে আছে। আমরা সেই ব্রাহ্মণ, যারা পুনরায় দেবতা হবো পরে আমরাই নীচে আসি। কতবার পুনর্জন্ম নিয়ে চক্র পরিক্রমা করি। এই নলেজ বুদ্ধিতে থাকলে খুশীর অনুভূতিও থাকা উচিত। অন্যরা এই নলেজ কিভাবে প্রাপ্ত করবে? অনেক চিন্তন চলে। কিভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়া যায়? তোমরা ব্রাহ্মণরা কত উপকার করো। বাবাও তো উপকার করেন তাইনা। যারা একেবারে জ্ঞানহীন ছিল, তাদের সদা সুখী করেন। তাদের চোখ খোলেন। খুশী তো হয় তাইনা। যাদের সার্ভিস করার শখ থাকে তাদের মনে এইরূপ ভাবনা আসা উচিত, অনেক খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। আমরা আত্মারা কোথাকার নিবাসী, কিভাবে পার্ট প্লে করতে আসি? কত উঁচুতে স্থান প্রাপ্ত হয় তারপরে কিভাবে নীচে নেমে আসি তখন রাবণ রাজ্য কবে আরম্ভ হয়? এইসব বুদ্ধিতে এখন এসেছে।

ভক্তি ও জ্ঞানে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। শুরু থেকে কে ভক্তি করে এসেছে? তোমরা বলবে প্রথমে আমরা আসি অতএব আমরা অনেক সুখ ভোগ করি তারপরে আমরা ভক্তি করা শুরু করি। পূজ্য এবং পূজারী-তে কতখানি রাত-দিনের মতন পার্থক্য আছে। তোমাদের কাছে এখন অনেক জ্ঞান আছে। খুশীর অনুভব হওয়া উচিত তাইনা। কিভাবে আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ণ করি। কোথায় ৮৪ জন্ম, কোথায় ৮৪ লক্ষ! এত ছোট কথাও কারো খেয়ালে আসে না। লক্ষ বছরের তুলনায় এই এটি হলো এক দুই দিনের সমান। ভালো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই চক্র পরিক্রমা করে, তাকেই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। সত্যযুগে এই নলেজ থাকে না। স্বর্গের কত মহিমা গায়ন হয়। সেখানে শুধু ভারত -ই ছিল। যা ছিল তাই আবার হতেই

হবে। বাইরে থেকে দেখলে তো কিছুই চোখে পড়ে না। সাক্ষাৎকার হয়। তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া এবারে শেষ হওয়ার আছে তারপরে নম্বর অনুসারে আমরা নতুন দুনিয়ায় আসব। আত্মারা কিভাবে আসে পার্ট প্লে করতে, সেসব তো তোমরা বুঝেই গেছ। আত্মারা তেমন করে উপর থেকে নীচে নামে না, যেমন নাটকে দেখানো হয়। আত্মাকে তো কেউ চোখ দিয়ে দেখতে পারে না। আত্মা কিভাবে আসে, ছোট শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে, বড়ই ওয়ান্ডারফুল এই খেলা। এই পঠন পাঠন হল ঈশ্বরীয়। এতে দিন-রাত চিন্তন চলা উচিত। আমরা তথ্যটি একবার বুঝে, যেন সবটুকু চোখে দেখে তারপরে বর্ণনা করি। আগে জাদুকর অনেক জিনিস বের করে দেখাত। বাবাকেও জাদুকর, সওদাগর, রত্নাকর বলা হয় তাইনা। আত্মাতেই সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। আত্মা-ই হল জ্ঞানের সাগর। যদিও বলা হয় পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, কিন্তু তিনি কে, কিভাবে তিনি জাদুকর হন, সেসব কেউ জানে না। আগে তোমরাও বুঝতে না। এখন বাবা এসে দেবতায় পরিণত করেন। মনের মধ্যে কতখানি খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। একমাত্র বাবা-ই হলেন নলেজফুল, আমাদের পড়ানও উনি। এই কথা শুধু তোমরা বাচ্চারা-ই জানো। এইসব দিন-রাত স্মরণে থাকা উচিত। এই অসীম জগতের নাটকের নলেজ শুধুমাত্র এক বাবা-ই বলে দেন, আর কেউ বলে দিতে পারে না। বাবা কি আর দেখেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। বাবা বলেন আমি সত্যযুগ -এতায় তো আসি না কিন্তু নলেজ পুরোটাই বলি। আশ্চর্য অনুভব হয় তাইনা। যে কখনও পার্ট-ই করেনি, সে কিভাবে বলে দেয় ! বাবা বলেন আমি কিছুই দেখি না। না আমি সত্যযুগ-এতায় আসি কিন্তু আমার মধ্যে কত নলেজ আছে যে আমি একবার এসেই তোমাদের নলেজ প্রদান করি। তোমরা পার্ট করেছে, তোমরা জানো না আর যে পার্ট করেনি সে এসে সব বলে দেয় - ওয়ান্ডার তাইনা। আমরা যে পার্টধারী, আমরা কিছুই জানি না আর বাবার সম্পূর্ণ নলেজ আছে। বাবা বলেন আমি কি সত্যযুগ এতায় আসি যে নিজের অনুভব তোমাদের শোনাব। ড্রামা অনুযায়ী না দেখে, অনুভব না করে সম্পূর্ণ নলেজ প্রদান করি। কতখানি ওয়ান্ডার - আমি পার্ট প্লে করতে আসি না তবুও তোমাদের পুরো পার্ট বোঝাই, এইজন্যই আমায় নলেজফুল বলা হয়।

অতএব বাবা বলেন এবারে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিজের উন্নতি করতে হলে নিজেকে আত্মা সুনিশ্চিত করো। এ হলো খেলা। তোমরা তবুও এমন খেলা-ই খেলবে। দেবী-দেবতা হবে। তারপরে অন্তিম সময়ে চক্র লাগিয়ে মানুষ হবে। ওয়ান্ডার অনুভব হওয়া উচিত তাইনা। বাবার মধ্যে এই নলেজ এল কিভাবে? তাঁর তো কোনও গুরু নেই। ড্রামা অনুযায়ী তাঁর এমন পার্ট প্লে করাটাই নির্দিষ্ট আছে। একেই প্রকৃতি বলা হবে তাইনা। প্রতিটি কথা হলো ওয়ান্ডারফুল। সুতরাং বাবা বসে নতুন কথা বোঝান। বিরাট রূপের চিত্র কত ভালো। লক্ষ্মী-নারায়ণ বা বিষ্ণুর যে চিত্র বানানো হয়, তাতে দেখানো হয় - আমরা কিভাবে ৮৪ জন্মে আসি। আমরা সে-ই দেবতা, পরে ঋত্রিয়, বৈশ্য, তারপরে শূদ্র। এই কথা স্মরণ করতে কি কোনো কষ্ট আছে? বাবা হলেন নলেজফুল। কারো কাছে না পড়েছেন, না শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছেন। কিছু না পড়ে, কোনও গুরুর কাছে দীক্ষিত না হয়ে এতখানি নলেজ বসে শোনানো - এমন তো কখনও কেউ দেখেনি। বাবা কত মিষ্টি। ভক্তিমার্গে অনেকে অনেকে মিষ্টি ভাবে আলাদা ভাবে। যে যাকে পাচ্ছে তার পূজা করতে শুরু করে দিচ্ছে। বাবা বসে সব রহস্য বোঝান। আত্মা-ই হলো আনন্দ স্বরূপ, তারপরে আত্মা-ই দুঃখ রূপে পরিণত হয়ে ছিঃ ছিঃ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে তোমরা তো কিছুই জানতে না। আমার কত মহিমা বর্ণনা করে কিন্তু কিছুই জানে না। এটিও কতখানি ওয়ান্ডারফুল খেলা। এই সম্পূর্ণ খেলা বাবা বুঝিয়েছেন। এত গুলি চিত্র সিঁড়ি ইত্যাদির কখনও দেখে নি। এখন দেখছে, শুনছে, বলছেও এই জ্ঞান হলো যথার্থ। কিন্তু কাম মহাশত্রু, এই বিকারের উপরে জয় লাভ করতে হবে, এই কথা শুনেই টিলে হয়ে যায়। তোমরা কত বোঝাও, তারা বোঝে না। কত পরিশ্রম লাগে। এই কথাও জানো কল্প পূর্বে যারা বুঝেছিল তারা-ই বুঝবে। যারা দৈবী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করবে কেবল তাদেরই ধারণা হবে। তোমরা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী রাজধানী স্থাপন করছি। বাবার ডাইরেকশন হল অন্যদেরও নিজের মতন তৈরি করো। বাবা সব জ্ঞান শোনান। তোমরাও শোনান। তো নিশ্চয়ই বাবার এই রথও (ব্রহ্মাবাবা) জ্ঞান শোনাতে পারবেন। কিন্তু নিজেকে গুপ্ত করে রাখেন। তোমরা শিববাবাকেই স্মরণ করো। এনার (ব্রহ্মাবাবার) তো উপমা বা মহিমাও বর্ণন করা চলবে না। সকলের সদগতি দাতা, মায়ার শিকল থেকে মুক্ত করেন একজনই।

বাবা কিভাবে বসে তোমাদের বোঝান - এই কথা বাচ্চারা তোমরা ছাড়া কারো জানা নেই। মানুষ এই কথাও জানে না যে রাবণ কি জিনিস। প্রতি বছর রাবণকে দহন করে। এফিজি (কুশপুতাতলিকা) তো শত্রুর বানানো হয় তাইনা। তোমরাও এখন জেনেছো যে রাবণ হলো ভারতের শত্রু, যে ভারতকে এত দুঃখী, কাণ্ডাল করেছে। সবাই ৫ বিকার রূপী রাবণের হাতের মুঠোয় বন্দী আছে। বাচ্চাদের মনে এই ভাবনা আসা উচিত - কিভাবে অন্যদেরও রাবণের হাত থেকে মুক্ত করা যায়। সার্ভিস করার জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। সত্য হৃদয়, নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে হবে। বাবা বলেন এই ভাবেই বাচ্চাদের হিন্দি ভরপুর করি অর্থাৎ ভাগ্যের খাতায় জমা বৃদ্ধি করি। ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। সার্ভিসের খুব অবসর আছে

তখন সেবা করার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন থাকে না। বাবা বলে দিয়েছেন সার্ভিস করতে থাকো। কারো কাছে কিছু চাইবে না। চাইবার চেয়ে মরণ ভালো। আপনা আপনি তোমাদের কাছে আসবে। চাইলে সেন্টারে শক্তি থাকবে না। কারো কাছে কিছু না চেয়ে সেন্টারকে দাঁড় করাও, আপনা থেকে সবকিছু আসবে। তাতেই শক্তি থাকবে। যেমন বাইরে চাঁদা আদায় করে, তেমন তোমরা করবে না।

মানুষকে তো কখনো ভগবান বলা যায় না। জ্ঞান হলো বীজ। বীজরূপ বাবা বসে তোমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। বীজ হলো নলেজফুল তাইনা। ওই পার্থিব বীজ বর্ণনা তো করতে পারবে না। তোমরা বর্ণনা করে থাকো। সব কথা বুঝতে পারো। এই অসীম জগতের বৃক্ষের কথা কেউ বোঝে না। তোমরা অনন্য বাচ্চারা জানো নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। বাবা বোঝান - মায়াও হলো খুব প্রবল। অনেক কিছু সহ্য করতেও হয়। কত কঠিন বিকার আছে। ভালো সার্ভিসেবল বাচ্চাদেরও চলতে চলতে মায়ার এমন চড় লাগে, তারা বলে আমরা পতিত হলাম। সিঁড়িতে উপরে উঠতে গিয়ে নীচে পড়ে যায়। তখন সমস্ত অর্জিত ধন অর্থাৎ সুকর্মের জমা ধন নষ্ট হয়ে যায়। দন্ড তো প্রাপ্ত হওয়াই উচিত। বাবার কাছে শপথ করে, রক্ত দিয়ে লিখেও তারা হারিয়ে গেছে। বাবা পাকা করার জন্যে দেখেন, এত যুক্তি করা সত্ত্বেও দুনিয়ায় ফিরে যায়। কত সহজ করে বোঝান, পার্টধারীকে নিজের পার্টের কথা স্মরণ করা উচিত। নিজের পার্ট কি কেউ ভুলতে পারে। বাবা তো রোজ বিভিন্নভাবে বোঝাতে থাকেন। তোমরাও অনেককে বোঝাও তবুও বলে আমরা বাবার সামনে যাবো। এ তো হলো বাবারই ওয়ান্ডার। রোজ মুরলী চালান। তিনি হলেন নিরাকার। নাম, রূপ, দেশ, কাল তো নেই। তাহলে মুরলী শোনাবেন কিভাবে। ওয়ান্ডার অনুভব করে, তারপরে পাকা হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় এমন বাবা যিনি অবিনাশী উত্তরাধীকার দিতে আসেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করি। এইভাবে পরিচয় পেয়ে এসে দেখা করলে বাবার কাছ থেকে জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে পারবে। ভালোভাবে শ্রীমতের পালন করতে পারবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) জ্ঞানকে জীবনে ধারণ করে খুশীতে গদগদ হয়ে থাকতে হবে। ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান এবং জ্ঞান দাতাকে স্মরণ করে জ্ঞান ডাম্প করতে হবে।

২ ) নিজের পার্টের স্মরণে থাকতে হবে, অন্যদের পার্টকে দেখবে না। মায়া খুব প্রবল, তাই সাবধান থাকতে হবে। নিজের উল্লতিতে ব্যস্ত থাকো। সার্ভিস করার শখ রাখো।

\*বরদান:-\* কেউ খুব ভালো হলে তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে সেই ভালোটাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে পরমাত্ম স্নেহী ভব  
যদি পরমাত্ম স্নেহী হতে চাও তো বডিকনসাসের প্রতিবন্ধকতাকে চেক করো। কিছু কিছু বাচ্চা বলে - এ খুব ভালো বা এই বোন/দিদি খুব ভালো, সেইজন্য একটু করুণা হয়... কারোর কোনও শরীরের সাথে বন্ধন থাকে তো কারো কোনও গুণ বা বিশেষত্বের প্রতি। কিন্তু এই বিশেষত্ব বা গুণের দাতা কে? কেউ যদি ভালো হয় তবে তার ভালো গুণটিকে ধারণ করো কিন্তু গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেও না। ডিট্যাচ আর বাবার প্রিয় হও। এইরকম প্রিয় অর্থাৎ পরমাত্ম স্নেহী বাচ্চারা সর্বদা সেফ থাকে।

\*স্লোগান:-\* সাইলেন্সের শক্তিকে ইমার্জ করো তো সেবার গতি ফাস্ট হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবচেয়ে কড়া ব্যাধি হলো কারোর নাম বা রূপে ফেঁসে যাওয়া, অন্তর্মুখী হয়ে এই ব্যাধিকে চেক করে  
এবং এর থেকে মুক্ত হও"

\*প্রশ্নঃ - নাম-রূপের ব্যাধিকে নাশ করার উপায় কি? এই ব্যাধির দ্বারা কি কি ক্ষতি হয়?

\*উত্তরঃ - নাম-রূপের ব্যাধিকে নাশ করার জন্য কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের প্রীতি রাখো। যদি যোগের সময়ে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় কিংবা কোনো দেহধারীর কথা স্মরণে আসে, তাহলে বাবাকে সবকিছু ঠিকঠাক শোনাও। সত্যি কথা বললে বাবা ক্ষমা করে দেবেন। সার্জনের কাছে ব্যাধিকে লুকিও না। বাবাকে শোনালে নিজেও সাবধান হয়ে যাবে। কারোর নাম-রূপে বুদ্ধি আটকে থাকলে বাবার সাথে বুদ্ধি যুক্ত হবে না। তখন সে সার্ভিসের পরিবর্তে ডিস-সার্ভিস করে। বাবার নিন্দা করে। এইরকম নিন্দুকেরা খুব কঠোর শাস্তির ভাগীদার হয়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে বাবার কাছ থেকেই সবাই উত্তরাধিকার পাবে। ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই কখনো উত্তরাধিকার পায় না। কোনো ভাই অথবা বোনের কাছ থেকে তো সকলের খবর থাকে না। বাপদাদার কাছেই সকল খবরাখবর আসে। এটাই বাস্তব। প্রত্যেকেই দেখতে হবে যে আমি কতটা বাবাকে স্মরণ করি? আমি কারোর নাম-রূপে আটকে নেই তো? আমার অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি কেমন পরিসরে ঘোরাফেরা করে? আত্মা নিজে জানে যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করা আবশ্যিক। আমার বৃত্তি কেবল শিববাবার দিকেই যায়, নাকি অন্য কারোর নাম-রূপের দিকে যায়? যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা অনুভব করে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমার বুদ্ধি কেবল বাবা ছাড়া আর অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায় না তো? ব্যবসাপত্র, ঘর-গৃহস্থ কিংবা আত্মীয়-বন্ধুদের দিকে বুদ্ধি চলে যায় না তো? অন্তর্মুখী হয়ে এইসব চেক করতে হবে। যখন এখানে এসে বসো, তখন এইসব বিষয়গুলো চেক করতে হবে। এখানে তো সামনে কেউ না কেউ বসে যোগ করে। সেও নিশ্চয়ই শিববাবা-কেই স্মরণ করছে। এমন নয় যে সন্তানদের স্মরণ করছে। স্মরণ তো শিববাবা-কেই করতে হবে। এখানে তো শিববাবা-কেই স্মরণ করতে বসেছো। হয়তো কেউ চোখ খুলে বসে আছে, কেউ বা হয়তো চোখ বন্ধ করে বসে আছে। এই বিষয়টা তো বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে বাবা আমাদেরকে কি বোঝান? আমাদেরকে তো কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে। এখানে যারা বসে, তারা কেবল শিববাবারই স্মরণে থাকবে। সে তো আমাদেরকে দেখছে না। কারণ কারোর অবস্থা সম্পর্কেই তার কোনো ধারণা নেই। বাবার কাছে প্রত্যেকের খবর আসে। তিনি জানেন যে কে কে ভালো বাচ্চা, কাদের বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার আছে। এইরকম বাচ্চাদের বুদ্ধি অন্য কোনো দিকে যায় না। কোনো কোনো বাচ্চার অন্যদিকে বুদ্ধি চলে যায়। তারপর মুরলী শুনতে শুনতে চেঞ্জ হয়ে যায়। অনুভব হয় যে এটা ঠিক নয়। আমার দৃষ্টি-বৃত্তিও খারাপ ছিল। এখন সেটাকে শোধরাতে হবে। খারাপ বৃত্তিকে ত্যাগ করতে হবে। এইসব বিষয় তো বাবা-ই বোঝান। ভাই-ভাইকে বোঝাতে পারেনা। বাবা পরখ করে দেখেন যে কোন্ বাচ্চার দৃষ্টি-বৃত্তি কেমন। বাবাকে সবাই নিজের অন্তরের খবর শোনায়। শিববাবাকে যখন শোনায়, তখন এই ঠাকুরদাদাও বুঝতে পেরে যান। যখন কেউ এসে শোনায় কিংবা তাকায়, তখন জানতে পারা যায়। যতক্ষণ কেউ শোনাবে না, ততক্ষণ তো জানা যাবে না যে এই বাচ্চা কি করে। কারও কারও চালচলন, সেবা ইত্যাদির দ্বারা বোঝা যায় যে এর মধ্যে অনেক দেহ অভিমান রয়েছে, এর মধ্যে কম দেহ অভিমান রয়েছে, কিংবা এর চালচলন ঠিক নয়। কারোর না কারোর নাম-রূপে ফেঁসে থাকে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - কারোর দিকে কি বুদ্ধি ধাবিত হয়? কেউ কেউ সত্যিকথা বলে দেয়। কেউ কেউ আবার এতটাই নাম-রূপে ফেঁসে থাকে যে বাবার কাছেও গোপন করে যায়। এতে নিজেরই ক্ষতি করে। বাবাকে বলে দিলে বাবা ক্ষমা করে দেন এবং সে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে যায়। অনেকেই এমন আছে যারা নিজের বৃত্তির কথা ঠিকঠাক শোনায় না। তাদের লজ্জা হয়। যেমন উল্টোপাল্টা কাজ করলে সার্জনের কাছে বলে না। কিন্তু লুকিয়ে রাখলে তো ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। এখানেও এইরকম হয়। বাবাকে বলে দিলে হাল্কা হয়ে যায়। যদি ভেতরে রেখে দাও, তাহলে ভারী হয়ে যাবে। বাবাকে বলে দিলে দ্বিতীয়বার আর এইরকম করবে না। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু যদি না বলো, তবে ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাবে। বাবা জানেন যে কোন বাচ্চা খুব সার্ভিসেবল, কোন্ বাচ্চার কোয়ালিফিকেশন কেমন, সার্ভিসেই বা কতটা থাকে... ইত্যাদি। কারোর সাথে ফেঁসে নেই তো? প্রত্যেকের জন্মপত্রিকা দেখেন এবং তার সাথে ততটাই লভ রাখেন, আকর্ষণ করেন। কোনো কোনো বাচ্চা তো খুব ভালো সার্ভিস করে। ওদের কখনোই অন্য কোনোদিকে বুদ্ধি যায় না। আগে হয়তো

যেত, কিন্তু এখন সাবধান হয়ে গেছে। এইরকম বাচ্চারা বলে - বাবা, আমি এখন সাবধান হয়ে গেছি। আগে অনেক ভুল করতাম। ওরা বুঝতে পারে যে দেহ-অভিমানের বশীভূত হলে তো কেবল ভুল কমই হবে। তখন পদ কমে যাবে। হয়তো অন্য কেউ জানতে পারে না, কিন্তু তার পদ অবশ্যই কমে যায়। উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য আন্তরিক ভাবে নির্মল থাকা অতি আবশ্যিক। ওদের বুদ্ধি অতি নির্মল থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও নির্মল ছিল, তাইতো তারা উঁচু পদ পেয়েছিল। কোনো কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে তো বোঝা যায় যে তার নাম-রূপের দিকে বুদ্ধি যায়, দেহী-অভিমानी হয়ে থাকে। তাই তার পদ কমে যায়। রাজা থেকে কাঙাল পর্যন্ত ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদ রয়েছে। এইরকম কেন হয়? এটাও বুঝতে হবে। ক্রমানুসারে তো অবশ্যই হবে। কলা ক্রমশঃ কম হয়। যে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে, সে-ই তারপরে ১৪ কলা বিশিষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে একটু একটু করে কলা কমেতে কমেতে ক্রমশঃ পতন হবে। ১৪ কলা থাকলেও ভালো থাকে, কিন্তু যখন বামমার্গে চলে যায় তখন বিকারী হয়ে যায়, আয়ুও কমে যায়। তারপর রজঃ এবং তমোগুণী হয়ে যায়। এইভাবে কম হতে হতে পুরনো হয়ে যায়। আত্মা এবং শরীর ক্রমশঃ পুরাতন হতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেই এখন এই সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। কিভাবে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থেকে অধঃপতন হতে হতে তারপর মানুষে পরিণত হয়ে যায়। দেবতাদের মত তো হয় না। বাবা এসেই শ্রীমৎ দেন এবং এরপর ২১ জন্ম আর কোনো মতের প্রয়োজন হয় না। এই ঈশ্বরীয় শ্রীমৎ ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে এবং পরে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন তোমরা রাবণের মত প্রাপ্ত করো। দেবতাদের বামমার্গে যাওয়ার চিত্রও দেখানো হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এইরকম হয় না। দেবতারা যখন বামমার্গে যায়, তখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে।

বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন তো তোমাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে। এটা হলো পুরানো দুনিয়া। ড্রামাতে (অবিনাশী সৃষ্টি নাটকে) এটাও আমার পার্ট - পুরাতন দুনিয়াকে নুতন বানানো। এটাও তোমরা বুঝেছো। দুনিয়ার মানুষ কিছুই জানে না। তোমরা এত বোঝানো সত্ত্বেও কেউ কেউ হয়তো উৎসাহ দেখায়, কেউ কেউ আবার নিজের মতামত শোনায়। যখন এই লক্ষ্মী নারায়ণ ছিল, তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই ছিল। পবিত্রতাই হলো মুখ্য বিষয়। মানুষ তো জানেই না যে সত্যযুগে দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিল। ওরা মনে করে যে দেবতাদেরও সন্তানাদি ছিল। কিন্তু ওখানে যোগবলের দ্বারা কিভাবে জন্ম হয় সেটা কেউই জানে না। মানুষ বলে - সারা জীবন পবিত্র থাকলে সন্তানের জন্ম কিভাবে হবে? ওদেরকে বোঝাতে হবে যে এইসময়ে পবিত্র থাকলে আগামী ২১ জন্ম পবিত্র থাকা সম্ভব। অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারে আমরা নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করছি। এটা হলো বাবার শ্রীমৎ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার গায়ন রয়েছে। এখন সবাই মানুষ। এরপর এরাই দেবতা হবে। শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এখন দৈবী গভর্নমেন্ট স্থাপন করছি। এর জন্য পবিত্রতা হল মুখ্য বিষয়। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। আত্মাই পাথরের মতো বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে। এটা একেবারে স্পষ্ট ভাবে বলো। বাবা এসেই সত্যযুগের দৈব গভর্নমেন্ট স্থাপন করেছিলেন যাকে প্যারাডাইস বলা হয়। বাবা এসেই মানুষকে দেবতা বানিয়েছিলেন। মানুষ তো পতিত হয়ে গেছিল। তাদেরকে পতিত থেকে কিভাবে পবিত্র বানিয়েছিলেন? তিনি বাচ্চাদেরকে বলেছিলেন - একমাত্র আমাকে স্মরণ করলেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। এই কথাটা তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকে শোনাতেই তার হৃদয় স্পর্শ করবে। এখন পতিত থেকে কিভাবে পবিত্র হবে? নিশ্চয় বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অন্যান্য সব কিছু থেকে বুদ্ধি ছিল করে কেবল বাবার সাথেই বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে। তাহলেই মানুষ থেকে দেবতা হওয়া সম্ভব। এভাবে বোঝাতে হবে। তোমরা যাকিছু বুঝিয়েছ, সেটা ড্রামা অনুসারে ঠিকই আছে। এটা তো বোঝাই যায় যে দিনে দিনে বোঝানোর জন্য আরো নুতন নুতন পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। আসল কথা হল আমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হবো? বাবা বলছেন - সকল দৈহিক ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমাকেই স্মরণ করো। কেবল তোমরা বাচ্চারাই এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথা জানো। আমরা এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ হয়েছি। বাবা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ না হলে আমরা দেবতা হব কিভাবে? ব্রহ্মাবাবাও পুরো ৮৪ বার জন্ম নেন। তারপর তিনিই আবার প্রথমে জন্ম নেন। বাবা এসে প্রবেশ করেন। সুতরাং আসল কথা একটাই - নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। দেহ-অভিমানের বশীভূত হলে কোথাও না কোথাও বুদ্ধি আটকে থাকে। সবাই তো দেহী-অভিমानी হতে পারবে না। নিজেকে যথাযথ ভাবে চেক করে দেখো যে আমি কখনো নিজেকে দেহ মনে করে তার (দেহ বোধের) বশীভূত হই না তো? আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হয় না ? উল্টোপাল্টা চালচলন হয় না তো? অনেকের দ্বারা-ই এইরকম হয়ে থাকে। ওরা অন্তিমে অনেক শাস্তি পাবে। হয়তো এখনো কর্মাতীত অবস্থা হয়নি। কর্মাতীত অবস্থা হলে সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। শাস্তির হাত থেকেও রেহাই পেয়ে যায়। চিন্তন করবে কিভাবে ক্রমানুসারে রাজা হবে। নিশ্চয়ই কারোর কম পুরুষার্থ থাকবে। তাই সে শাস্তি খাবে। গর্ভজেলে তো আত্মাই শাস্তি ভোগ করে। আত্মা যখন গর্ভে থাকে, তখন সে মিনতি করে - আমাকে এখান থেকে বার করো, আমি আর পাপ করব না। আত্মাই শাস্তি ভোগ করে। আত্মা-ই কর্ম অথবা বিকর্ম করে। এই শরীরটা কোনো কর্মের নয়। সুতরাং মুখ্য বিষয় হলো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করতে হবে। যাতে কেউ বুঝতে পারবে যে আত্মাই সকল কর্ম করে।

এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে। তাই জনাই এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করছ। এরপর আর কখনো এই জ্ঞান পাবে না। যে আত্ম-অভিমानी হবে, সে সবাইকে ভাই রূপে দেখবে। কোনো শারীরিক দৃষ্টি থাকবে না। আত্ম-অনুভূতিতে থাকলে শরীরের প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। তাইজেনোই বাবা বলেন যে এটা খুব উঁচু স্টেজ। ভাই-বোন নিজেদের মধ্যে ফেসে গেলে খুব ডিস-সার্ভিস করে দেয়। আত্ম-অভিমानी হওয়াটাই পরিশ্রমের। পড়াশুনাতে বিভিন্ন সাবজেক্ট থাকে। বুঝতে পারা যায় যে আমি হয়তো এই বিষয়ে ফেল করে যাব। ফেল হয়ে গেলে অন্য সাবজেক্টেও টিলে দিয়ে দেয়। এখন তোমরা আত্মারা বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা সোনার পাত্র হয়ে যাচ্ছে। যোগ না করলে নলেজও কম থাকবে। তখন অতটা শক্তি থাকবে না। যোগবল অতটা থাকে না। এটা ড্রামাতেই রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদেরকে নিজ অবস্থার অনেক উন্নতি করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে আমি সারাদিনে কোনো অনুচিৎ কাজ করিনি তো? এইরকম কোনো অভ্যাস থাকলে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনে মায়া পুনরায় ভুল করিয়ে দেয়। এইরকম সূক্ষ্ম বিষয় তো চলতেই থাকে। এটা পুরোপুরি গুপ্ত জ্ঞান। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। তোমরা বলো যে আমরা নিজেদের সব খরচ নিজেরাই করি। অন্যের অর্থ খরচ করে কি কিছু করা সম্ভব? বাবা তাই সবসময় বলেন - কিছু চাওয়ার থেকে মরণ শ্রেয়। সহজে পাওয়া গেলে সেটা হল দুধ। কিন্তু যদি চাইতে হয়, তাহলে সেটা হল জল। কারোর কাছ থেকে কিছু চাইলে সে তখন বাধ্য হয়ে কিছু দেয়। ওটা তখন জল হয়ে যায়। আর যদি জোর করে নেওয়া হয় তবে সেটা হল রক্ত। কেউ কেউ খুব ঝামেলা করে। এইভাবে যদি পাওনা আদায় করা হয় তবে সেটা রক্তসম হয়ে যায়। এইভাবে পাওনা আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। দান করে আবার ফেরত নেওয়ার বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের একটা কাহিনী রয়েছে। এরকমও করবে না। নিজের জন্য একটা অংশ রেখে দাও যেটা তোমার কাজে আসবে। বাচ্চাদেরকে এতটা পুরুষার্থ করতে হবে যাতে অস্তিমে কেবল বাবা এবং স্বদর্শন চক্র স্মরণে থাকে। তাহলে শরীর ত্যাগ করা সম্ভব হবে। তাহলেই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। এমন নয় যে অস্তিম সময়ে স্মরণ করতে পারবে এবং তখন এইরকম অবস্থা হয়ে যাবে। না, এখন থেকেই পুরুষার্থ করতে করতে অস্তিম পর্যন্ত ঐরকম অবস্থা বানাতে হবে। এমন যেন না হয় যে অস্তিমে অন্যদিকে বৃত্তি চলে গেল। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ কাটবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে পবিত্রতার বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয়। পড়াশুনাতে এতটা পরিশ্রম করতে হয় না। এই বিষয়ে বাচ্চাদেরকে মনোযোগী হতে হবে। তাই বাবা বলেন - প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করো - আমি কোনো অনুচিত কাজ করিনি তো? নাম-রূপে ফেসে যাই নি তো? কাউকে দেখে পাগল হয়ে যাই না তো? কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো অনুচিত কাজ করি না তো? পুরানো শরীরের প্রতি কোনো প্রীতি থাকা উচিত নয়। এটাও এক প্রকার দেহ-অভিমান। অনাসক্ত হয়ে থাকতে হবে। কেবল একজনের সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা থাকা উচিত। বাকি সবার সাথে যেন অনাসক্ত ভালোবাসা থাকে। সন্তান-সন্ততি থাকলেও কারোর প্রতিই যেন আসক্তি না থাকে। তোমরা জানো যে এখন যা কিছু দেখছ, সেই সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই এইসব বিষয়ে আর ভালোবাসা থাকে না। কেবল একজনের সাথেই যেন ভালোবাসা থাকে। বাকি সব নাম মাত্র, অনাসক্ত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) নিজের বৃত্তিকে অত্যন্ত শুদ্ধ এবং পবিত্র বানাতে হবে। কোনো উল্টোপাল্টা অনুচিত কাজ করা উচিত নয়। খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোথাও বুদ্ধিকে ফাঁসানো যাবে না।

২ ) কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। বাকি সবার সাথে অনাসক্ত, নামমাত্র ভালোবাসা যেন থাকে। এমন আত্ম-অভিমानी স্টেজ এমন বানাতে হবে যাতে শরীরের প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে।

\*বরদানঃ:-\* স্বরাজ্যের সংস্কার গুলির দ্বারা ভবিষ্যতের রাজ্য অধিকার প্রাপ্তকারী ভাগ্যবান আত্মা ভব অনেকদিনের রাজ্য অধিকারী হওয়ার সংস্কার অনেক সময়ের জন্য ভবিষ্যতের রাজ্য অধিকারী বানাবে। যদি বারংবার বশীভূত হও, অধিকারী হওয়ার সংস্কার নেই তো রাজ্য অধিকারীর রাজ্যে থাকবে, রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবে না। তো নলেজের দর্পণে নিজের ভাগ্যের প্রতিবিশ্বকে দেখো। অনেক সময়ের অভ্যাসের দ্বারা নিজের বিশেষ সহযোগী কর্মচারী বা রাজ্য কারবারী সাথীদেরকে নিজের অধিকারের দ্বারা চালাও। রাজা হও, তবেই বলা হবে ভাগ্যবান আত্মা।

\*স্লোগান:-\*    সকাশ দেওয়ার সেবা করার জন্য অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সমান করুণাময় হও, করুণাময় বাচ্চারা সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করে"

\*প্রশ্নঃ - সমগ্র দুনিয়ার চাহিদা কি? যা বাবা ব্যাভীত আর কেউ পূরণ করতে পারে না?

\*উত্তরঃ - সমগ্র দুনিয়ার চাহিদা হলো শান্তি আর সুখ প্রাপ্ত করা। সমস্ত বাচ্চাদের ডাক শুনে বাবা আসেন। বাবা হলেন অসীম জগতের, সেইজন্য তিনি খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন যে আমার বাচ্চারা কিভাবে দুঃখী থেকে সুখী হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা- পুরোনো দুনিয়াও আমারই, সকলেই আমারই বাচ্চা, আমি এসেছি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। আমি সমগ্র দুনিয়ার মালিক, সেইজন্য আমাকেই পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাবা পবিত্র করে তুলছেন বাচ্চাদের। সেই কারণে অবশ্যই বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকা চাই। পরস্পরের মধ্যে ভাই-ভাই এর ভালোবাসা আছে, সেটা ঠিক আছে । সকলে হলো এক বাবার বাচ্চা ভাই-ভাই। কিন্তু পবিত্র করে তোলার জন্য এক বাবা-ই আছেন সেই জন্য সব বাচ্চাদের লভ এক বাবার প্রতিই চলে যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। এটা তো ঠিকই তোমরা হলে ভাই-ভাই, কিন্তু অবশ্যই ক্ষীরখন্ড হতে হবে (অর্থাৎ মিলে-মিশে থাকবে)। তোমরা এক বাবার-ই বাচ্চা। আত্মার মধ্যেই এতো ভালোবাসা আছে। যখন দেবতাদের পদ প্রাপ্ত করো তখন নিজেদের মধ্যে খুবই ভালোবাসা থাকা উচিত। আমরা ভাই-ভাই হয়ে উঠি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিই। বাবা এসে শিথিয়ে দেন। যারা বোঝার হয় তারা বুঝতে পারে এটা হলো স্কুল বা বড় ইউনিভার্সিটি। বাবা সকলকে দৃষ্টি দেন বা স্মরণ করেন। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্রই, দুনিয়ার সকল আত্মারাই - অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। সমগ্র দুনিয়াই হলো বাবার - নতুনই হোক বা পুরানো। নতুন দুনিয়া বাবার তো পুরানো দুনিয়াও কি নয়? এই বাবা-ই সকলকে পবিত্র করেন। পুরানো দুনিয়াও আমার। আমিই হলাম সমগ্র দুনিয়ার মালিক। যদিও আমি নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করি না কিন্তু সে তো আমারই, তাই না! আমার বাচ্চারা আমার এই বড় বাড়ীতেও খুব সুখী থাকে আর তারপর আবার দুঃখও পায়। এটা হলো খেলা। এই সমগ্র অসীম জগৎ হলো আমার গৃহ। এটা হলো বড় মঞ্চ। বাবা জানেন সমগ্র গৃহে আমার বাচ্চারা আছে। সমগ্র দুনিয়াকে দেখেন। সব হলো চৈতন্য। সব বাচ্চারা এই সময় দুঃখী, সেইজন্য ডাকতে থাকে বাবা আমাদের - ছিঃ ছিঃ, দুঃখী দুনিয়ার থেকে শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে চলো, শান্তি দাতা (দেব)। বাবাকেই ডাকে। দেবতাদের তো বলতে পারো না। সকলেরই হলো সেই এক বাবা । সমস্ত সৃষ্টির জন্য ভাবনা তাঁর থাকে। অসীম জগতের আলায় এটি । বাবা জানেন এই অসীম জগতের গৃহে এই সময় সবাই হলো দুঃখী, সেইজন্য বলে শান্তির দেব, সুখ দেব। এই দুটো জিনিসই চায়। এখন তো জানো আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে সুখের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা এসে আমাদের শান্তিও দেন, সুখও দেন। সুখ-শান্তি দেওয়ার মতো আর কেউ তো নেই। বাবার- দয়া হয়। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তোমরা বুঝতে পারো আমরা এই বাবার বাচ্চারা খুব সুখী ছিলাম যখন পবিত্র ছিলাম। এখন অপবিত্র হওয়ায় দুঃখী হয়ে গেছি। কামনার চিতার উপর বসে কালো পতিত হয়ে যায়। আসল কথা হলো বাবাকে ভুলে যাও। বাবা এতো উঁচু পদ দিয়েছেন। গাওয়াও তো হয় যে তুমি মাতা পিতা...সুখ ছিল। সেটা তোমরা আবার এখন নিষ্ছ কারণ এখন দুঃখ ছেয়ে আছে। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। বিষয় সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো। তোমরা বুঝতে পারো যে এটা হলো রৌরব নরক।

বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন - এখন তোমরা নরকবাসী না স্বর্গবাসী? কেউ মারা গেলে সাথে সাথে বলে দেয় স্বর্গবাসী হয়েছে অর্থাৎ সকল দুঃখ থেকে দূর হয়ে গেছে। তবে আবার নরকের জিনিস কেন তাকে খাওয়ানো হয়? এটাও বোঝে না। বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই নলেজ শোনাচ্ছি। আমার মধ্যেই এই নলেজ আছে। জ্ঞান সাগর হলাম আমি। বলা হয় ইনি হলেন শাস্ত্রের অথারিটি। কিন্তু তারাও যে আত্মা, এটাও বোঝে না। তারা বাবার সম্পর্কে জানে না। বাবা অর্থাৎ যিনি বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকে বলে, তিনি নাকি নুড়ি-পাথর...সব কিছুই মধ্যে আছেন। ব্যাস ভগবান কি কি সব কথাই না লিখে দিয়েছে! মানুষের কিছুই জানা নেই। একেবারে অরফ্যান (অনাথ) হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। বাবা হলেন রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্ত তাকে কেউ জানে না। বাবা নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। আর তো কেউ বলতে পারবে না। তুমি যে কোনো কাউকেই জিজ্ঞাসা করো- যাকে ঈশ্বর, ভগবান

রচয়িতা বলো ওনাকে তুমি জানো? না কি নুড়ি-পাথরের ভিতরে ঈশ্বর এটা বলতেই জানো? প্রথমে নিজেকে তো বোঝো। মানুষ তমোপ্রধান তো জানোয়ার ইত্যাদি সব হলো তমোপ্রধান। মানুষ সতোপ্রধান হলে তো সকলে সুখী হয়ে যায়। যেরকম মানুষ, সেই রকম তার ফার্নিচারও হয়। বিতশালী লোকের ফার্নিচারও ভালো হয়। তোমরা তো একদম সুখী বিশ্বের মালিক হও তাই তোমাদের কাছে প্রতিটি জিনিস সুখদায়ী হয়। সেখানে দুঃখদায়ী কোনো জিনিস হয় না। এই নরক হলোই ঘৃণ্য দুনিয়া।

বাবা এসে বোঝান ভগবান হলেন একজনই, তিনিই হলেন পতিত-পাবন। স্বর্গের স্থাপনা করেন। দেবতাদের মহিমাও সুখ্যাত আছে যে সর্বগুণ সম্পন্ন....। মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের প্রশস্তি আর নিজের নিন্দা করে কারণ সকলেই হলো ব্রষ্টাচারী। শ্রেষ্ঠাচারী, স্বর্গবাসী তো হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের সকলে পূজা করে। সন্ন্যাসীরাও বলে। সত্যযুগে এইরকম হয় না। তোমাদের সন্ন্যাস তো অসীম জগতের। অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের সন্ন্যাস করান। ওটা হলো হঠযোগ, এই জগতের সন্ন্যাস। সেই ধর্মই হলো আলাদা। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের ধর্ম ভুলে কতো ধর্মের মধ্যে ঢুকে আছো। নিজেদের ভারতবর্ষের নামই হিন্দুস্থান করে দিয়েছো তারপর আবার হিন্দু ধর্ম বলে দাও। বাস্তবে তো হিন্দু ধর্ম কেউ স্থাপন করেইনি। মুখ্য ধর্ম হলোই চার- দেবী-দেবতা, ইসলামী, বৌদ্ধী আর খ্রীষ্টান। তোমরা জানো এই সমগ্র দুনিয়া হলো আইল্যান্ড, এর মধ্যে হলো রাবণের রাজ্য। রাবণ দেখেছো? যাকে বারংবার জ্বালানো হয়, এ হলো সবচেয়ে পুরোনো শত্রু। এটাও বোঝে না যে আমরা কেন জ্বালাই। বুঝতে হবে তো - এই রাবণ কে? কবে থেকে জ্বালানো হচ্ছে? তারা এটাই বোঝে যে পরম্পরা থেকে। আরে এরও তো কোনো হিসাব চাই তাই না ! তোমাদের কেউ জানেই না। তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলো তুমি কার সন্তান? আরে আমরা ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা তো ওঁনার সন্তান হয়ে গেছি। ব্রহ্মা কার বাচ্চা? শিববাবার। আমরা ওঁনার পৌত্র হয়ে গেলাম সেই অর্থে। সমস্ত বাচ্চারাই হলো ওঁনার বাচ্চা। তারপর শরীরের দিক থেকে প্রথমে ব্রাহ্মণ হই। প্রজাপতি তো ব্রহ্মা তাই না। এতো প্রজা কিভাবে রচনা করেন, এটা তোমরা জানো। এ তো হলো অ্যাডপ্টেশন। শিববাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। মেলাও বসে। বাস্তবে মেলা সেখানে বসা দরকার যেখানে ব্রহ্মাপুত্র বড় নদী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। সেই সঙ্গমে মেলা বসা উচিত। এই মেলা হলো এখানে। ব্রহ্মা বসে আছেন, জানো যে বাবাও হন আর বড় মাম্মাও হন। কিন্তু মেল অর্থাৎ পুরুষ বলে মাম্মার তত্ত্বাবধানে মাতাদের সামলানোর জন্য স্থির করা হয়েছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের সঙ্গতি দিই। তোমরা জানো এই দেবতারা হলো ডবল অহিংসক কারণ সেখানে রাবণ থাকেই না। ভক্তিতে হয় রাত, জ্ঞান দ্বারা হয় দিন। জ্ঞান সাগর হলেন এক বাবা, ওঁনার ক্ষেত্রে আবার বলে দেওয়া হয় সর্বব্যাপী। বাবা-ই এসে এটা বোঝান আর বাচ্চাদেরই বোঝান। শিব ভগবানুবাচ তো। শিবজয়ন্তী পালন করে যখন অবশ্যই কারোর মধ্যে আসে। বলেন আমাকে প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি কোনো ছোট বাচ্চার আধার নিই না। কৃষ্ণ তো বাচ্চা হলো তাই না ! আমি তো ওনার অনেক জন্মের অন্তে, তাও আবার বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি। বাণপ্রস্থ অবস্থার পরেই মানুষ ভগবানকে জপতে থাকে। কিন্তু ভগবানকে সঠিক ভাবে কেউই জানে না। তখন বাবা বলেন যদা যদাহি...আমি ভারতেই আসি। ভারতের মহিমা অপরম-অপার।

মানুষের দেহের অহংকার দেখো কতো - আমি অমুক, এই হই! এখন বাবা এসে তোমাদের দেহী-অভিমानी করে তোলেন। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতা বসে জ্ঞানের সমস্ত রহস্য বলেন। এটা হলো পুরোনো দুনিয়া। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। শাস্ত্রে আবার ব্যাসদেব লিখে দিয়েছেন, কল্পের আয়ু লক্ষ হাজার বছর। বাস্তবে হলো ৫ হাজার বছরের কল্প। মানুষ একদম অজ্ঞানতার, কুস্কর্গের নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে আছে। এখন তোমাদের এই কথা গুলি নতুন কেউ শুনলে বুঝবে না সেই জন্য বাবা বলেন নিজের বাচ্চাদের সাথেই কথা বলি। ভক্তিও তোমরাই শুরু করো। নিজেরাই নিজেদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছো। বাবা তোমাদের পূজ্য করে তুলছেন, তোমরা আবার পূজারী হয়ে যাও। এটাও খেলা। কোনো কোনো মানুষ কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে তাই খেলা দেখলেও কাঁদতে থাকে। বাবা তো বলেন যে ক্রন্দন করেছে সে হারিয়েছে। সত্যযুগে কাল্লাকাটির কোনো ব্যাপার নেই। এখানেও বাবা বলেন ক্রন্দন করতে নেই। ক্রন্দন করে দ্বাপর - কলিযুগে। সত্যযুগীয়রা কখনো ক্রন্দন করে না। শেষ বেলাতে তো কারোর ক্রন্দন করার ফুরসতই থাকবে না। হঠাৎ করে মরতে থাকবে। হয় রামও বলতে পারবে না। বিনাশ এরকম হবে যাতে সামান্যতমও দুঃখও হবে না, কারণ হাসপিটাল ইত্যাদি তো থাকবেই না, সেইজন্য জিনিসই সেই রকম তৈরী করে। বাবা বোঝান আমি তোমাদের এই বানর সেনা নিয়ে থাকি, রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য। এখন বাবা তোমাদের যুক্তি বলছেন - রাবণের উপর বিজয় কীভাবে পেতে হবে? সব সীতাদের রাবণের শৃঙ্খল থেকে ছাড়াতে হবে। এই সব বোঝার ব্যাপার। ভগবানুবাচ, বাচ্চাদেরই বাবা বলেন হিয়ার নো ইভিল... যে কথায় তোমাদের কোনো লাভ নেই, তার থেকে তোমরা নিজেদের কান বন্ধ করে নাও। এখন তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। তোমরাই শ্রেষ্ঠ

হবে। এখানে তো শ্রী শ্রী এর টাইটেল সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, তবুও বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। কতো ওয়ান্ডারফুল হার-জিতের এই অসীম জগতের খেলা, যা বাবা-ই বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) বাবার সমান করুণাময় হতে হবে। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে, পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে। পবিত্র হওয়ায় জন্য এক বাবার সাথে খুবই লভ্ রাখতে হবে।

২) বাবা বলেন, যে কাঁদে সে হারে (হারিয়ে ফেলে), সেইজন্য যে কোনো পরিস্থিতিই হোক তোমরা কাঁদবে না।

\*বরদানঃ:-\* স্ব-এর রাজ্য দ্বারা নিজের সাথীদেরকে স্নেহী-সহযোগী বানানো মাস্টার দাতা ভব রাজা অর্থাৎ দাতা। দাতার কাছে বলতে বা চাইতে হয় না। স্বয়ং প্রত্যেক রাজাকে নিজের স্নেহের সওগাত অফার করে। তোমরাও নিজের উপরে রাজত্ব করা রাজা হও, তবে প্রত্যেকে তোমাদের সামনে সহযোগের সওগাত অফার করবে। যার নিজের উপরে রাজত্ব আছে তার সামনে লৌকিক অলৌকিক সাথী জি হাজির, জি হুজুর, হা জী বলে স্নেহী-সহযোগী হবে। পরিবারের মধ্যে কখনও অর্ডার চালাবে না, নিজের কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে অর্ডারে রাখো তবে তোমাদের সকল সাথী তোমাদের স্নেহী, সহযোগী হয়ে যাবে।

\*স্নোগানঃ:-\* সর্ব প্রাপ্তির সাধন থাকা স্বপ্নেও বৃত্তি উপরাম (উর্ধ্বমুখী) থাকবে, তখন বলা হবে বৈরাগ্য বৃত্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন আল্লাহ-কে পেয়েছো, তাই সোজা পথে চলো অর্থাৎ নিজেকে আত্মা মনে করো, দেহ মনে করাই হলো উল্টো পথে যাওয়া"

\*প্রশ্নঃ - এমন কোন কথাটি বুঝতে পারলে অসীম জগতের বৈরাগী হতে পারবে?

\*উত্তরঃ - পুরানো দুনিয়া এখন হোপলেস (নিরাশাজনক), কবরখানায় পরিণত হবে, এই কথাটি বুঝে নিতে পারলেই অসীম জগতের বৈরাগী হতে পারবে। তোমরা জানো, এখন নতুন দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে সমগ্র পুরানো দুনিয়া স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই একটি বিষয়ই তোমাদের অসীম জগতের বৈরাগী বানিয়ে দেবে। তোমাদের হৃদয়(মন) এখন এই কবরখানা থেকে সরে গেছে।

ওম্ শান্তি । আসলে হলো ডবল ওম্ শান্তি, কারণ দুটি আত্মা রয়েছে। দুই আত্মারই স্বধর্ম হলো শান্তি। বাবার স্বধর্মও শান্তি। বাচ্চারা সেখানে শান্তিতে থাকে, তাকে বলা হয় শান্তিধাম। বাবাও সেখানে থাকেন। বাবা তো সদাই পবিত্র। বাকি আর যে সকল মনুষ্যরা রয়েছে, তারা পুনর্জন্ম নিতে-নিতে অপবিত্র হয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। আত্মা জানে, পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, তাঁর অনেক মহিমাও রয়েছে, তাই না। তিনি সকলের পিতা আর সকলের সঙ্গতিদাতাও। তাই সকলেরই বাবার উত্তরাধিকারের উপর অবশ্যই অধিকার রয়েছে। বাবার কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পাওয়া যায়? বাচ্চারা জানে যে, বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই অবশ্যই তিনি স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেবেন আর অবশ্যই তা দেবেন এই নরকেই। নরকের উত্তরাধিকার দিয়েছে রাবণ। এইসময় সকলেই নরকবাসী, তাই না। তাই অবশ্যই এই উত্তরাধিকার রাবণের থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। নরক আর স্বর্গ দুই-ই রয়েছে। একথা কে শোনে? আত্মা। অজ্ঞানতায় থাকাকালীনও সবকিছু আত্মাই করতো, কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে মনে করা হয় - সবকিছু শরীর করে। আমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। একথা ভুলে যায়। আমরা হলাম শান্তিধাম নিবাসী। এও বোঝা উচিত যে, সত্যখন্ড(স্বর্গ) ক্রমশঃ মিথ্যাখন্ডে(নরক) পরিণত হয়। ভারত সত্যখন্ড ছিল পরে তা রাবণ-রাজ্য, মিথ্যাখন্ডে পরিণত হয়েছে। এ তো সাধারণ কথা। মানুষ কেন বোঝে না? কারণ আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, যাকে প্রস্তুতবুদ্ধি বলা হয়। যিনি ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছেন, পূজ্য বানিয়েছেন, তাঁকেই আবার পূজারী হয়ে গালি দেয়। এতে কারোর দোষ নেই। বাবা বাচ্চাদের বোঝান, এই ড্রামা কিভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে। কিভাবে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। বাবা বোঝান, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যেন কালকেরই কথা। কিন্তু মানুষ তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। শাস্ত্রাদি এই সবকিছুই ভক্তিমার্গের জন্য বসে বানানো হয়েছে। শাস্ত্র হলোই ভক্তিমার্গের জন্য, জ্ঞানমার্গের জন্য নয়। জ্ঞানমার্গের কোনো শাস্ত্রই তৈরী হয় না। বাবা-ই প্রতি কল্পে এসে বাচ্চাদের নলেজ দেন, দেবতা পদপ্রাপ্তির জন্য। বাবা পড়ান ক্রমশঃ এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্রাদি থাকে না, কারণ সেখানে রয়েছে জ্ঞানমার্গের প্রাপ্তি (প্রালব্ধ)। ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, পরে আবার অল্পকালের জন্য রাবণের উত্তরাধিকারও পাওয়া যায়। যাকে সন্ত্যাসীরা কাকবিষ্ঠা-সম সুখ বলে। সেখানে শুধু দুঃখই দুঃখ, তাই এর নাম দুঃখধাম। কলিযুগের পূর্বে হলো দ্বাপর, তাকে বলা হবে সেমী-দুঃখধাম। আর এ হলো ফাইনাল দুঃখধাম। আত্মাই ৮৪ জন্ম নেয়, আর নীচে নামতে থাকে। বাবা সিঁড়িতে চড়িয়ে দেন কারণ (সৃষ্টি) চক্রকে পুনরায় অবশ্যই আবর্তিত (ঘুরতে) হতে হবে। নতুন দুনিয়া ছিল, দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। দুঃখের কোনো নাম বা চিহ্নই ছিল না, তাই দেখানো হয় যে, বাঘে-গরুতে একত্রে জল পান করছে। সেখানে হিংসার কোনো কথাই নেই। তাই অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়। হিংসা হলো এখানে। সর্বপ্রথম হিংসা হলো কাম কাটারি চালানো। সত্যযুগে কেউ বিকারী হয় না। তাদেরই তো মহিমা-কীর্তন করা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমার গায়ন হয়, তাই না যে - তুমি সম্পূর্ণ নির্বিকারী.....। এ হলো কলিযুগ, আয়রন এজেন্ড ওয়ার্ল্ড । একে তো গোল্ডেন এজ বলতে পারবে না। ড্রামাই এইভাবে বানানো রয়েছে। সত্যযুগ হলো শিবালয়। সেখানে সকলেই পবিত্র, যাদের চিত্রও রয়েছে। যিনি শিবালয় তৈরী করেন সেই শিববাবারও চিত্র রয়েছে। ভক্তিমার্গে তো তাঁর অনেক নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে নাম হলো একটিই। বাবার তো নিজস্ব শরীর নেই। তিনি স্বয়ং বলেন, আমাকে নিজের পরিচয় দিতে বা রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাতে আসতেই হয়। আমাকে এসে তোমাদের সেবা করতে হয়। তোমরাই আমাকে ডাকো - হে পতিত-পাবন এসো। সত্যযুগে ডাকো না। এইসময় সকলেই ডাকে কারণ বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারতবাসীরা জানে, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। বাবাও বলেন, আমি

রাজার রাজা বানাতে আসি। আজকাল তো মহারাজা, বাদশাহ্ ইত্যাদিরা আর নেই। এখন শুধু প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য। বাচ্চারা বোঝে, আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা সম্পন্ন ছিলাম। হীরে-জহরতের প্রাসাদে ছিলাম। নতুন দুনিয়া ছিল পুনরায় সেই নতুনই পুরানো হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসই পুরনো তো হয়ই। যেমন ঘর নতুন বানানো হয় কিন্তু শেষে আবার তার আয়ু কম হয়ে যায়। বলা হবে এ হলো নতুন, এ হলো আধা পুরানো, এ হলো মাঝারি। প্রত্যেক জিনিসই সত্যো, রজো, তমো হয়। ভগবানুবাচ, তাই না। ভগবান হলেন ভগবান। ভগবান কাকে বলা হয়, তাও জানে না। রাজা-রানী তো নেই। এখানে রয়েছে প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার আর তাদের অনেক মন্ত্রী..... সত্যযুগে হয় যথা রাজা-রানী..... পার্থক্য তো বাবা বলেছেন। সত্যযুগের যারা মালিক তাদের মন্ত্রী, পরামর্শদাতা থাকে না। প্রয়োজন নেই। এইসময়েই শিববাবার কাছ থেকে শক্তি প্রাপ্ত করে তারা সেই পদ প্রাপ্ত করে। এইসময় বাবার কাছ থেকে অনেক উচ্চ পরামর্শ পাওয়া যায়, যার ফলে উচ্চ পদপ্রাপ্তি ঘটে। তারপর আর কারও কাছ থেকে পরামর্শ নেবে না। ওখানে পরামর্শদাতা থাকে না। পরামর্শদাতা তখন হয় যখন বাম-মার্গে চলে যায়। বুদ্ধিব্রষ্ট হয়ে যায়।

মূল বিষয় হলো বিকারের। দেহ-অভিমানের কারণেই বিকারের জন্ম হয়। তার মধ্যে কাম-বিকার হলো নশ্বর ওয়ান। বাবা বলেন, এই কাম-বিকার হলো মহাশত্রু, এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। ভাল বা খারাপ সংস্কার আত্মাতেই থাকে। এখানেই কর্মভোগ করতে হয়, সত্যযুগে নয়। ওটা হলো সুখধাম। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের সুখধাম, শান্তিধাম নিবাসী বানান। বাবা ডায়রেক্ট আত্মাদের সাথে কথা বলেন। সকলকে বলেন, বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো, দেহ-অভিমান ছাড়ো। এই দেহ বিনাশী, তুমি অবিনাশী আত্মা। এই জ্ঞান আর কারোর মধ্যে নেই। জ্ঞানকে না জানার কারণে ভক্তিকেই জ্ঞান বলে মনে করেছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বোঝো -- ভক্তি হলো আলাদা, জ্ঞানের দ্বারা তো সঙ্গতি হয়। ভক্তির সুখ হলো অল্পকালের জন্য কারণ পাপাত্মা হয়ে যায়, বিকারে চলে যায়। তোমরা আধাকল্পের জন্য অসীম জগতের উত্তরাধিকার পেয়েছিলে, এখন তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন বাবা পুনরায় উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন, যাতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছু পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো, এই দুনিয়াকে তো কবরখানায় পরিণত হতেই হবে। এখন এই কবরখানা থেকে মনকে সরিয়ে এনে নতুন দুনিয়া, স্বর্গের প্রতি আকর্ষণকে নিয়ে যাও। যেমন লৌকিক পিতা যখন নতুন গৃহ নির্মাণ করে তখন বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো গৃহের প্রতি না থেকে নতুন গৃহের দিকেই থাকে। অফিসে বসে থাকবে তথাপি বুদ্ধি নতুন গৃহের দিকেই থাকে। এটা হলো পার্থিব জগতের কথা। অসীম জগতের পিতা তো নতুন দুনিয়া, স্বর্গ রচনা করছেন। বলেন যে, এখন পুরনো দুনিয়ার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে এক বাবা অর্থাৎ আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করো। তোমাদের জন্যই নতুন দুনিয়া, স্বর্গ স্থাপন করতে এসেছি। এখন সমগ্র পুরনো দুনিয়া এই রুদ্ধ জ্ঞান যন্তে স্বাধা হয়ে যাবে। এই (সৃষ্টি-রূপী) বৃক্ষ সম্পূর্ণ তমোপ্রধান জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন তৈরী হচ্ছে। তাই বাবা বোঝান যে, এসব হলো নতুন দুনিয়ার কথা। যেমন মানুষ রোগ-গ্রস্ত হলে নিরাশ হয়ে পড়ে, তাই না। মনে করে, এর বাঁচা খুব মুশকিল। ঠিক তেমনই এই দুনিয়াও এখন হোপলেস (নিরাশাজনক)। কবরখানায় যখন পরিণত হবেই তখন কেন একে স্মরণ করবে। এ হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস। হঠযোগী সন্ন্যাসীরা তো শুধু ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। তোমরা তো পুরনো দুনিয়াকেই মনে মনে থেকে ত্যাগ করো। পুরনো দুনিয়া থেকেই আবার নতুন দুনিয়া হয়ে যায়।

বাবা বলেন, আমি তো হলো ওবিডিয়ন্ট সার্ভেন্ট। আমি বাচ্চাদের সেবা করতে এসেছি। আমাকে ডাকা হয়েছে - বাবা, আমরা পতিত হয়ে গেছি, তুমি এই পতিত দুনিয়ায় আর পতিত শরীরে এসো। দেখো, নিমন্ত্রণ কিভাবে করে! পতিত বানিয়েছে রাবণ, যাকে দহন করতেই থাকে। এ হলো অতি শক্তিশালী শত্রু। যখন থেকে এই রাবণ এসেছে (তখন থেকে) তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখই পেয়েছ। বিষয় সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এখন বাবা বলেন, বিষ ছেড়ে অমৃত পান করো। আধাকল্প রাবণ-রাজ্যে তোমরা বিকারের কারণে কত দুঃখী হয়ে পড়েছো। এতটাই উন্মত্ত হয়ে যাও যে বসে-বসে (বাবাকে) গালি দাও। গালিও এত দাও - অবাক করে দাও, যিনি তোমাদের পবিত্র বিশ্বের মালিক বানান, তাঁকেই তোমরা সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দাও। মানুষের জন্য তো বলা যে, ৮৪ লক্ষ যোনি আর আমায় সর্বব্যাপী বলে দাও। এও হলো ড্রামা। (বাবা) তোমাদের মজা করতে-করতে বোঝান। ভালো আর খারাপ সংস্কার-স্বভাব আত্মারই হয়। আত্মা বলে, আমিই ৮৪ জন্ম ভোগ করি। আত্মাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এখন একথাও বাবা-ই বোঝান। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী পুনরায় বাবা-ই এসে, যারা উল্টো (বিপরীত-ধর্মী) হয়ে গেছে তাদের সোজা (স্বধর্মী) বানান। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বলেন, এখানে তোমরা উল্টো অর্থাৎ দেহ-বোধ নিয়ে বোসো না। নিজেকে আত্মা মনে করো। এখন তোমরা আল্লাহ-কে (ঈশ্বর) পেয়েছো, যিনি তোমাদের সোজা (স্বধর্মী) বানান। রাবণ উল্টো (পরধর্মী) বানায়। পুনরায় সোজা হলে তোমরা সঠিকভাবে দাঁড়াও। এও এক নাটক। এই জ্ঞান বাবা-ই বসে বলেন। ভক্তি হলো ভক্তি। আর জ্ঞান

হলো জ্ঞান। ভক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। কথিত আছে যে, একটি জলাশয় আছে, যেখানে স্নান করলে পরী হয়ে যায়। আবার এও বলে, পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছে। তোমরাই তো এখন অমরকথা শুনছ, তাই না। শুধু এক পার্বতীকেই কি অমরকথা শুনিয়েছে ! এ হলো অসীম জগতের কথা। অমরলোক হলো সত্যযুগ, মৃত্যুলোক হলো কলিযুগ। একে কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। বাবাকে জানেই না। তারা বলেও যে, পরমপিতা পরমাত্মা, হে ভগবান। কিন্তু জানে না। তোমরাও জানতে না। বাবা এসে তোমাদের সঠিক দিশায় চালিত করেন। ভগবানকে আল্লাহ বলা হয়। আল্লাহ পড়িয়ে আবার পদও তো দেবেন, তাই না। কিন্তু ভগবান তো একজনই। এঁাদেরকে(লক্ষ্মী-নারায়ণ) ভগবান-ভগবতী বলা যাবে না। এঁারা তো পুনর্জন্মে আসেন, তাই না। আমিই এঁদের পড়িয়ে দৈবী-গুণসম্পন্ন বানিয়েছি।

তোমরা সবাই হলে ভাই-ভাই। বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকারের অধিকারী। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। আসুরী সম্প্রদায়ের, তাই না। তারা বলে, কলিযুগ এখন হামাগুড়ি দিচ্ছে (ছোট বাচ্চারা যেমন হাটুর সাহায্যে চলে), মনে করে, এখনও অনেক বছর বাকি রয়েছে। কত অজ্ঞানতার অন্ধকারের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এও এক প্রকারের খেলা। আলেয় কখনো দুঃখ থাকে না, রাতের অন্ধকারে দুঃখ থাকে। একথাও তোমরাই বোঝ আর বোঝাতে পারো। সর্বপ্রথমে প্রতিটি মানুষকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। দুজন বাবা তো সকলেরই হয়। লৌকিক (হদের) পিতা পার্থিব জগতের সুখ দেয়, অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের সুখ দেন। শিবরাত্রি যখন পালন করা হয়, তখন অবশ্যই বাবা আসেন স্বর্গের স্থাপনা করতে। যে স্বর্গ পাষ্ট হয়ে গেছে পুনরায় তার স্থাপনা করছেন। এখন এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া, নরক। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে যখন সঠিক সময় আসে তখন পুনরায় আমি এসে (নিজ) পার্ট প্লে করি। আমি নিরাকার। আমার তো (বলার জন্য) মুখ অবশ্যই চাই। শাঁড়ের মুখকে কি ব্যবহার করা যাবে, না যাবে না। আমি এঁনার(ব্রহ্মা) মুখ ব্যবহার করি, যিনি তাঁর অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্মে বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছেন, আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্মকে জানেন না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) যেমন বাবা ডায়রেক্ট বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন, তেমনভাবেই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। এই কবরখানা থেকে আকর্ষণ সরিয়ে ফেলতে হবে। এমন সংস্কার ধারণ করতে হবে যেন কখনো কর্ম ভোগ করতে না হয়।

২ ) বাবা যেমন ড্রামার উপরে সম্পূর্ণ অটল থাকার জন্য কাউকে দোষ দেন না, তাঁকে যারা গালি দেয় সেই অপকারীর প্রতিও উপকার করেন, ঠিক তেমনই বাবার সমান হতে হবে। এই ড্রামায় কারও কোনো দোষ নেই, এই ড্রামা অ্যাকুরেট তৈরী হয়ে রয়েছে।

\*বরদানঃ:-\* প্রতিটি কদমে বরদাতার থেকে বরদান প্রাপ্ত করে পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত থাকা অধিকারী আত্মা ভব যারা হলোই বরদাতার বাচ্চা, তাদের প্রতিটি কদমে বরদাতার থেকে বরদান স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। বরদানই হলো তাঁর পালনা। বরদানের পালনার দ্বারাই পালন করেন। বিনা পরিশ্রমে এত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হওয়া একেই বরদান বলা হয়। তো তোমরা জন্ম-জন্মের প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে গেলে। প্রতিটি কদমে বরদাতার থেকে বরদান প্রাপ্ত হচ্ছে আর সদাই প্রাপ্ত হতে থাকবে। অধিকারী আত্মার জন্য দৃষ্টির দ্বারা, বাণীর দ্বারা, সম্বন্ধের দ্বারা বরদানই বরদান রয়েছে।

\*স্লোগানঃ:-\* সময়ের তীব্র গতি অনুসারে পুরুষার্থের গতিও তীব্র করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য সমুদয় ভান্ডারের খাতা সঞ্চয় করে সম্পন্ন করো"

আজ বাপদাদা কোন সভাকে দেখছেন? আজকের সভায় প্রত্যেক বাচ্চা হাইয়েস্ট এবং অবিনাশী ধন-ভান্ডার দ্বারা রিচেস্ট। দুনিয়ার লোকে যতই রিচেস্ট হোক কিন্তু সেটা এক জন্মের জন্য রিচেস্ট। এক জন্মও রিচেস্ট থাকবে কি থাকবে না, সেটাও নিশ্চিত নয়। ইন ওয়ার্ল্ড, যতই কেন রিচেস্ট হোক কিন্তু এক জন্মের জন্য, আর তোমরা নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলো যে, আমরা অনেক জন্ম রিচেস্ট কেননা, তোমরা সবাই অবিনাশী ভান্ডারে সম্পন্ন। তোমরা সবাই জানো যে এই সময়ের পুরুষার্থ দ্বারা এক দিনের মধ্যেও অনেক উপার্জন করতে পারো। জানো তোমরা একদিনে তোমরা কত উপার্জন করতে পারো? হিসাব জানো তো না! গায়ন আছে, অনুভব আছে - 'এক কদমে পদ্ম'। তো একদিনে বাবা দ্বারা, বাবার নলেজ দ্বারা, স্মরণের দ্বারা প্রতি কদমে পদ্ম জমা হয়। তো সারাদিনে যত কদম স্মরণের দ্বারা গ্রহণ করো তত পদ্ম জমা করো। তো এমন উপার্জনকারী, ভান্ডার সঞ্চয়কারী বিশ্বে আর কেউ হবে! নাকি আছে? বিশ্ব পরিক্রমা করে এসো, তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ সঞ্চয় করতে পারে না। সেইজন্য বাবা বলেন, এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে থাকো যে আমরা সব আত্মার ভাগ্য পরম আত্মা দ্বারা এত শ্রেষ্ঠ হয়েছে!

নিজেদের ভান্ডার জানো তো না! সময়ের ভান্ডারকেও জানো যে এই সঙ্গমযুগের সময় কত শ্রেষ্ঠ, যে প্রাপ্তি প্রয়োজন তা অধিকারী হয়ে বাবার থেকে নিষ্ক। সব অধিকার প্রাপ্ত করে নিয়েছ তো না? এক একটা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প কত বড় ভান্ডার, সময়ও বড় ভান্ডার, সঙ্কল্পও বড় ভান্ডার। সর্বশক্তি সবচাইতে বড় ভান্ডার। একেক গুণ-রত্ন কত বড় ভান্ডার! প্রতিটা গুণ কত বড় ভান্ডার! দুনিয়ার লোকেও মানে যে, শ্বাসে শ্বাসে স্মরণের দ্বারা শ্বাস সফল হয়। তো তোমাদের সকলের শ্বাস সফলতা স্বরূপ, ব্যর্থ নয়। প্রতিটা শ্বাসে সফলতার অধিকার সমাহিত হয়ে আছে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে সমুদয় ভান্ডার একরকম দিয়েছেন। সবও দিয়েছেন আর সমানও দিয়েছেন। কাউকে এক গুণ, কাউকে দশ গুণ, কাউকে একশ গুণ... এইরকম দেননি। দানকর্তা দাতা একেক বাচ্চাকে সর্ব-ভান্ডার ব্রাহ্মণ হওয়ার সাথে সাথেই সমান রূপে দিয়েছেন। কিন্তু ভান্ডার কতটা জমা করবে অথবা খুইয়ে ফেলবে, সেটা প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেককে চেক করতে হবে যে, আমি সারাদিনে কত জমা করি বা খুইয়ে দিই! চেক করো তোমরা? অবশ্যই চেক করতে হবে, কেননা এক জন্মের জন্য নয় বরং প্রতিটা জন্মের জন্য। অনেক জন্মের জন্য জমা হওয়া প্রয়োজন। জমা করার বিধি জানো তোমরা? খুব সহজ। শুধু বিন্দু লাগিয়ে যাও। বিন্দু যদি স্মরণে থাকে তবে সঞ্চয় হয়। যেমন, স্থূল ভান্ডারের ক্ষেত্রেও একের সাথে বিন্দু যদি দিতে থাকো তো বাড়তে থাকে, তাই না! তেমনই আত্মাও বিন্দু, বাবাও বিন্দু আর ড্রামাতে যা অতিবাহিত হয়েছে তাও ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু। যদি সমুদয় ভান্ডারকে বিন্দুরূপে স্মরণ করো তবে জমা হতে থাকে। অনুভব আছে তো না! বিন্দু লাগালে আর ভান্ডার ব্যর্থ হওয়া থেকে ক্রমান্বয়ে জমা হতে থাকে। কীভাবে বিন্দু লাগাতে হয় জানো তোমরা? অনেকবার এমন হয় বিন্দু লাগানোর যে চেষ্টাই করো তা বিন্দুর পরিবর্তে লম্বা লাইন হয়ে যায়, বিন্দুর পরিবর্তে কোশ্চেন মার্ক হয়ে যায়, আশ্চর্যের লাইন লেগে যায়। তো সঞ্চয়ের খাতা বাড়ানোর সহজ বিধি হলো 'বিন্দু' আর খুইয়ে দেওয়ার রাস্তা হলো লম্বা লাইন টানা, কোশ্চেন মার্ক লাগানো, আশ্চর্যের মাত্রা লাগানো। সহজ কি? বিন্দু তো না! তো বিধি খুব সহজ - স্বামান আর বাবার স্মরণ তথা নিরর্থক-এ ফুলস্টপ লাগানো।

বাপদাদা আগেও বলেছেন - রোজ অমৃতবেলায় নিজে নিজেকে তিন বিন্দুর স্মৃতির তিলক লাগাও, তাহলে একটা ভান্ডারও ব্যর্থ যাবে না। সবসময়, সব ভান্ডার জমা হতে থাকবে। বাপদাদা সব বাচ্চার সব ভান্ডারের চার্ট দেখেছেন। তাতে কী দেখেছেন? এখনও পর্যন্ত সঞ্চয়ের খাতা যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। সময়, সঙ্কল্প, বোল ব্যর্থও চলে যায়। চলতে চলতে কখনো সময়ের মহত্ব ইমার্জ রূপে কম হয়। যদি সময়ের মহত্ব সদা স্মরণে থাকে, ইমার্জ থাকে তবে সময়কে আরও বেশি সফল বানাতে পারো। সারাদিনে সাধারণ রূপে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ভুল নয় কিন্তু সাধারণ ভাবে। এরকমই সঙ্কল্পও খারাপ চলে না কিন্তু ব্যর্থ চলে যায়। এক ঘণ্টার চেকিং করো, প্রতি ঘণ্টায় সময় কিংবা সঙ্কল্প কত সাধারণ ভাবে চলে যায়! সঞ্চয় হয় না। তারপরেও বাপদাদা ইশারা দেন, বাপদাদাকেও তোমরা অনেক আশ্বাসবাণী শোনাও। বাবা, অল্প একটু এই সঙ্কল্প এসেছে শুধু, আর নেই। এই বিষয় সঙ্কল্পে কম চলে। আমি সম্পূর্ণ হয়ে যাবো, ঠিক হয়ে যাবে, এখন খোড়াই অন্ত সময় এসেছে, একটু সময় এখনো বাকি আছে। সময়ে সম্পন্ন হয়ে যাবো। কিন্তু বাপদাদা বারবার বলে দিয়েছেন যে, বহু সময়ের সঞ্চয় চাই। এমন নয় যে, জমার খাতা অন্তে সম্পন্ন করবে, সময় এলে তৈরি হয়ে যাবে! বহু

সময়ের সঞ্চয় বহু সময় ধরে চলে। উত্তরাধিকার নেওয়ার সময় তো সবাই বলে আমি লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। ত্রেতাযুগী হবে - এই ব্যাপারে যদি হাত তুলতে বলি তো কেউ হাত তুলবে না। আর যদি বলি লক্ষ্মী -নারায়ণ হবে তো সবাই হাত তোলে। যদি বহু সময়ের সঞ্চয়ের খাতা থাকবে তো পুরো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। যদি অল্পস্বল্প সঞ্চয় হয় তাহলে ফুল উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত হবে? সেইজন্য সমুদয় ভান্ডার যত জমা করতে পারো ততটা এখন থেকে জমা করো। হয়ে যাবে, এসে যাবে ... বে বে ক'রো না। "করতেই হবে" - এটা হলো দৃঢ়তা। অমৃতবেলায় যখন বসো, ভালো স্থিতিতে বসলে তখন মনে মনেই

অনেক প্রতিজ্ঞা করো তোমরা - এটা করবে, এটা করবে। চমৎকার করে দেখাবে... এটা তো ভালো ব্যাপার। শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প তোমরা করো কিন্তু বাপদাদা বলেন, এই সব প্রতিজ্ঞা কর্মোপযোগী বানাও। শুধু প্রতিজ্ঞা ক'রো না, বরং যা কিছু প্রতিজ্ঞা করো সেসব মন-বচন আর কর্মে প্রয়োগ করো। বাচ্চারা খুব ভালো ভালো সঙ্কল্প করে থাকে, বাপদাদা ওই সময় খুশি হন কেননা, সাহস রাখে তো না! এটা হবো, এটা করবো... খুব ভালো সাহস রাখে। তো সাহসের জন্য বাপদাদা খুশি হন। কিন্তু যখন কর্ম আসতে হয় তখন কখনো- কখনো হয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা করা খুব সহজ। কিন্তু সেটা কর্মে প্রয়োগ করা মানে প্রতিজ্ঞা পালন করা। যারা প্রতিজ্ঞা করে তারা তো অনেক কিন্তু পালন করার ক্ষেত্রে নস্বরক্রম হয়ে যায়। সুতরাং সঙ্কল্প আর কর্মকে, প্লান এবং প্র্যাকটিক্যালি উভয়ই সমান বানাও। বানাতে পারো তো না? যারা বিজনেস করে তারা এসেছে। বিজনেসের লোকেরা কীভাবে বিজনেস করতে হয় জানে তো না! সঞ্চয় করতে জানো, তাই না! আর ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিকও প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে। আর যারা রুরাল (গ্রামীণ), বাপদাদা তাদের 'রুরাল' বলেন, কারণ যদি এরা সেবা না করতো তবে কেউ চালিয়ে যেতে পারত না। তো তিনটে উইং থেকে যারা এসেছে তারা কর্মে প্রয়োগ করে। তারা শুধু বলে না, করে। তো সব প্রতিজ্ঞা কর্মে প্রয়োগ করা আত্মা তোমরা, তাই তো না! নাকি শুধু প্রতিজ্ঞাই করো তোমরা? প্রতিজ্ঞার সময় তো বাপদাদাকে মনোবল দেখিয়ে খুশি করে দাও। বাপদাদার কাছে প্রত্যেক বাচ্চার প্রতিজ্ঞার ফাইল আছে। ওখানে (বতনে) প্রতিজ্ঞার ফাইল রাখার জন্য আলমারি কিংবা জায়গার তো কোনও ব্যাপার নেই। কখনো কখনো বাপদাদা নিজের অলৌকিক টি. ভি. অকস্মাৎ খোলেন। সদা খোলেন না, কখনো কখনো খোলেন তাইতো তিনি সব শুনতে পান। নিজেদের মধ্যে যে বার্তালাপ করো, তাও শোনেন। সেইজন্য বাপদাদা বলেন, সমস্ত ব্যর্থকে পরিবর্তন করে সঞ্চয়ের খাতায় জমা করো।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অলৌকিক। ব্রাহ্মণ জীবনের মহত্ব অনেক বড়। প্রাপ্তি অনেক বড়। স্বপ্ন অনেক বড় আর সপ্নমের সময় বাবার হওয়া, সেটা বড় থেকে বড় পদ্মগুণ ভাগ্য। সেইজন্য বাপদাদা বলেন যে, সমস্ত ভান্ডারের মহত্ব বজায় রাখো। যেমন, ভাষণে অন্যদেরকে সপ্নমযুগের কত মহিমা শুনাও! যদি তোমাদের কোনো টপিক দেওয়া হয় যে সপ্নমযুগের মহিমা করো তো কত সময় করতে পারো? এক ঘন্টা করতে পারো? টিচার্স বলো। যারা করতে পারো তারা হাত তোলো। তো যেভাবে অন্যদেরকে মহত্ব শুনিয়ে থাকো, তোমরাও খুব ভালো ভাবে জানো এই সময়ের মহত্বকে। বাপদাদা এমন বলবেন না যে তোমরা জানো না। যখন শোনাতে পারো তখন তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তবেই তো শোনাও। এর যথার্থতা আছে নাকি মার্জ হয়ে যায়! তোমাদের স্মৃতি ইমার্জ রূপে থাকে - সেটা কখনো কম হয়ে যায়, কখনো বেশি। অতএব, তোমাদের ঐশ্বরীয় নেশা ইমার্জ রাখো। হ্যাঁ আমি তো হয়ে গেছি ... না! প্র্যাকটিক্যালি আমি এটাই ... এটা ইমার্জ রূপে থাকতে হবে। নিশ্চয় আছে, কিন্তু নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো - 'অধ্যাত্ম নেশা'।

তো সবসময় যেন নেশা থাকে। আধ্যাত্মিক নেশা - আমি কে! এই নেশা ইমার্জ রূপে থাকবে তবে প্রতিটা সেকেন্ড জমা হতে থাকবে।

তো আজ বাপদাদা জমার খাতা দেখেছেন সেইজন্য আজ তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে বলছেন যে, সময়ের সমাপ্তি অকস্মাৎ হবে। এটা ভেবো না যে আগে থেকেই জানতে পারবো, সময়মতো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যারা সময়ের আধার নেয় - সময় ঠিক করে দেবে কিংবা সময়ে সবকিছু হয়ে যাবে - তাদের টিচার কে? সময় নাকি স্বয়ং পরম-আত্মা? পরম-আত্মা দ্বারা সম্পন্ন হতে পারনি আর সময় সম্পন্ন বানাবে, তাহলে এটাকে কী বলবে? সময় তোমাদের মাস্টার নাকি পরমাত্মা তোমাদের শিক্ষক? সুতরাং ড্রামা অনুসারে যদি সময় তোমাদের শেখাবে অথবা সময়ের আধারে পরিবর্তন হবে, তো বাপদাদাও জানেন প্রালঙ্কও তখন সময়মতো প্রাপ্ত হবে কেননা, সময় তোমাদের টিচার। সময় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তোমরা সময়ের অপেক্ষা ক'রো না। সে রচনা আর তোমরা রচয়িতা। সুতরাং রচনা যেন রচয়িতার অপেক্ষা করে, তোমরা মাস্টার রচয়িতা সময়ের অপেক্ষা ক'রো না। তাছাড়া, কঠিনই বা কী আছে? সহজকে নিজেরাই কঠিন বানাচ্ছ। নয় কঠিন, কঠিন তোমরা বানাও। যখন বাবা বলছেন যা কিছু বোঝা মনে হয় তা বাবাকে দিয়ে দাও।

জানো না তা কীভাবে দেবে! বোঝা উঠিয়েও থাকো আর ক্লান্তও হয়ে যাও, তারপরে আবার বাবাকে অনুযোগও করো - কী করবো, কীভাবে করবো...! নিজের উপরে বোঝা তোলই বা কেন? বাবা অফার করছেন - তোমাদের নিজেদের সব বোঝা বাবাকে হস্তান্তর করে দাও। ৬৩ জন্ম বোঝা তোলার অভ্যাস হয়ে গেছে তো না! তো অভ্যাসের বশ হয়ে যাও, সেইজন্য পরিশ্রম করতে হয়। কখনো সহজ, কখনো কঠিন। তোমাদের যে কোনো কাজ হয় সহজ হবে অথবা কঠিন। কখনো সহজ কখনো কঠিন কেন হয়? কোনো কারণ তো হবে, তাই না! কারণ হলো তোমরা অভ্যাসের বশীভূত হয়ে যাও, আর বাপদাদার তাঁর বাচ্চাদের পরিশ্রম করাটা অনেক বড় বিষয় বলে মনে হয়। ভালো লাগে না। মাস্টার সর্বশক্তিমান আর কঠিন? কী টাইটেল দাও নিজেদেরকে? মুশকিল যোগী নাকি সহজ যোগী? তা' নয়তো নিজের টাইটেল চেষ্টা করো যে আমরা সহজ যোগী নই। কখনো তোমরা সহজ যোগী, কখনো মুশকিল যোগী? তাছাড়া যোগ আছেই বা কী! ব্যস! স্মরণ করতে হবে, তাই না। আর পাওয়ারফুল যোগের সামনে মুশকিল হতেই পারে না। যোগ একাগ্রতার অগ্নি। যতই কঠিন জিনিস হোক, অগ্নি তাকে পরিবর্তন করে দেয়। লোহাও মোল্ড হয়ে যায়। একাগ্রতার এই অগ্নি কি কঠিনকে সহজ করতে পারবে না? কিছু কিছু বাচ্চা খুব ভালো ভালো কথা শুনিয়ে থাকে, বাবা কী করবো বায়ুমন্ডলই এরকম, সাথী এরকম। আমরা হাঁস, বকের মতো। কী করবো, পুরানো হিসেব-নিকেশ আছে। বাবাকে তোমরা খুব ভালো ভালো কথা বলো এরকম। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা ব্রাহ্মণরা কোন্ ঠেকা (দায়িত্ব) নিয়েছ? ঠেকা তো নিয়েছো - বিশ্ব পরিবর্তন করবে তোমরা! তো যে বিশ্ব-পরিবর্তন করে সে নিজের মুশকিল মেটাতে পারে না?

তো আজ কী করবে? জমার খাতা বাড়াও। তাহলে যা তোমরা বলে থাকো সহজ যোগী, তা' অনুভব করবে। কখনো কঠিন, কখনো সহজ, এতে মজা নেই। ব্রাহ্মণ জীবনই মজার। সঙ্গমযুগ আনন্দানুভবের যুগ। বোঝা তোলার যুগ নয়। বোঝা নিচে নামানোর যুগ। তো চেক করো, নিজের ভাগ্যের ছবি নলেজের আয়নায় ভালোভাবে দেখ। আয়না আছে তো না? নাকি নেই? ভেঙে তো যায়নি না? সবার আয়না প্রাপ্ত হয়েছে, নাকি চুরি হয়ে গেছে? পান্ডব তো সামলানোতে হুঁশিয়ার, তাই না? আয়না আছে? হাত তো সবাই ভালোই তুলেছ। সেটা ভালো। ভাগ্যের ছবি দেখ আর সদা নিজের ভাগ্যের ছবি দেখে বাঃ-বাঃ এর গীত গাও। বাঃ আমার ভাগ্য! বাঃ আমার বাবা! বাঃ আমার পরিবার! পরিবারও বাঃ বাঃ! এমন নয় এ তো অনেক বাঃ বাঃ, এ' একটু এরকম! না! বাঃ আমার পরিবার! বাঃ আমার ভাগ্য! আর বাঃ আমার বাবা! ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ বাঃ-বাঃ! হয় হয় নয়। শারীরিক ব্যাধিতেও হয় নয়, বাঃ! এই বোঝাও নেমে যায়। যদি ১০ মণ থেকে তোমার ৩-৪ মণ বোঝা নেমে যায় তো ভালো, নাকি হয় হয়? কী হয়? বাঃ বোঝা নেমে গেছে! হয় আমার পাটই এরকম! হয় আমার রোগ-ব্যাধি ছাড়ছেই না! তুমি ছাড়বে নাকি ব্যাধি ছাড়বে? বাঃ বাঃ যদি করতে থাক তো বাঃ বাঃ করায় ব্যাধিও খুশি হয়ে যাবে। দেখ, এখানেও এরকমই হয় তো না! কারও মহিমা যদি করে তো বাঃ বাঃ করে। সুতরাং ব্যাধিকেও বাঃ বাঃ বলো। হয় এটা আমার কাছেই কেন এলো, আমারই হিসেব! প্রাপ্তির সামনে হিসাব তো কিছুই না। সমস্ত প্রাপ্তির সামনে যদি হিসেব নিকেশ সামনে রাখো, তো সেটা কেমন লাগবে? খুব ছোট ব্যাপার মনে হবে। ব্রাহ্মণ জীবনের মানে তো হলো যা কিছুই হয়ে যায় যাক, সেটা পজিটিভ রূপে দেখ। নেগেটিভ থেকে পজিটিভ কীভাবে করতে হয় জানো তো না! নেগেটিভ- পজিটিভের কোর্সও তো করিয়ে থাকো, তাই না! তো সেই সময় নিজেকে নিজে কোর্স করাও তবে কঠিন সহজ হয়ে যাবে। মুশকিল শব্দ ব্রাহ্মণের ডিকশনারিতে থাকা উচিত নয়। আচ্ছা -

যে কোনও হিসেব আত্মার সাথে, শরীরের সাথে কিংবা প্রকৃতির সাথে; কেননা, প্রকৃতির পাঁচ তন্ত্রও অনেক বার মুশকিল অনুভব করায়। যে কোনো হিসেব-নিকেশ যোগ অগ্নিতে ভস্ম করে ফেলো। বুঝেছ কী করতে হবে? সঞ্চয়ের খাতা বাড়াও। বোলেও সাধারণ বোল নয়, বোলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাব আর ভাবনা থাকে এবং বোল দ্বারা ভাব আর ভাবনার অভিপ্রায় বোঝাই যায়। সেইজন্য সদা যে বোলই বলো তা'তে আত্মিক ভাব এবং শুভ ও শ্রেষ্ঠ ভাবনা যেন থাকে। বোল এবং ভাবনা এরকম হতে দাও। মায়ার যে ভাবনা তা' হলো ঈর্ষা, খলতা, ঘৃণা... এগুলো মায়ার ভাবনা। সদা শুভ ভাব আর ভাবনা থাক। এরকম আছে তোমাদের? চেক করো। সময়ের ভান্ডার, জ্ঞানের ভান্ডার, গুণের ভান্ডার... একেকটা ভান্ডার চেক করো, কেননা প্রতিটি ভান্ডারের খাতা সঞ্চয় করতে হবে। এই সমুদয় ভান্ডারের খাতা পরিপূর্ণ হবে, তবে বলা যাবে ফুল মার্কস অর্থাৎ পাস উইথ অনার। এমন ভেবো না - একটা ভান্ডার যদি কম সঞ্চয় হয় তো কী আর ক্ষতি, কিন্তু পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য সমুদয় ভান্ডারের খাতা পরিপূর্ণ হতে হবে। আচ্ছা- যে এক সেকেন্ডে নিজের সঞ্চয়কে যেখানে চাই, যে ভাবনা চাই সেই ভাবনা চলতে থাকে, এরকম যে ভাবে, সে হাত তোলো। এক সেকেন্ডে মাইন্ড কন্ট্রোল হয়ে যাবে, সেকেন্ডে এরকম হতে পারে? যদি করতে পারো তো হাত তোলো।

আচ্ছা - এই বায়ুমন্ডলে, মধুবনে বসে আছো। মধুবনের বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল। এই বায়ুমন্ডলে এই সময় মনকে কন্ট্রোল

করতে পারবে? হয় মিনিটে করো অথবা, সেকেন্ডে করো কিন্তু করতে পারবে? অর্ডার দাও মনকে, ব্যস্! আল্লা পরমধাম নিবাসী হয়ে যাও। দেখ মন অর্ডার মানে কি মানে না? (ড্রিল) আচ্ছা।

চতুর্দিকের সমুদয় ভান্ডারের মালিক বাচ্চাদের, সদা মুশকিলকে সেকেন্ডে পরিবর্তন করে যারা সদা সহজযোগী, সদা সঙ্কল্প, সময়, বোল, কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানায়, যারা সদা সঙ্কয়ের খাতা বৃদ্ধি করে, সদা মনের মালিক, মন-বুদ্ধি-সংস্কার অর্ডারে চালায়, এমন স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের, হয় তারা দেশে অথবা বিদেশে আছে কিন্তু হৃদয় থেকে দূরে নয়, চতুর্দিকের এমন বাচ্চাদের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

**\*বরদান:-\*** মহোত্তম বাবা, মহোত্তম আমি এবং মহোত্তম কার্য এই স্মৃতির দ্বারা শক্তিশালী হয়ে বাবা সমান ভব যেমন আজকালকার দুনিয়ায় কোনো ভি. আই. পি.র কেউ যদি বাচ্চা হয় তো সেও নিজেকে ভি.আই. পি. মনে করবে। কিন্তু বাবার থেকে মহোত্তম তো কেউ নেই। আমরা এমনই উঁচু হতে উঁচু বাবার সন্তান উঁচু আল্লা - এই স্মৃতি শক্তিশালী বানায়। উঁচু বাবা, উঁচু আমি এবং উঁচু কার্য - এই স্মৃতিতে যারা থাকে তারা বাবা সমান হয়ে যায়। সারা বিশ্বের সামনে শ্রেষ্ঠ আর উঁচু আল্লা তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ নেই, সেইজন্য তোমাদেরই গায়ন আর পূজন হয়।

**\*স্লোগান:-\*** সম্পূর্ণতার দর্পণে সূক্ষ্ম আকর্ষণ চেক করো আর মুক্ত হও।

পদ্ম = ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০ Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার টিউশন নিতে এসেছো, কড়ি থেকে হীরে-তুল্য তৈরী হচ্ছে।"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়াশোনার জন্য কোনো খরচা লাগে না - কেন?

\*উত্তরঃ - কারণ তোমাদের বাবা-ই হলেন টিচার। বাবা বাচ্চাদের থেকে খরচ(ফী) কেমন করে নেবেন। বাবার সন্তান হয়েছে, কোলে এসেছো, তাতেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী হয়ে গেছো। বাচ্চারা, তোমরা বিনা খরচে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য দেবতা হয়ে যাও। ভক্তিতে তীর্থযাত্রা করে, দান-পূণ্য করে, তাতে শুধু খরচই খরচ। এখানে তো বাবা বাচ্চাদের রাজস্ব দেন। সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার বিনামূল্যে দেন। পবিত্র হও আর অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম স্টুডেন্ট। বাবার স্টুডেন্টস্, তোমরা কি পড়ছো? আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার টিউশন নিচ্ছি। আমরা আত্মারা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে টিউশন নিচ্ছি। এখন বুঝতে পেরেছি যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিজেকে দেহ মনে করেছি, আত্মা নয়। লৌকিক পিতা তো টিউশনের জন্য অন্য জায়গায় পার্টিয়ে দেয়, সঙ্গতির জন্যও অন্য স্থানে পার্টিয়ে দেয়। বাবা বৃদ্ধ হল, তখন আবার তার বাণপ্রস্থে যাওয়ার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাণপ্রস্থের অর্থ কি তা কেউ জানে না। বাণীর উর্ধ্বে(ওপারে) আমরা কিভাবে যেতে পারি? তা বুদ্ধিতে ঢোকে(বসে) না। এখন তো আমরা পতিত। তোমরা আত্মারা যেখান থেকে এসেছ, সেখানে তোমরা পবিত্র ছিলে। এখানে এসে (নিজ-নিজ) পার্ট প্লে করতে-করতে পতিত হয়ে গেছো। এখন পুনরায় পবিত্র কে বানাবে? আহ্বানও করে, হে পতিত-পাবন। গুরুকে তো কেউ-ই পতিত-পাবন বলতে পারে না। লোকেরা গুরু করে তথাপি একজনের প্রতি সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার কারণে যাচাই করে, এমন যদি কোনো গুরু পাওয়া যেত, যে আমাদের নিজেদের ঘর বা বাণপ্রস্থ অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে, তারজন্য অনেক যুক্তি রচনা করে। যেখানেই শুনবে অমুকের খুব মহিমা, সেখানেই যাবে। আর যারা এই বৃক্ষের স্যাপলিং হবে, তোমাদের জ্ঞানের তীর তাদের ঠিক লেগে যাবে। তারা মনে করে, এ তো পরিষ্কার কথা। তোমরাই সঠিকভাবে বাণপ্রস্থ অবস্থায় যাও, তাই না। এ কোন বড় কথা নয়। টিচারের কাছে স্কুলে পড়ানো কোনো বড় কথা নয়। ভক্তরা কি চায়? তাও কেউ জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা ড্রামার এই চক্রকে ভালোমতো জেনে গেছো। তোমরা বোঝো যে, সদা বাবা-ই যথার্থ উত্তরাধিকার দিয়েছেন, যা এখনও আবার দিচ্ছেন। তোমরা আবার সেই অবস্থাতেই পুনরায় আসবে, বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই একথা বোঝো। তাই প্রথম মুখ্য বিষয় হলো, পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। লৌকিক পিতাকে তো সকলেই স্মরণে রাখে। আর পারলৌকিক পিতাকে জানেই না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করা যেমন অতি সহজও, আবার কঠিন থেকে কঠিনও।

আত্মা অতি ক্ষুদ্র স্টার (তারা)। বাবাও একটি স্টার। তিনি হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা আর এ হলো সম্পূর্ণ অপবিত্র। সম্পূর্ণ পবিত্রের(পরমাত্মা) সঙ্গেই স্বর্গবাস.... সে তো একজনের সঙ্গ করলেই পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গ তো অবশ্যই চাই। আবার কুসঙ্গও পাওয়া যায়, ৫ বিকার-রূপী রাবণের। তাদের বলা হয় রাবণ-সম্প্রদায়। তোমরা এখন রাম-সম্প্রদায়ভুক্ত হচ্ছে। তোমরা যখন রাম-সম্প্রদায়ের হয়ে যাবে তখন এই রাবণ-সম্প্রদায় থাকবে না। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রয়েছে। রাম বলা হয় ভগবানকে। ভগবানই এসে রাম-রাজ্য স্থাপন করেন অর্থাৎ সূর্যবংশীয় রাজ্য স্থাপন করেন। রাম-রাজ্যও বলা যাবে না, কিন্তু বোঝাতে সহজ হয় -- রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য। বাস্তবে হলো সূর্যবংশীয়-রাজ্য। তোমাদের একটি ছোট বই আছে - হীরে-তুল্য জীবন কিভাবে তৈরী হবে? বাস্তবে হীরে-তুল্য জীবন কাকে বলে -- শুধু তোমরা ছাড়া, অন্য মানুষেরা কি একথা জানে। তাই লেখা উচিত হীরের মতো দেব-তুল্য জীবন কিভাবে হবে? 'দেবতা' - শব্দটি যুক্ত করা উচিত। তোমরা অনুভব কর যে, আমরা হীরে-তুল্য জীবন এখানেই তৈরী করছি। শুধু বাবা ছাড়া আর কেউই তৈরী করতে পারে না। বই তো খুব ভাল, তাতে শুধু এই শব্দটি (দেবতা) যুক্ত করো। তোমরা আসুরী কড়ি-তুল্য জন্ম থেকে দৈবী হীরে-তুল্য জন্ম সেকেন্ডে প্রাপ্ত করতে পারো, কোন পয়সাকড়ি খরচা না করেই অর্থাৎ বিনামূল্যে। বাচ্চা, বাবার কোলে জন্ম নেয় আর অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী হয়ে যায়। বাচ্চাদের কোনো খরচ লাগে কি? কোলে আসা আর অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাওয়া। খরচা তো বাবা করেন, না কি বাচ্চারা! এখন তোমরা কি খরচ করছ? বাবার বাচ্চা হতে গেলে কি খরচা লাগে। না। যেমন লৌকিক পিতার সন্তান হতেও কোন খরচা লাগে না। এখানে তো বাবা স্বয়ং বসে পড়ান, আর পড়িয়ে তোমাদের দেবতা বানিয়ে দেন। তোমরা তো কোন ছোট বাচ্চা নও,

বড়। বাবার হয়ে গেলে বাবা রায় (পরামর্শ) দেন, তোমাদেরকেই নিজেদের রাজধানী স্থাপন করতে হবে। তাই এখানে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। খরচ তো কিছুই লাগে না। গঙ্গায় স্নান করতে যায়, তীর্থস্থানে যায়, তখন খরচা তো করতেই হবে, তাই না। বাবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এসেছে, তারজন্য কি তোমাদের কিছু ব্যয় করতে হয়েছে? সেন্টারে তোমাদের কাছে যারা আসে, তোমরা তাদের বল যে, এখন অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও, আর বাবাকে স্মরণ কর। তিনি তো পিতা হন, তাই না। বাবা স্বয়ং বলেন যে, আমার অবিনাশী উত্তরাধিকার যদি তোমাদের চাই তাহলে পতিত থেকে পবিত্র হতেই হবে, তবেই পবিত্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। তোমরা এও জানো যে, বাবা বৈকুণ্ঠ স্থাপন করেন। সমঝদার বাচ্চারা সঠিকভাবে বোঝে। ওই (লৌকিক) পড়াশোনায় কত ব্যয় হয়, এখানে খরচা তো কিছুই নেই। আত্মা বলে, আমি অবিনাশী, এই শরীর বিনাশ হয়ে যাবে। সন্তানাদি সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। আত্মা, তাহলে এতো যে টাকাপয়সা জমা করেছে সেগুলো কি করবে? কিছু চিন্তা তো রয়েছে, তাই না। কেউ যদি ধনবান হয়, মনে কর তার আর কেউ নেই, জ্ঞান প্রাপ্ত করার পর মনে করে এই অবস্থায় সে এই টাকাপয়সা কি করবে? পড়া হলো সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের উৎস)। বাবা আব্রাহাম লিঙ্কন নামে এক ব্যক্তির কথা বলেছিলেন, যে অত্যন্ত গরীব ছিল। রাত্রি জেগে পড়াশোনা করতো। পড়ে-পড়ে এতো হুশিয়ার হয়ে গিয়েছিল যে, সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছু খরচ করতে হয়েছিল কি? কিছুই না। অনেকেই আছে যারা অত্যন্ত গরীব, তাদের কাছ থেকে সরকার পড়াশোনার জন্য কোন পয়সা(খরচা) নেয় না। এমন অনেকেই পড়ে, তারাও বিনামূল্যে পড়ে প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। কত বড় পদ প্রাপ্ত করে। এই গভর্নমেন্টও কোনো মূল্য নেয় না। বোঝে যে, এই দুনিয়ায় তো সকলেই গরীব। যদিও কত ধনবান, লক্ষপতি, ক্রোড়পতি রয়েছে, তারাও বলে, আমরা গরীব। আমি তাদের ধনবান বানাই। যদিও ধন-সম্পদ অনেক রয়েছে, কিন্তু তোমরাই জানো যে, তা অল্পদিনের জন্য। এই সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে। তাহলে গরীবই তো হলো, তাই না। প্রাপ্তির সম্পূর্ণ আধারেই (ভিত্তি) হলো পড়াশোনা। বাবা বাচ্চাদের থেকে পড়ার জন্য কি নেবেন? বাবা তো বিশ্বের মালিক, বাচ্চারা জানে যে, ভবিষ্যতে আমরা এরকম হবো। আমি আসি, স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে। ব্যাজের মাধ্যমেও এটা বোঝাতে হবে। নতুন-নতুন ইনভেনশন হতেই থাকে। শিববাবা বলেন, আমার যে আত্মা রয়েছে, তাতে আমার পার্ট ফিক্সড হয়ে রয়েছে। যে বিকারী পতিত হয়ে গেছে, তাকেও বাবা এসে পবিত্র বানায়। এ তো জানো যে, ৫ হাজার বর্ষ পূর্বেও বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) নিয়েছিল। মুখ্য কথা হলো, বাবা বলেন যে, মামেকম স্মরণ করো। সম্মুখে এসে বলেন। রথ (ব্রহ্মার শরীর) পেয়ে গেছে তাই বাবাও এসে গেছেন। অবশ্যই একটি রথ(শরীর) তো ফিক্সড থাকবে, তাই না। এ হলো পূর্বনির্ধারিত ড্রামা। চেক হতে পারে না। লোকেরা বলে, এই জহরী কিভাবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হবে। মনে করে, ইনি তো জহরী ছিলেন। কিন্তু জহরত এক হয় ইমিটেশনের, আর এক রিয়্যাল। এখানে বাবা যখন রিয়্যাল জহরত দিচ্ছেন তখন ওইসব (ইমিটেশন) কোন্ কার্যে লাগবে। এ হলো জ্ঞান-রত্ন। এর সামনে ওই হীরে-জহরতের কোন মূল্য নেই। যখন এই (জ্ঞান) রত্ন পান তখন তিনি বোঝেন যে, এই জহরতের ব্যবসা এখন আর কোন কার্যে আসবে না। এই অবিনাশী এক-একটি জ্ঞান-রত্ন লক্ষাধিক মূল্যের। তোমরা কত রত্ন পাও। এই জ্ঞান-রত্নই হলো সত্যিকারের (জহরত)। তোমরা জানো যে, বাবা এই রত্ন দেন তোমাদের বুলি পরিপূর্ণ করার জন্য। এ (জ্ঞান) বিনামূল্যে পাও। কিছুই ব্যয় করতে হয় না। ওখানে (স্বর্গ) তো দেওয়াল, ছাদেও হীরে-জহরৎ লাগানো থাকে। ওইসবের মূল্য কি? মূল্য তো পরে হয়। ওখানে তো হীরে-জহরতও তোমাদের কাছে কিছু নয়। এতে তো বাচ্চাদের নিশ্চয় হওয়া উচিত।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, এ হলো রূপও (জ্ঞানী), আবার বসন্তও (যোগী)। বাবার রূপ তো অতি ক্ষুদ্র। তাঁকে জ্ঞান-সাগর বলা হয়। এ হলো জ্ঞান-রত্ন, যার প্রাপ্তিতে তোমরা অনেক ধনবান হবে। এছাড়া কোন অমৃত বা জল ইত্যাদির বর্ষা হয় না। পড়ার মধ্যে জলের কোনো ব্যাপার(কথা) নেই। পবিত্র হওয়ার সঙ্গে খরচের কোন কথা নেই। তোমরা এখন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছ। তোমরা বোঝ যে, একমাত্র (পরম) পিতাই হলেন পতিত-পাবন। তোমরা নিজেদের যোগবল দ্বারা পবিত্র হচ্ছে। তোমরা জানো যে, (আমরা) পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাব। এখন সঠিক কোনটা, এটা না ওটা? এইসমস্ত কথায় বুদ্ধির চিন্তন চলা উচিত। এই ভক্তির পার্টও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা বলেন, এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। যে পবিত্র হবে, সেই যাবে। যারা এখানকার স্যাপলিং হবে, তারা ঠিক বেরিয়ে আসবে। বাকিরা কি বুঝতে পারবে, না বুঝতে পারবে না। তারা তো পাঁকেই (কাদা) আটকে থাকবে। পরে যখন শুনবে তখন বলবে যে, ওহো প্রভু, তোমার লীলা....তুমি পুরানো দুনিয়াকে কিভাবে নতুন করে। তোমাদের এই জ্ঞান সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনেকেই পড়বে। বিশেষ করে এই (লক্ষ্মী-নারায়ণ) চিত্র সংবাদপত্রে দিয়ে দাও। আর লিখে দাও - শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পড়িয়ে আমাদের স্বর্গের মালিক (লক্ষ্মী-নারায়ণ) বানিয়ে দেন। কিভাবে? স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে। স্মরণ করতে-করতে তোমাদের জং বেরিয়ে যাবে। তোমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সকলকে এই রাস্তা বলে দিতে পার যে, বাবা বলেন, মামেকম স্মরণ করো, আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। বারংবার (ঘড়ি-ঘড়ি) স্মরণ করিয়ে দেখো যে,

তাদের চেহারা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে কি? নয়ন কি জলে ভরে উঠছে? তখন বুঝবে যে, বুদ্ধিতে ঢুকেছে (বসেছে)। সর্বপ্রথমে এই একটি কথাই বোঝাতে হবে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা-ই বলেছিলেন যে, মামেকম্ স্মরণ করো। শিববাবা এসেছিলেন তবেই তো শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়, তাই না। ভারতকে স্বর্গে পরিনত করার জন্য একথাই বুঝিয়েছিলেন যে, মামেকম্ স্মরণ করো তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। ছোট-ছোট কন্যারাও এভাবেই বসে বোঝাও। অসীম জগতের পিতা শিববাবা এভাবেই বোঝান। 'বাবা' - এই অক্ষরটি অতি সুমিষ্ট। বাবা আর আশীর্বাদ। এতটুকু নিশ্চয়তা তো বাচ্চাদের থাকতে হবে। এ হলো মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার বিদ্যালয়। দেবতারা হয়-ই পবিত্র। এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা সুনিশ্চিত করে আমাকে স্মরণ কর, মন্বনাভব। অক্ষরটি তো শুনেছো, আর যদি না শুনে থাকো তাহলে বাবা শুনিয়ে দেন। বাবা বলেন, আমিই পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের মধ্যকার খাদ বেরিয়ে যাবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এতেই পরিশ্রম হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তো সকলেই বলে যে, খুব ভাল, জ্ঞান ফার্স্টক্লাস কিন্তু প্রাচীন যোগের কথা কেউ জানেই না। পবিত্র হওয়ার কথা তো তোমরা শোনাও, তাও বোঝে না। বাবা বলেন, তোমরা সব পতিত তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ কর। আসলে তো তোমরা আত্মারা আমার সঙ্গে ছিলে, তাই না। আমাকে তোমরা স্মরণও কর যে, ও গডফাদার এসো। এখন আমি এসেছি, তোমরা আমার মতে চলো। এ হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মত। আমি হলো সর্বশক্তিমান, সদা পবিত্র। তোমরা এখন আমাকে স্মরণ কর। একেই প্রাচীন রাজযোগ বলা হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ-কর্ম ইত্যাদিও কর, তোমরা সন্তানাদিও সামলাও, তথাপি শুধুমাত্র বুদ্ধিযোগ আর সবকিছু থেকে সরিয়ে আমার সাথে যুক্ত কর। এটাই হলো সর্বাপেক্ষা প্রধান বিষয়(কথা)। আর এটাই যদি না বোঝে তার অর্থ হলো সে কিছুই বোঝেনি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, কেউ খুব ভাল জ্ঞান দান (ভাষণ) করে, পবিত্রতাও ভালই রয়েছে, কিন্তু আমরা পবিত্র কিভাবে হয়েছি? সর্বসময়ের জন্য (পবিত্রতা) চাই, একথা বুঝতে পারে না। দেবতারা তো সদা পবিত্র, তাই না, কিভাবে হয়েছি? সবার প্রথমে এ'কথাই বোঝাতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই পাপ দূর হয়ে যাবে আর তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) নিজেকে গরীব থেকে ধনবান করার জন্য বাবার কাছ থেকে অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন নিতে হবে, এই এক-একটি (জ্ঞান) রত্ন লক্ষ্যধিক মূল্যের, এর মূল্য যথার্থরূপে বুঝে পড়া করতে হবে। এই পড়া-ই হলো সোর্স অফ ইনকাম, এর দ্বারা উচ্চপদ লাভ করতে হবে।

২ ) রাম-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র বাবা, যিনি সম্পূর্ণ পবিত্র শুধু তাঁর সঙ্গেই করতে হবে। কুসঙ্গ থেকে সদা দূরে থাকতে হবে। সর্বদিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এনে একমাত্র পিতার সঙ্গেই তা জুড়তে হবে।

\*বরদানঃ:-\* শক্তিশালী স্মরণের দ্বারা সেকেন্ডে পদমণ্ডল উপার্জন জমা করা পদ্মাপদম ভাগ্যশালী ভব তোমাদের করা স্মরণ এতটাই যেন শক্তিশালী হয় যে এক সেকেন্ডের স্মরণের দ্বারা পদমের উপার্জন জমা হয়ে যাবে। যার প্রত্যেক কদমে পদমণ্ডল জমা হয় তাহলে কত পদম জমা হয়ে যাবে, এইজন্য বলা হয় পদ্মাপদম ভাগ্যশালী। যখন কারো ভালো উপার্জন হয় তখন তার চেহারার চমক-ই অন্যরকম হয়ে যায়। তো তোমাদের মুখমন্ডলের দ্বারাও পদ্মসম উপার্জনের নেশা দেখা যাবে। এইরকম আত্মিক নেশা, আত্মিক খুশী থাকলে তখন সবাই অনুভব করবে যে এ সবার থেকে আলাদা।

\*স্লোগানঃ:-\* ড্রামাতে সবকিছু ভালোই হবে এই স্মৃতিতে থেকে নিশ্চিত বাদশাহ হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আত্ম-অভিমानी হও, ‘আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়’ - এটাই হলো প্রথম পাঠ, এই প্রথম পাঠটাই সবাইকে ভালোভাবে শেখাও”

\*প্রশ্নঃ - জ্ঞান শোনানোর সঠিক পদ্ধতি কি ? কোন্ বিধিতে জ্ঞান শোনাতে হবে?

\*উত্তরঃ - জ্ঞানের কথাগুলো অতি আনন্দ সহকারে শোনাও, বাধ্যতামূলক ভাবে নয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে বসে জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করো, মনন-চিন্তন করো এবং তারপর কাউকে শোনাও। যদি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে তারপর অন্য আত্মাকে শোনাও, তবে যে শুনবে সেও খুশি হবে।

ওম্ শান্তি । বাবা তোমাদেরকে আত্ম-অভিমानी বা দেহী-অভিমानी হয়ে বসতে বলেন। কারণ আত্মার মধ্যেই ভালো অথবা খারাপ সংস্কার ভর্তি হয়। আত্মার ওপরেই সবকিছুর প্রভাব পড়ে। আত্মাকেই পতিত বলা হয়। পতিত আত্মা তো নিশ্চয়ই কোনো জীবাত্মাকেই বলা যাবে। আত্মা তার শরীরের সাথে থাকে। প্রথম কথা হল - আত্মিক স্থিতিতে বসো। নিজেকে শরীর নয়, আত্মারূপে অনুভব করো। আত্মা-ই তো এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মারূপে অনুভব করলে পরমাত্মার কথাও স্মরণে থাকবে। যদি শরীরের কথা মনে থাকে, তবে শারীরিক পিতার কথাও মনে আসবে। তাই বাবা বলছেন - আত্ম-অভিমानी হও। বাবা স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই হল প্রাথমিক শিক্ষা। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, এই শরীরটা বিনাশী। ‘আমি হলাম আত্মা’ - এই প্রাথমিক শিক্ষাটাকে যদি বারবার স্মরণ না করো, তাহলে অপোক্ত থেকে যাবে। ‘আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়’ - বাবা বর্তমান সময়ে এইরকম শিক্ষাই দিচ্ছেন। আগে কেউ কখনো এইরকম শিক্ষা দেয়নি। বাবা তো বাচ্চাদেরকে আত্ম-অভিমानी বানিয়ে জ্ঞান দেওয়ার জন্যই এসেছেন। তাঁর দেওয়া প্রথম জ্ঞান হলো - হে আত্মা, তুমি এখন পতিত হয়ে গেছো, কারণ এই দুনিয়াটাই হল পতিত দুনিয়া। প্রদর্শনীতেও তোমরা বাচ্চারা অনেকজনকে বোঝাও। যদি অনেক প্রশ্নোত্তর করে, তাহলে সারাদিনে যখন অবসর সময় পাবে, তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা উচিত যে ওই ব্যক্তি কি প্রশ্ন করেছিল আর আমি কি উত্তর দিয়েছি। তারপর তাকে ঐভাবে না বুঝিয়ে অন্যভাবে বোঝাতে হবে। সকলের বোঝানোর যুক্তি একইরকম হয় না। আসল কথা হলো - নিজেকে আত্মা মনে করো, না কি শরীর মনে করো? সকলেরই দু'জন বাবা আছেন। যত দেহধারী আছে, সকলেরই একজন লৌকিক পিতা এবং পারলৌকিক পিতা রয়েছেন। লৌকিক (হদের) পিতা থাকাটা তো কমন ব্যাপার। এখানে তোমরা অসীম জগতের (বেহদের) পিতাকে পেয়েছ। তিনি নিজে বসে থেকে আমাদের মতো আত্মাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি একাধারে বাবা, টিচার এবং সঙ্গী। এই বিষয়ে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। তোমরা যখন কাউকে বোঝাও, তখন তোমাদেরকে যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সেইসব প্রশ্নগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। যে খুব বিচক্ষণ, তাকেও সেই আলোচনাতে রাখতে হবে। দিনের বেলা তোমরা কিছুটা সময় পেতে পারো। এমন যেন না হয় যে খাবার খাওয়ার পরেই ঘুম পেয়ে গেল। যে অতিরিক্ত পরিমাণে খাবার খায়, তারই ঘুম পায়, অলসতা আসে। দিনের বেলা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে - অমুক ব্যক্তি এইরকম প্রশ্ন করেছিল আর আমি এইরকম উত্তর দিয়েছি। অনেক রকমের প্রশ্ন করবে। তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে। দেখতে হবে যে সেই ব্যক্তিকে কি আমি আকৃষ্ট করতে পেরেছি? সে কি সন্তুষ্ট হয়েছে? নাহলে তার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। যে খুব বিচক্ষণ, তাকেও এই আলোচনাতে থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে খাবার খাওয়ার পরেই ঘুম পেয়ে গেল। দেবতার সর্বদা খুশিতে থাকতো বলে তারা খাবার খুব কম খেতো। তাই বলা হয় খুশির মতো পুষ্টিকর আহার (খোরাক) নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো খুব খুশি হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ হওয়াটাই তো খুব খুশির ব্যাপার। যে এখানে খুশি অনুভব করতে পারে, সে-ই ব্রাহ্মণ হয়। দেবতাদের কাছে সম্প্রদ্বি, রাজপ্রাসাদ সবকিছুই ছিল। তাই তারা সর্বদাই খুশিতে থাকত। তাই তাদের কাছে সেই খুশিটাই যথেষ্ট ছিল। খুশিতে থাকলে খাবার খুব কম খাবে এবং সূক্ষ্মভাবে খাবে। এটাই নিয়ম। অতিরিক্ত আহার করলেই বেশি ঘুম পাবে। যার বেশি ঘুম পায়, সে কাউকেই বোঝাতে পারবে না। হয়তো কখনো বাধ্য হয়ে কাউকে কিছু শোনাবে। কিন্তু এইসব জ্ঞানের কথা তো খুব আনন্দ সহকারে সবাইকে শোনানো উচিত। তাহলে সহজেই বোঝানো যাবে।

আসল কথা হলো বাবার পরিচয় দেওয়া। ব্রহ্মাকে তো কেউই জানে না। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা - এনার অনেক প্রজা রয়েছে। ইনি কিভাবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন, সেই বিষয়েও ভালোভাবে বোঝাতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - এনার অনেক জন্মের মধ্যে একেবারে অন্তিম জন্মের অন্তিম সময়ে অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবস্থায় আমি এসে প্রবেশ করি। নাহলে রথ পাব

কোথা থেকে। শিববার জনেই রথের কথা প্রচলিত আছে। তিনি কিভাবে এই রথের মধ্যে প্রবেশ করেন - সেই বিষয়েই সংশয় প্রকাশ করে। রথ তো অবশ্যই প্রয়োজন। এখানে তো কৃষ্ণ আসতে পারবে না। তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা-ই বোঝাবেন। উপর থেকে তো বলবেন না। কিন্তু ব্রহ্মা এলো কোথা থেকে? বাবা বলেছেন - যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়, আমি তার শরীরেই প্রবেশ করি। এইসব কথা ইনি নিজেও জানেন না, আমিই শোনাই। কৃষ্ণের তো অন্য কোনো রথের প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণের কথা বললে ভাগীরথের কথাও বলা যাবে না। কৃষ্ণকে ভাগীরথ বলা হয় না। সে প্রথম জন্মে রাজকুমার ছিল। বাম্বাদেরকে মনে মনে এইসব বিষয় নিয়ে বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। বাম্বারা জানে যে শাস্ত্রতে যাকিছু লেখা আছে, বাম্ববে ঐরকম কিছুই নেই। কিন্তু এটা তো অবশ্যই ঠিক যে বিচার সাগর মন্ডনের দ্বারা প্রাপ্ত কলসী লক্ষ্মীকেই দেওয়া হয়েছে। তারপরে তিনি অন্যদেরকেও সেই অমৃত পান করিয়েছেন। এভাবেই স্বর্গের গেট খুলেছিল। কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মাকে তো এইরকম বিচার সাগর মন্ডন করার দরকার নেই। তিনি হলেন বীজরূপ। তার মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে, তিনিই সবকিছু জানেন। একটা সময়ে তোমরাও জানতে। এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝাতে হবে। না বুঝলে দেবতা হবে কিভাবে! বাবা আম্মাদেরকে রিফ্রেশ করার জন্য এইসব বোঝাচ্ছেন। কেউই কিছু জানে না। বাবা এসে এইসকল বিষয় বোঝান। এখন তোমাদের নোঙ্গর ভক্তিমার্গ থেকে উঠে জ্ঞানমার্গে এসেছে। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে যেসব জ্ঞান শোনাচ্ছি, সেইগুলো লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়।

একজন হলেন নিরাকার পিতা, আরেকজন হলেন সাকার পিতা। তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে বোঝানো হলেও মায়া আকৃষ্ট করে নোংরা দুনিয়ায় নিয়ে চলে যায়। পতিত হয়ে যায়। বাবা বলছেন - তুমি কাম বিকারের চিতায় দগ্ধ হয়ে একেবারে কবরস্থানে এসে গেছ। এরপর এখানেই পরীক্ষা হবে। এখানে অর্ধেক কল্প যাবৎ পরীক্ষা থাকে এবং তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য কবরস্থান হয়ে যায়। শীঘ্রই সবাই কবরে চাপা পড়বে। তোমরা সিঁড়ির ছবি নিয়েও ভালোভাবে বোঝাতে পারো। এটা হল পতিতদের রাজস্ব। এই রাজ্যের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এখন এই ভূমিতে কবরস্থান রয়েছে। এরপর এই ভূমিটাই পরিবর্তিত হয়ে লৌহযুগী থেকে স্বর্ণযুগী হয়ে যাবে। তারপর একসময় দুই কলা কমে যাবে। পাঁচ তস্তের কলাও যখন কম হয়ে যায় তখন তারা উপদ্রব শুরু করে। তোমরা সবাইকে খুব ভালোভাবে বোঝাও। যদি কেউ বুঝতে না পারে, তাহলে সে কড়িতুল্য, কোনো মূল্যই নেই। বাবা এসেই সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিচ্ছেন। হীরেতুল্য জন্মের গায়ন রয়েছে। আগে যখন তোমরাও বাবাকে জানতে না, তখন তোমরাও কড়িতুল্য ছিলে। এখন বাবা এসে হীরেতুল্য বানাচ্ছেন। বাবার কাছ থেকেই তোমরা হীরেতুল্য জন্ম পাও। তাহলে পুনরায় কড়িতুল্য হয়ে যাও কেন? তোমরা তো ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই না? গায়ন আছে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। যখন আত্মা ওখানে শান্তিধামে থাকে, তখন সেই মিলনে কোনো লাভ হয় না। ওটা হলো কেবল পবিত্রতা বা শান্তির স্থান। এখানে তোমরা জীবাশ্মারা রয়েছে এবং পরমাত্মা পিতার কোনো নিজস্ব শরীর না থাকার কারণে তিনি অন্য একটা শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের মতো বাম্বাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা বাবাকে জেনেছো এবং তাঁকে বাবা বলে সম্বোধন করো। বাবাও তোমাদেরকে বাম্বা বলে সম্বোধন করেন। লৌকিক পিতাও বলে - বাম্বারা তোমরা এসো, তোমাদেরকে মিষ্টি খাওয়াবো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে যাবে। এখানেও বাবা বলছেন - বাম্বারা, তোমরা এসো, তোমাদেরকে আমি বৈকুণ্ঠের মালিক বানাবো। তাহলে নিশ্চয়ই সবাই দৌড়ে যাবে। মানুষ প্রার্থনা করে - তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদেরকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে দাও। যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে তো অবশ্যই মানতে হবে। বাম্বারাই আমাকে ডেকেছে। আমি তো বাম্বাদের জন্যই আসি। এসে বাম্বাদেরকে বলি - তোমরা আমাকে ডেকেছিলে, তাই আমি এখন এসেছি। বাবাকেই তো পতিত-পাবন বলা হয়, তাই না? গঙ্গা অথবা অন্য কোনো নদীর জলের দ্বারা তো তোমরা পবিত্র হতে পারবে না। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ভুলের মধ্যে ছিলে। হয়তো ভগবানের খোঁজ করে, কিন্তু কেউই কিছু বোঝে না। বাবা বলেন - ‘আমার বাম্বারা’। তখন বাম্বাদের অন্তর থেকেও উল্লাসের সহিত আওয়াজ আসা উচিত - ‘আমার বাবা’। কিন্তু ততটা উল্লাসের সহিত আওয়াজ বেরোয় না। এটাকে দেহ-অভিমান বলা হয়, দেহী-অভিমानी নয়। তোমরা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছ। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অসীমের বাদশাহীও অবশ্যই স্মরণে আসবে। এইরকম বাবাকে কত ভালোবাসার সাথে উত্তর দেওয়া উচিত। তোমরা ডেকেছো বলেই বাবা এসেছেন। ডামা অনুসারে এক মিনিটও আগে পরে হবে না। দুনিয়ায় সকলেই বলে - হে পিতা, দয়া করো, মুক্ত করো। আমরা সবাই রাবণের জেলে বন্দি, তুমি আমাদের পথ দেখাও। তাই বাবা আমাদের গাইড রূপে পথ দেখান। সবাই তাঁকে আহ্বান করে - হে মুক্তিদাতা, হে গাইড, তুমি এসে আমাদেরকে পথ দেখাও, আমাদেরকে তোমার সাথে নিয়ে চলো। তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছে। বাবা সত্যযুগ স্থাপন করছেন। এটা হল কলিযুগ, এখানে কোটি কোটি মানুষ আছে। কিন্তু সত্যযুগে তো কেবল কয়েকজন দেবী-দেবতারা ছিলেন। তাহলে নিশ্চয়ই বিনাশ হয়েছিল। সেই বিনাশ এখন দোর-গোড়ায়। সেইজনেই বলা হয় বিজ্ঞানের অহংকার, বুদ্ধি খাটিয়ে কত রকমের জিনিস তৈরি করে। ওরা হল যাদব সম্প্রদায়। এই ইতিহাস পুনরায় রিপিট হবে। তবে আপাতত সত্যযুগের

ইতিহাস রিপোর্ট হবে।

তোমরা জানো যে আমরা নূতন দুনিয়াতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। পবিত্র তো হতেই হবে। তোমরা সবাইকে বোঝাও যে এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। তোমাদের বাচ্চারাও জীবিত থাকবে না। কোনো উত্তরাধিকারীও থাকবে না, আর কেউ বিয়েও করবে না। অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে, আর সামান্যই আছে। যে সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, তার হিসাব রয়েছে। আগে এইরকম বলা হত না। এখন খুবই কম সময় আছে। আগে আগে যারা শরীর ছেড়েছে, তারা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জন্ম নিয়েছে। কেউ হয়তো আবার এখানেই এসেছে। দেখেই বোঝা যায় যেন এখান থেকেই অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। সে জ্ঞানের বিষয় ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুতেই আনন্দ পাবে না। মা-বাবাকেও বলে দেয় যে আমি তো ওখানেই যাব। এইসব বিষয়গুলো খুব সহজেই বোঝা যায়। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। যুদ্ধের প্রস্তুতিও দেখতে পাচ্ছি। অর্ধেকটা তো এদের যুদ্ধের সামগ্রীর পেছনেই অধিক অর্থ খরচ হয়। কত রকমের এরোপ্লেন বানিয়েছে। বলা হয়, ঘরের মধ্যে বসে থেকেই সবাই শেষ হয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারেই ওরা ঐরকম জিনিস তৈরি করে। হাসপাতাল ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। ড্রামা অনুসারে ওরাও যেন বাবার কাছ থেকেই ইশারা পাচ্ছে। এইসব তো ড্রামাতেই রয়েছে। ওরা চায় কেউ যেন কখনো অসুস্থ না হয়। কিন্তু সবাইকে তো অবশ্যই মরতে হবে। রাম-রাবণ সকলকেই যেতে হবে। তবে যে যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করবে, তার অবশ্যই আয়ু বাড়বে। আনন্দ সহকারে দেহত্যাগ করবে। যেমন ব্রহ্মজ্ঞানীর উদাহরণ দেওয়া হয়। ওরাও ব্রহ্মে যাওয়ার জন্য এইরকম আনন্দ সহকারে দেহত্যাগ করে। কিন্তু ব্রহ্মে কেউ যেতে পারে না, আর কারোর পাপনাশও হয় না। এখানেই পুনর্জন্ম নিতে হয়। বাবা এসে পাপনাশের যুক্তি বলছেন - একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, আর কাউকে স্মরণ করো না। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও স্মরণ করো না। তোমরা জানো যে পুরুষার্থের দ্বারা আমরা এইরকম পদ প্রাপ্ত করছি। এখন স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে। আমরা ঐরকম পদ পাওয়ার জন্য এখানে পড়ছি। সবকিছুই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে হয়। ওরা যে সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল, সেই সাম্রাজ্য সঙ্গমযুগে বাবা এসে স্থাপন করেন। তোমরা এমনভাবে বক্তৃতা দাও যাতে কারো বুদ্ধিতে যথাযথ ভাবে ভীর লেগে যায়। এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ভাই-বোন। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের বিয়ে হয় না। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন যে কিভাবে কেউ পড়ে যায়, কাম বিকারের অগ্নি জ্বালাতন করে। কিন্তু তার সাথে ভয়ও থাকে যে আমি যদি একবার পড়ে যাই, তাহলে সমস্ত উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে। কাম বিকারের কাছে পরাজিত হলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। কত বিশাল উপার্জন! দুনিয়াতে মানুষ কোটি-কোটি উপার্জন করে। কিন্তু ওরা জানে না যে আর কিছু সময়ের মধ্যে সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। যারা বোমা বানায়, তারা জানে যে এই দুনিয়ার বিনাশ আসন্ন। ওরা ভাবে আমাদেরকে কেউ প্রেরণা দিচ্ছে, তাই আমরা এগুলো বানাচ্ছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-\*

১) অন্তরে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে মনন-চিন্তন অর্থাৎ বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা (কনফারেন্স) করার পরে অন্যকে বোঝাতে হবে। অলসতা এবং নিদ্রাকে ত্যাগ করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হয়ে আন্তরিক উল্লাসের সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সর্বদা নেশা থাকা উচিত যে আমরা বাবার কাছে এসেছি কড়ি থেকে হীরে হওয়ার জন্য। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান।

\*বরদান:-\* জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমার সাথে সাথী হয়ে রাতকে দিন বানানো আধ্যাত্মিক জ্ঞান নক্ষত্র ভব যেরকম আকাশের তারা-রা রাতের বেলা প্রকটিত হয়, সেইরকম তোমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান নক্ষত্ররা, ঝলমল করতে থাকা নক্ষত্ররা, ব্রহ্মার রাতে (অজ্ঞানরূপী অন্ধকারে) প্রকটিত হও। আকাশের নক্ষত্ররা রাতকে দিন বানাতে পারে না কিন্তু তোমরা জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমার সাথে সাথী হয়ে রাতকে দিন বানাও। সেগুলি হলো আকাশের তারা আর তোমরা হলে ধরণীর তারা, সেগুলি হলো প্রকৃতির সত্তা আর তোমরা হলে পরমাত্মার দিব্য নক্ষত্র। যেরকম প্রকৃতির তারামন্ডলে অনেক প্রকারের তারা ঝলমল করতে দেখা যায় সেইরকম তোমরা হলে পরমাত্ম তারামন্ডলে ঝলমল করতে থাকা আত্মিক নক্ষত্র।

\*স্নোগান:-\* সেবার চাম্প প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ আশীর্বাদের দ্বারা ঝুলি ভরপুর করা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের আধার হলো ভালোবাসা, অফুরন্ত ভালোবাসা না থাকলে স্মরণ একরস (অবিচল) থাকে না, আর স্মরণ একরস না হলে ভালোবাসাও প্রাপ্ত করা যায় না"

\*প্রশ্নঃ - আত্মার সব থেকে প্রিয় জিনিস কোনটি? তার চিহ্ন কি?

\*উত্তরঃ - আত্মার কাছে এই শরীর হলো সব থেকে প্রিয় জিনিস। শরীরের প্রতি এতো ভালোবাসা যে সে শরীর ছাড়তে চায় না। বাঁচার জন্য অনেক উপায় তৈরী করে। বাবা বলেন বাচ্চারা, এটা তো তমোপ্রধান ছিঃ-ছিঃ শরীর। তোমাদের এখন নতুন শরীর নিতে হবে, সেইজন্য এই পুরানো শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ করো। আমি শরীর এই ভাব যেন না থাকে, এটাই হলো লক্ষ্য।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এখন বাচ্চারা এটা তো জানে যে দৈবী রাজ্যের উদ্ঘাটন হয়ে গেছে। এখন প্রস্তুতি চলছে সেখানে যাওয়ার। যেখানে কোনো শাখা খোলা হয়, তো প্রচেষ্টা থাকে কোনো প্রখ্যাত লোক দ্বারা ওপেনিং করানোর, আর তাকে দেখে নীচু তলার অফিসার্স ইত্যাদি সবাই আসবে। মনে করো, গভর্নর আসলে আবার বড় বড় মিনিষ্টার্স ইত্যাদি আসবে। যদি কালেক্টরকে তোমরা বোলো তবে প্রখ্যাত যারা আসবে না, সেই জন্য প্রচেষ্টা করা হয় কোনো প্রখ্যাত কেউ আসুক। কোনো না কোনো বাহানায় ভিতরে এলে তোমরা ওদের রাস্তা বলো। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার কি ভাবে প্রাপ্ত করা যায়। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া এই কথা আর দ্বিতীয় কেউ নেই জানার মতো। সোজাসুজি এইরকম বোলো না যে - ভগবান এসেছেন। এইরকমও অনেকে বলে - ভগবান এসে গেছেন। কিন্তু না, ঐরকম নিজেকে ভগবান বলার মতো তো অনেকেই এসেছে। তাই এটা বোঝাতে হবে যে পূর্ব-কল্পের মতনই অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, ডামার প্ল্যান অনুসারে। এই সমস্ত লাইন লিখতে হবে। মানুষ সেই লেখাটা পড়লে আসতে চেষ্টা করবে, যাদের ভাগ্যে থাকবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জানা আছে তো যে আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এখানে তো নিশ্চয় (সুদূর বিশ্বাস) বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারাই আসে। নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন যারা, আবার তারাই কোনো সময় সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। মায়া পিছু নেয়। চলতে চলতে পরাজিত হয়। এইরকম তো হয় না যে সর্বদা এক তরফা জিততেই থাকবে, পরাজয় হবেই না। জয় আর পরাজয় দুটিই চলে। যুদ্ধও তিন প্রকার হয়, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস আর থার্ড ক্লাস। কখনো কখনো যারা যুদ্ধ করে না তারাও দেখার জন্য চলে আসে। সেটাও এলাও করা হয়। যদি কিছু রঙ লেগে যায় - আর এই সেনাতে এসে যায় - কারণ দুনিয়ার জানা নেই যে তোমরা হলে মহারথী যোদ্ধা। কিন্তু তোমাদের হাতে হাতিয়ার ইত্যাদি কিছুই নেই। তোমাদের হাতে হাতিয়ার ইত্যাদি শোভনীয়ও নয়। কিন্তু বাবা তো বোঝান - জ্ঞান তলোয়ার, জ্ঞান কাটারী। আর একথা তারা স্থূল রূপে মনে করে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্র দেন, এতে হিংসার কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু এটা বোঝে না। দেবীদের স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। তাদেরও হিংসক করে দিয়েছে। এটা হলো একদম অবোধ ব্যাপার। বাবা ভালো ভাবেই জানেন যে কারা ফুলে পরিণত হবে, সেটা তো বাবা নিজেই বলেন ফুলের সামনে থাকা চাই। সারটেনলি (হঠাৎ করে) এই ফুলে পরিণত হয়, বাবা নাম করেন না। নইলে তো আর সবাই বলবে আমরা কি তবে কাঁটা হবো! বাবা প্রশ্ন করেন নর থেকে নারায়ণ কারা হবে তো সকলে হাত তোলে। এ তো নিজেরাই বোঝে যে বেশী সার্ভিস করে সে বাবাকেও বেশী স্মরণ করে। বাবার প্রতি প্রেম থাকলে স্মরণও তাঁরই হবে। একরস ভাবে তো কেউই স্মরণ করতে পারে না। স্মরণ করতে পারে না তাই ভালোবাসা নেই। ভালোবাসার জিনিসকে তো খুবই স্মরণ করা হয়। বাচ্চারা ভালোবাসার মতো হলে বাবা-মা কোলে তুলে নেয়। ছোট বাচ্চারাও হলো ফুল। বাচ্চারা, যেমন তোমাদের হৃদয় চায় শিববাবার কাছে যেতে, সেরকম ছোট বাচ্চারাও চেষ্টা করে। শীঘ্র ভাবে বাচ্চাকে কোলে বসায়, ভালোবাসে।

এই অসীম জগতের পিতা তো খুবই প্রেমময়। সকলের শুভ মনোকামনা পূরণ করেন। মানুষের কি চাই? এক তো চাই সুরক্ষিত সুস্বাস্থ্য, কখনো যেন রোগ না হয়। সবচেয়ে ভালো এই সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন অথচ পয়সা নেই, তবে সুস্বাস্থ্য কোন্ কাজে এলো। আবার ধন চাই, যাতে সুখ পাওয়া যায়। বাবা বলেন অবশ্যই তোমাদের হেল্থ আর ওয়েল্থ দুটিরই প্রাপ্তি হবে। এটা কোনো নতুন কথা না। এ তো অনেকই পুরানো কথা। তোমরা যখনই মিলিত হবে, এইরকমই বলবে। তবে এটা বলবে না যে লক্ষ বছর হয়েছে অথবা লক্ষ কোটি বছর হলো। না, তোমরা তো জানো এই দুনিয়া নতুন কবে হলো, পুরানো কবে হলো? আমরা এই আত্মারা নতুন দুনিয়ায় যাই আবার পুরানো দুনিয়াতে আসি। তোমাদের নামই রাখা

হয়েছে অলরাউন্ডার। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা হলে অলরাউন্ডারস্। ভূমিকা পালন করতে করতে এখন অনেক জন্মের শেষে পৌঁছেছো। সর্বপ্রথমেই তোমরা ভূমিকা পালন করতে আসো। সেটি হলো সুইট সাইলেন্স হোম। মানুষ শান্তির জন্য কতো হয়রান হয়। এটা বুঝতে পারে না যে আমরা শান্তিধামে ছিলাম, আবার সেখান থেকে এসেছি-ই পাট প্লে করতে। আমাদের এই দুনিয়ার পাট শেষ হলে, আবার আমরা যেখান থেকে এসেছি অবশ্যই সেখানে ফিরে যাবো। সকলেই শান্তিধাম থেকে আসে। সবার বাড়ী হলো সেই ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে সকল আত্মারা থাকে। রুদ্রকেও এতো বড় ডিমের মতো বানায়। ওদের এটা জানা নেই যে আত্মা একদম ছোটো। বলে স্টারের সমান, তবুও পূজো বড় আকারেরই হয়। তোমরা জানো যে এতো ছোটো বিন্দুর তো পূজা হতে পারে না। তবে পূজা কাকে করবে, তাই বড় বানিয়ে আবার পূজা করে, দুধ ঢালে। বাস্তবে তো সেই শিব হলেন অভোক্তা। তবে তাকে কেন দুধ দেওয়া হয়? দুধ পান করলে তো আবার ভোক্তা হয়ে গেল। এটাও এক ওয়ান্ডার। সকলে বলে তিনি আমাদের উত্তরাধিকারী, আমরা ওঁনার উত্তরাধিকারী কারণ আমরা ওঁনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি। বাবা যেমন বাচ্চাদের প্রতি সমর্পিত, সমস্ত প্রপাটি তাদের দিয়ে নিজে স্বয়ং বাণপ্রস্থে চলে যান, এখানেও তোমরা মনে করো বাবার কাছে যতো আমরা জমা করবো সেটা সেফ হয়ে যাবে। মহিমাও আছে কারোর ধন মাটির নীচে চলে যাবে, কারোর ধন রাজা খেয়ে নেবে...। বাচ্চারা, তোমরা জানো কিছুই থাকে না (সবই নশ্বর)। সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এরকমও নয়, মনে করো এরোপ্লেন দুর্ঘটনায়, বিনাশ হলে চারদিকে জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু চোর ইত্যাদি নিজেও শেষ হয়ে যাবে। ঐ সময় চুরি ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে যাবে। নইলে তো এয়ারোপ্লেন দুর্ঘটনা ঘটলে তো প্রথমেই সব জিনিস চোরের হাতে আসে। তখন আবার জঙ্গলেই জিনিস লুকিয়ে ফেলে। সেকেন্ডে কাজ সারে। নানান ভাবে চুরির করে-কেউ রয়্যালটিতে (রাজকীয় ভাবে), কেউ আনরয়্যালটিতে (অতি সাধারণ ভাবে)। তোমরা জানো এই সব বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। তোমাদের কোথাও কিছু খুঁজতে হবে না। তোমরা তো অনেক উঁচু ঘরে জন্ম নাও। পয়সার দরকারই নেই। রাজাদের কখনো পয়সা নেওয়ার খেয়ালই হয় না। দেবতাদের তো একদমই থাকে না। বাবা তোমাদের এতো সব কিছু দিয়ে দেন যে কখনো চুরি-চামারি, ঈর্ষা ইত্যাদির ব্যাপারই নেই। তোমরা একদম ফুল হয়ে ওঠো। কাঁটা আর ফুল তাই না। এখানে সব কাঁটা আর কাঁটা। যারা বিকার ছাড়া থাকতে পারে না তাদের অবশ্যই কাঁটাই বলতে হবে। রাজা থেকে শুরু করে সবাই হলো কাঁটা। তাই তো বাবা বলেন আমি তোমাদের এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো গড়ে তুলছি অর্থাৎ রাজাদেরও রাজা করে তুলছি। এই কাঁটা, ফুলের সামনে গিয়ে মাথা ঝাঁকায়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলো বিচক্ষণ না। বাবা এটাও বুঝিয়েছেন যে সত্যযুগের যারা তাদের মহারাজা আর ত্রেতা যুগের যারা তাদের মহারাজা বলা হয়। বড় মানুষ কে বলা হবে মহারাজা, ছোটো যারা আসবে তাদের রাজা বলা হবে। মহারাজার দরবার প্রথমে হবে। অনেক রকম তো থাকে। আসনও নশ্বর অনুযায়ী প্রাপ্ত হবে। মনে করো যারা না আসার তারা যদি কেউ এসে যায় তাহলেও প্রথমে আসন দেওয়া হয় তাদের। মর্যাদা রাখতে হয়।

তোমরা জানো আমাদের মালা তৈরী হয়। এটাও তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই বুদ্ধিতে আছে আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। রুদ্র মালা তুলে নিয়ে ঘোরাতে থাকে। তোমরাও তো ঘোরাতে। অনেক মন্ত্র জপতে। বাবা বলেন এটাও হলো ভক্তি। এখানে তো একের স্মরণেই থাকা আর বাবা বিশেষ ভাবে বলেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রুপী বাচ্চারা, ভক্তি মার্গে দেহ-অভিমানের কারণে তোমরা সবাই কে স্মরণ করতে, এখন মামেকম স্মরণ করো। এক বাবাকে পেয়েছো তাই উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করলে অনেক খুশী হবে। বাবাকে স্মরণ করলে সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। যতো টাইম কম হতে থাকবে ততোই যথা শীঘ্র সম্ভব স্মরণ করতে থাকবে। দিনে-দিনে ক্রমশঃ চলন অগ্রসর হতে থাকবে। আত্মা কখনো ক্লান্ত হয় না। শরীরের দ্বারা কেউ পাহাড় পর্বতে চড়লে তো ক্লান্ত হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে গেলে তোমাদের কোনো ক্লান্তি আসবে না। খুশিতে থাকবে। বাবাকে স্মরণ করে সামনে এগোতে থাকবে। অর্ধ-কল্প বাচ্চারা পরিশ্রম করেছে-শান্তিধামে যাওয়ার জন্য। এইম অবজেক্টের কিছুই জানা নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো পরিচয় আছে। ভক্তি মার্গে যার জন্য এতো সব কিছু করেছিলে তিনিই বলছেন এখন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা খেয়াল করো বাবা ঠিক বলছেন না কি? তারা তো মনে করে জলের দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাবে। জল তো এখানেও আছে। এই গঙ্গার জল হলো কি? না, এটা তো একত্রিত করা বৃষ্টির জল, ঝর্ণার থেকে আসতেই থাকে, তাকে গঙ্গার জল বলে না। কখনো বন্ধ হয় না - এটাই প্রকৃতি। বৃষ্টি থেমে যায় কিন্তু জল আসতেই থাকে। বৈষ্ণবরা প্রায়শঃই কুয়োর জল পান করে। এক পক্ষ মনে করে এটা হলো পবিত্র, দ্বিতীয় পক্ষ আবার পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গায় স্নান করতে যায়। একে তো অজ্ঞানতাই বলবে। বৃষ্টির জল তো ভালোই হয়। এটাকেও ড্রামার বিস্ময় বলা হয়। প্রকৃতির বিস্ময় ঈশ্বর প্রদত্ত। বীজ কতো ছোটো, তার থেকে কতো বড় বের বৃক্ষ বের হয়। এটাও জানো ধরনী অনুর্বর হয়ে গেলে কোনো শক্তি থাকে না, স্বাদ থাকে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের এখানেই সব অনুভব করান- স্বর্গ কেমন হবে। এখন তো নেই। ড্রামাতে এটাও নির্ধারিত। বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার হয়। সেখানকার ফল ইত্যাদি কতো ভালো মিষ্টি হয়- তোমরা ধ্যানে দেখে এসে শোনাও। আবার এখন যারা

সাক্ষাৎকার করে তারা সেখানে যখন যাবে তখন এই চোখের দ্বারা দেখবে, মুখের দ্বারা খাবে। যারাই সাক্ষাৎকার করে তারা সবাই চোখের দ্বারা দেখবে, তারপর সব নির্ভর করে পুরুষার্থের উপর। যদি পুরুষার্থ না করবে তো কি পদ পাবে? তোমাদের পুরুষার্থ চলছে। তোমরা ঐরকম হবে। এই বিনাশের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে। এটাও এখন বোঝা যায়। পবিত্র হতেই টাইম লাগে। স্মরণের যাত্রাই হলো মুখ্য, দেখা যায়-বোন-ভাই মনে করলেও ঠিক হয় না, এখন আবার বলা হয় ভাই-ভাই মনে করো। বোন-ভাই মনে করলেও দৃষ্টি বদলায় না। ভাই-ভাই দেখলে পরে শরীরই থাকে না। আমরা সবাই হলাম আত্মা, শরীর নই। যা কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে সে তো বিনাশ হয়ে যাবে। এই শরীর ছেড়ে তোমাদের অশরীরী হয়ে যেতে হবে। তোমরা এখানে এসেছোই এটা শিখতে যে আমরা এই শরীর ছেড়ে কি ভাবে যাব। লক্ষ তো আছে। শরীর তো আত্মার খুব প্রিয়। শরীর যেন না যায় তার জন্য আত্মা কতো ব্যবস্থাপনা করে। কখন না আমাদের এই শরীর ছেড়ে যায়। আত্মার এই শরীরের প্রতি খুবই প্রীতি। বাবা বলেন এটা তো হলো পুরোনো শরীর। তোমরাও হলে তমোপ্রধান, তোমাদের আত্মা হলো ঘৃণ্য, তাই দুঃখী-অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাবা বলেন-এখন শরীরের প্রতি যেন প্রেম না থাকে। এটা তো হলো পুরোনো শরীর। এখন তোমাদের নতুন ক্রয় করতে হবে। কোনো দোকান রাখা হয় নি যেখান থেকে ক্রয় করা হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। তখন আবার শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে তোমাদের। পাঁচ তন্ত্রও পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা সব কথা বুঝিয়ে আবার বলেন মন্মনা ভব। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) আমরা হলাম শিববাবার উত্তরাধিকারী, আর উনি হলেন আমাদের উত্তরাধিকারী, এই নিশ্চিততার সাথে বাবার কাছে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হতে হবে। যত বাবার কাছে জমা করবে ততোই সেফ হয়ে যাবে। বলা হয়ে থাকে - কারোর ধন মাটির নীচে চলে যাবে...।

২ ) কাঁটা থেকে ফুল এখনই হতে হবে। একরস স্মরণ আর সার্ভিসের দ্বারা বাবার ভালোবাসার অধিকারী হতে হবে। প্রতিদিন স্মরণের দ্বারা অগ্রসর হতেই থাকতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* নিজের পুরুষার্থের বিধির দ্বারা নিজের প্রগতির অনুভবকারী সফলতার নক্ষত্র ভব যারা নিজের পুরুষার্থের বিধিতে নিজের প্রগতি বা সফলতার অনুভব করে, তারাই হলো সফলতার নক্ষত্র। তাদের সংকল্পে নিজের পুরুষার্থের প্রতিও কখনও “জানিনা হবে কি হবে না, করতে পারবো নাকি করতে পারবো না” - এই অসফলতার অংশমাত্রও থাকবে না। নিজের প্রতি সফলতাকে অধিকারের রূপে অনুভব করবে। তাদের সহজ আর স্বতঃ সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

\*স্লোগানঃ:-\* সুখ স্বরূপ হয়ে সুখ দাও তো পুরুষার্থে আশীর্বাদ অ্যাড হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে সংশোধন করার জন্য অ্যাটেনশন দাও, দৈবী গুণ ধারণ করো, বাবা কখনও কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, শিক্ষা দেন, এতে ভয়ের কিছু নেই"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ স্মৃতিটি থাকলে তারা সময় নষ্ট করবে না?

\*উত্তরঃ - এ হল সঙ্গমের সময়, সর্বোচ্চ লটারী প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা আমাদের হীরে তুল্য দেবতায় পরিণত করছেন। এই কথা স্মরণে থাকলে কখনও সময় নষ্ট করবে না। এই নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম, তাই পড়াশোনা কখনও যেন মিস না হয়। মায়া দেহ-অভিমাণে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমাদের ডাইরেক্ট বাবার সঙ্গে যোগ থাকলে সময় সফল হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই কথা তো জানে যে ইনি হলেন বাবা, তাঁর কাছে ভয়ের কোনও কারণ নেই। ইনি সাধু বা মহাত্মা নন যে কোনো রকম অভিশাপ দেবেন বা অসন্তুষ্ট হবেন। ওই গুরুদের মনে অনেক ক্রোধের ভাবনা থাকে, তাই মানুষ তাদেরকে ভয় পায়, অসন্তুষ্ট হয়ে যাতে কোনও অভিশাপ না দিয়ে দেন। এখানে তো তেমন কোনও কথাই নেই। বাচ্চাদের কখনও ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাবার কাছে ভয় তারা পায় যারা নিজেরা চঞ্চল হয়। দেহের পিতা বা লৌকিক পিতা তো রাগারাগি করেন। এখানে তো বাবা কখনও ক্রোধ করেন না। বরং বোঝান, যদি বাবাকে স্মরণ করবে না তো বিকর্ম বিনাশ হবে না। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য নিজেরই ক্ষতি করবে। বাবা তো বোঝান, ভবিষ্যতে সঠিকভাবে চলার জন্য। এমন নয় যে রাগ করবেন। বাবা তো বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা নিজেকে সংশোধন করার জন্য স্মরণের যাত্রার উপরে অ্যাটেনশন দাও। তার সাথে সাথে চক্রকেও বুদ্ধিতে রাখো, দৈবী গুণ ধারণ করো। স্মরণ হলো মুখ্য। বাকি সৃষ্টি চক্রের নলেজ হলো খুব সিম্পল। ওটা হলো সোর্স অফ ইনকাম। কিন্তু তার সাথে সাথে দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। এই সময় রয়েছে সবার আসুরী গুণ। ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও আসুরী গুণ থাকে কিন্তু তার জন্য তাদের গায়ে হাত তোলা একদমই ঠিক নয় আরও উল্টো শিক্ষা পায়। সেখানে সত্যযুগে কিছু শিখতে হয় না। এখানে তো বাচ্চারা মা-বাবার কাছে শেখে। বাবা গরিবদের কথা বলেন। ধনীদের জন্য হলো এখানেই স্বর্গ। তাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এ হলো পড়াশোনা। টিচার চাই, যিনি শেখাবেন, ভুল শুধরে দেবেন। সুতরাং বাবা গরিবদের কথা বলছেন। কিরূপ অবস্থা হয়েছে। বাচ্চারা কিভাবে খারাপ হয়। মা-বাবাকে সবাই দেখে। তারপরে ছোট বয়সেই সব খারাপ হয়ে যায়। ইনি হলেন আত্মিক পিতা, তিনি বলেন আমিও হলাম দীনের নাথ (গরিব নিবাজ)। আমি বোঝাই দেখো এই দুনিয়ায় মানুষের কি অবস্থা হয়েছে। তমোপ্রধান দুনিয়া হয়েছে। তমোপ্রধান হওয়ার কোনও সীমা আছে তাইনা। ১২৫০ বছর তো হলো কলিযুগের। একদিনও কম বেশি হবে না। দুনিয়া যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয় তখন বাবাকে আসতে হয়। বাবা বলেন আমি ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। আমাকে আসতে ই হয়, শুরুতে কত গরিব এসেছিল। ধনীরাও এসেছিল, এক সঙ্গে বসতো তারা। ধনী ঘরের মেয়েরা কিছু না নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। কত ঝামেলা হয়েছিল। ড্রামাতে যা হওয়ার ছিল, হয়েছিল। কেউ ভাবেনি এমন হবে। বাবা নিজের আশ্চর্য অনুভব করতেন, এইসব কি হচ্ছে। এর হিস্ট্রি খুবই ওয়ান্ডারফুল। এইসবই ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। বাবা সবাইকে বলে দিয়েছিলেন চিঠি নিয়ে এসো - আমরা জ্ঞান অমৃত পান করতে যাচ্ছি। তারপরে তাদের স্বামীরা বিদেশ থেকে ফিরে এলো। তারা বলল বিষ দাও, এরা বলত আমরা জ্ঞান অমৃত পান করেছি, বিষ দেব কিভাবে। এই বিষয়ে একটি গীতও আছে। একেই বলে চরিত্র। শাস্ত্রে যদিও কৃষ্ণের চরিত্র লিখে দিয়েছে। কৃষ্ণের কথা তো হতে পারে না। সুতরাং এইসবই ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নাটকে সবই হয়। হাসি কান্না ইত্যাদি ইত্যাদি.... এ তো দুই বাবাই বলেন আমরা কিছু করিনি। এ তো ড্রামার খেলা চলছে। ছোট ছোট বাচ্চারা এসেছিল। এখন তারা বড় হয়েছে। বাচ্চাদের ওয়ান্ডারফুল নাম সন্দেশ নিয়ে আসেন যে কন্যারা তারা নিয়ে আসে, তার মধ্যে যারা চলে গেল তাদের নাম তো নেই, আবার পুরানো নামই থাকল, তাই ব্রাহ্মণদের মালা হয় না।

তোমাদের কাছে কিছু নেই। প্রথমে মালা জপ করতে তোমরা। এখন তোমরা মালার মুক্তো হও। সেখানে ভক্তি থাকে না, এই সেকেন্ডের জ্ঞান হল বোঝার জন্যে। তাঁকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, সম্পূর্ণ সমুদ্রের জল দিয়ে কালি, সম্পূর্ণ জঙ্গলের কলম তৈরি করলেও পুরো লেখা হবে না, যদিও এই জ্ঞান হল সেকেন্ডের কথা। অল্ফ-কে জানলে তো বে বাদশাহী অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সুতরাং সেই অবস্থা প্রাপ্ত করতে অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র হতে পরিশ্রম লাগে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে নিজের অসীমের পিতাকে স্মরণ করো। এতেই পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। সাধনা করানোর

জন্যে টিচার তো আছেন কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে টিচার-ই বা কি করবেন। টিচার তো পড়াবেন। এমন তো নয় যে ঘুম নিয়ে পাস করাবেন ! এই কথা তো বাচ্চারা বোঝে বাপদাদা এইখানে দুইজনেই একত্রে আছেন। অনেক কন্যাদের চিঠি আসে বাবার নামে। শিববাবা কেয়ার অফ প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাবার কাছে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর, ব্রহ্মাবাবার দ্বারা। ত্রিমূর্তি-তে আছে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করানো হয়। ব্রহ্মাকে ক্রিয়েটার বা সৃষ্টিকর্তা বলা হবে না। অসীমের সৃষ্টি কর্তা তো একমাত্র তিনি-ই শিববাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন অসীম জগতের। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন সুতরাং অনেক প্রজাও থাকবে। সবাই বলে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, শিববাবাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হবে না। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। যেমন বংশের তালিকা হয় তাইনা। এ হল অসীমের বংশ তালিকা। অ্যাডাম ও বিবি, অ্যাডাম ও ইভ কাকে বলা হয়? ব্রহ্মা-সরস্বতীকে বলা হবে। এবার বংশ তালিকা তো বিশাল হয়ে গেল। সম্পূর্ণ ঝাড় বা বৃষ্টি এখন জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আবার নতুন চাই। একেই বলা হয় ভ্যারাইটি ধর্মের বৃষ্টি। বিভিন্ন ফিচার্স আছে, একে অপরের সঙ্গে মিল থাকে না। প্রত্যেকের কার্যকলাপের পার্ট ভিন্ন, একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। এই হল গুহ্য রহস্য। ক্ষুদ্র বুদ্ধিদারী বুঝতে পারে না। খুব মুশকিল কথা। আমরা আত্মারা সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ, এখানে (ব্রুকুটিতে) পাশে এসে বসেন। আত্মা ছোট বড় হয় না। বাপদাদার একত্রে এই পার্ট খুব ওয়ান্ডারফুল। বাবা এই রথটি অনুভবী নিয়েছেন। বাবা নিজে বোঝান এই হল ভাগ্যশালী রথ। এই গৃহ বা রথে আত্মা বিরাজমান আছে। আমরা এমন বাবাকে ভাড়াই নিজের ঘর বা রথ দিলে তোমরা কি বুঝতে পারো ! তাই এনাকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যার মধ্যে বাবা বসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের হীরে তুল্য দেবতায় পরিণত করেন। এইসব কথা আগে কি আর বুঝতে পারতে তোমরা। একেবারেই তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো তাই ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা উচিত, সময় নষ্ট করা উচিত নয়। স্কুলে সময় নষ্ট করলে ফেল হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের বিরাট লটারি প্রদান করেন। কেউ রাজার ঘরে জন্ম নিলে বলা হয় লটারি পেয়েছে তাইনা। কাঙাল থাকলে তাকে কি কখনো লটারি বলা হবে? এ হলো উঁচু লটারি, এতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবা জানেন এ হল মায়ার বক্সিং। ক্ষণে ক্ষণে মায়ী দেহ - অভিমানে নিয়ে আসে। তোমাদের হলো বাবার সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগ। সম্মুখে বসে আছেন তাই এখানে রিফ্রেশ হতে আসো ড্রামা অনুযায়ী। বাবা বলেন আমি তোমাদের বোঝাই সেসব ধারণ করতে হবে। এই জ্ঞানও তোমরা এখন প্রাপ্ত কর। তারপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। অনেক আত্মারা চলে যায় শান্তিধামে। তারপরে অর্ধকল্প পরে ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়। অর্ধকল্প তোমরা বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছ, ভক্তি করেছ। এখন মুখ্য কথা বোঝানো হয়েছে যে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই জ্ঞান হল সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের উপায়), এর দ্বারা তোমরা পদ্মাপদম (লক্ষকোটি গুণ) ভাগ্যশালী হও। স্বর্গের মালিক হও। সেখানে তো সব রকমের সুখ আছে। বাবা মনে করিয়ে দেন স্বর্গে তোমাদের অপার সুখ প্রদান করা হয়েছিল। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে যা সবকিছু তোমরা হারিয়েছ। তোমরা রাবণের দাস হয়েছ। রাম ও রাবণের এই হল ওয়ান্ডারফুল খেলা। এইসব যদিও হবে। অনাদি পূর্ব-নির্দিষ্ট খেলা। স্বর্গে তোমরা চির সুস্থ-চির সম্পন্ন হয়ে থাকো। এখানে মানুষের সুস্থ করার জন্যে কত খরচ করা হয় তাও এক জন্মের জন্যে। তোমাদের অর্ধকল্পের জন্যে এভার হেলদি করতে কি খরচ হয় ! একটা নতুন পয়সাও খরচ হয় না। দেবতারা এভার হেলদি হয়, তাইনা। তোমরা এখানে এসেছ এভার হেলদি হতে। একমাত্র বাবা ব্যতীত এভার হেলদি আর কেউ করতে পারে না। তোমরা এখন সর্ব গুণ সম্পন্ন হচ্ছ। এখন তোমরা সঙ্গমে আছো। বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক করছেন। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে যত ক্ষণ ব্রাহ্মণ হবে না তত ক্ষণ দেবতায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। যত ক্ষণ পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে বাবার পুরুষোত্তম না হচ্ছ ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না।

আচ্ছা, আজ বাবা আত্মিক (রুহানী) ড্রিল করা শেখাচ্ছেন, জ্ঞানও প্রদান করেছেন, বাচ্চাদের সতর্ক করেছেন। গাফিলতি কোরো না, উল্টো কথা বোলো না। শান্তিতে থাকো এবং বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) বিকর্ম বিনাশ করে নিজেকে সংশোধন করার জন্য স্মরণের যাত্রায় পুরোপুরি অ্যাটেনশন দিতে হবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে।

- ২) দেবতা হওয়ার জন্য সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে, গাফিলতি করে নিজের সময় নষ্ট করবে না।
- \*বরদান:-\* জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ খাজানাগুলিকে মহাদানী হয়ে দান করা মাস্টার জ্ঞান সাগর ভব  
যেরকম বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সেইরকম মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে অন্যদেরকে জ্ঞান দান করতে  
থাকো। জ্ঞানের কত শ্রেষ্ঠ খাজানা বাচ্চারা, তোমাদের কাছে রয়েছে। সেইসকল খাজানায় ভরপুর হয়ে,  
স্মরণের অনুভবের দ্বারা অন্যদের সেবা করো। যাকিছু খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে মহাদানী হয়ে তা দান করতে  
থাকো। কেননা এই খাজানা যত দান করবে ততই বৃদ্ধি হতে থাকবে। মহাদানী হওয়া অর্থাৎ কেবল দাতা  
নয়, নিজের খাজানা আরও বৃদ্ধি করা।
- \*স্নোগান:-\* জীবন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে দেহ থেকে ডিট্যাচ (পৃথক) হয়ে বিদেহী হওয়া - এটাই হলো পুরুষার্থের লাস্ট  
স্টেজ।

## মাতেশ্বরী-জীর মধুর মহাবাক্য

“গুপ্ত বেশধারী পরমাত্মার সামনে কন্যা এবং মাতাদের সন্ধ্যাস গ্রহণ”

এখন জগতের মানুষের মধ্যে এই চিন্তা তো হচ্ছে যে এই কন্যা এবং মাতা-রা সন্ধ্যাস কেন নিয়েছে? এটা কোনও হঠযোগ, কর্ম সন্ধ্যাস নয়, তবে একদম সহজযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ সন্ধ্যাস অবশ্যই। পরমাত্মা নিজে এসে আমাদেরকে জীবিত অবস্থাতেই মনের দ্বারা দেহের সাথে দেহের সকল কর্মেন্দ্রিয়ের সন্ধ্যাস করান অর্থাৎ পাঁচ বিকারের সম্পূর্ণ সন্ধ্যাস অবশ্যই করতে হবে। পরমাত্মা এসে বলছেন যে - দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। এখন মায়ার এই গ্রহণ, যেটা অর্ধেক কল্প ধরে লেগে আছে, এর দ্বারা আত্মা একদম কালো (পতিত) হয়ে গেছে, তাকে পুনরায় পবিত্র বানাতে হবে। দেখো, দেবতাদের আত্মা কতো পবিত্র আর চমৎকার, যখন সোল পবিত্র তখন তন-ও (শরীরও) নিরোগী এবং পবিত্র প্রাপ্ত হয়। এখন এই সন্ধ্যাসও তখন হতে পারবে যখন প্রথমে কিছু প্রাপ্তি হবে। গরীব বাচ্চা যখন ধনবানের কোলে যায় (অর্থাৎ দওক নেয়) তো অবশ্যই কিছু দেখে কোলে নেয়, কিন্তু ধনীর বাচ্চা কোনও গরীবের কোলে যাবে না। তো এটা কোনও অনাথ আশ্রম নয়, এখানে বড়-বড় ধনবান, কুলবান মাতা-কন্যারা আসে যাদেরকে তাদের লৌকিক পরিবার-পরিজন এখনও চায় যে তারা বাড়ি ফিরে আসুক, কিন্তু এনারা কী প্রাপ্তি করেছেন যে ওই মায়াবী ধন, পদার্থ অর্থাৎ সর্বংশ সন্ধ্যাস করেছেন। তো অবশ্যই তাদের এখান থেকে বেশী সুখ শান্তি প্রাপ্তি হয়েছে, তাই তো ওই ধন, পদার্থকে ত্যাগ করতে পেরেছে। যেরকম রাজা গোপীচন্দ্র অথবা মীরা রাণী হওয়া সত্ত্বেও রাজসুখের সন্ধ্যাস করেছিলেন। এখানে এ হলো ঈশ্বরীয় অতীন্দ্রিয় অলৌকিক সুখ যার সামনে সেইসকল জাগতিক পদার্থ হল তুচ্ছ, তাদের এটা জানা আছে যে এখানে মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃতবৎ) হয়ে থাকার কারণে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অমরপুরীর বাদশাহী প্রাপ্ত করছি, তাই তো ভবিষ্যত বানানোর পুরুষার্থ করছে। পরমাত্মার সন্তান হওয়া মানে পরমাত্মার কাছে সমর্পিত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সবকিছু তাঁকে অর্পণ করে দেওয়া, তার রিটার্নে পরমাত্মা অবিনাশী পদ প্রদান করেন। তো এই মনোকামনা পরমাত্মাই এসে এই সঙ্গমের সময়ে পূর্ণ করেন কেননা আমরা জানি যে বিনাশ জ্বালাতে তন-মন-ধন সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে, তো কেনই না আমরা পরমাত্মাকে অর্পণ করে সেই সব সফল করবো না! এখন এই রহস্যও বুঝতে হবে যে যখন সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে তাহলে আমি নিয়েই বা কি করবো! আমাদেরকে কোনো সন্ধ্যাসীদের মতো, মন্ডলেশ্বরদের মতো এখানে মহল বানিয়ে বসে থাকলে হবে না, ঈশ্বরার্থে বীজ বপন করলে সেখানে ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য তৈরী হয়ে যাবে, এ হলো গুপ্ত রহস্য। প্রভু তো হলেন দাতা, এক দিলে শ' পাবে। কিন্তু এই জ্ঞানে প্রথমে সহ্য করতে হয়, যত সহ্য করবে ততই অস্তে প্রভাব বের হবে সেইজন্য এখন থেকেই পুরুষার্থ করা শুরু করে দাও। আচ্ছা! ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এমন ট্রাস্টি হও যাতে কোনও জিনিসের প্রতি যেন আসক্তি না থাকে, আমাদের কিছুই নেই, এমন বেগার হয়ে যাও"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্য কি?

\*উত্তরঃ - আমি মারা গেলে দুনিয়া ও আমার কাছে মৃত - এটাই হলো তোমাদের লক্ষ্য। শরীরের প্রতি যেন মোহ না থাকে। এমন বেগার বা ভিক্ষুক হও যে কোনও কিছু যেন স্মরণে না আসে। আত্মা যেন অশরীরী হয়ে যায়। ব্যস্, আমাদের ফিরে যেতে হবে। এমন পুরুষার্থ যারা করে তারা-ই বেগার টু প্রিন্স (ভিত্তারী থেকে রাজপুত্র) হয়। তোমরা বাচ্চারা-ই দরিদ্র থেকে ধনী, ধনী থেকে দরিদ্রে পরিণত হও। যখন তোমরা ধনী হও তখন কেউ দরিদ্র থাকে না।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের প্রশ্ন করেন যে আত্মা শুনছে নাকি শরীর শুনছে? (আত্মা) আত্মা শুনবে নিশ্চয়ই শরীরের দ্বারা। বাচ্চারা লেখেও এমন যে, অমুকের আত্মা বাপদাদাকে স্মরণ করে। অমুকের আত্মা আজ অমুক স্থানে গেছে। এইরকম এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, আমরা আত্মা কারণ বাচ্চাদের আত্মা-অভিমানী হতে হবে। যেখানেই দেখো, তোমরা জানো আত্মা ও শরীর আছে আর এঁনার মধ্যে দুটি আত্মা আছে। একটিকে আত্মা অন্যটিকে পরমাত্মা বলা হয়। পরমাত্মা নিজেই বলেন আমি এই শরীরে, যার মধ্যে ব্রহ্মার আত্মাও প্রবিষ্ট থাকে, আমি প্রবেশ করি। শরীর ছাড়া তো আত্মা থাকতে পারে না। এবারে বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করলে বাবাকে স্মরণ করবে এবং পবিত্র শান্তিধামে ফিরে যাবে আর তারপরে যত দৈবী গুণ ধারণ করবে ও করাবে, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে অন্যদের তৈরি করবে তত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এই কথা কেউ না বুঝতে পারলে জিজ্ঞাসা করো। এই কথা তো নিশ্চিত যে আমি হলাম আত্মা, বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলেন যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে। অন্যদের বলবেন না। বাচ্চারাই তাঁর কাছে প্রিয়। বাবার কাছে প্রতিটি বাচ্চা-ই হলো প্রিয়। অন্যদের যদিও ভালোবাসবে কিন্তু বুদ্ধিতে কথাটা থাকেই - যে আমাদের বাচ্চা নয়। আমি বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলি কারণ বাচ্চাদেরই পড়াতে হবে। বাকি অন্যদের পড়ানো তোমাদের কাজ। কেউ তো চট করে বুঝে যায়, কেউ একটুখানি বুঝে ফিরে যায়। তারপরে যখন দেখবে এখানে তো অনেক বুদ্ধি হচ্ছে তখন আসবে, দেখি গিয়ে তাহলে। তোমরা এই কথা বোঝাবে যে বাবা সকল আত্মাদের বা বাচ্চাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো। সব আত্মাদের বাবা-ই পবিত্র করেন। তিনি বলেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। একমাত্র আমাকেই অব্যভিচারী স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পতিত-পাবন হলাম একমাত্র আমি। আমার স্মরণ দ্বারা-ই আত্মা পবিত্র হবে। তাই বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। বাবা-ই পতিত রাজ্যকে পবিত্র রাজ্যে পরিণত করেন, উদ্ধার করেন। কোথায় নিয়ে যান? শান্তিধামে তারপরে সুখধাম।

মুখ্য কথা হলো পবিত্র হওয়ার। ৮৪-র চক্র বোঝানোও সহজ। চিত্র দেখলেই নিশ্চয় হয় তাই বাবা সর্বদা বলেন মিউজিয়াম খোলো - আড়ম্বর করে। কারণ মানুষকে সেই আড়ম্বর আকৃষ্ট করবে। অনেকে আসবে, তোমরা এই কথাই শোনাবে যে আমরা বাবার শ্রীমং অনুসারে এইরূপ তৈরি হচ্ছি। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো এবং দৈবী গুণ ধারণ করো। ব্যাজ তো অবশ্যই সঙ্গে থাকা উচিত। তোমরা জানো আমরা বেগার টু প্রিন্স হবো। প্রথমে তো কৃষ্ণে পরিণত হবে তাইনা। যতক্ষণ না কৃষ্ণ হচ্ছে ততক্ষণ নারায়ণ হতে পারবে না। শিশু থেকে বয়স্ক হলে নারায়ণ নামটি প্রাপ্ত করবে। সুতরাং এতে দুটি চিত্র আছে। তোমরা এই রূপ ধারণ করো। এখন তোমরা সবাই বেগার হয়ে আছো। এই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাও হলো বেগার্স, এদের কাছে কিছুই নেই। বেগার অর্থাৎ যার কাছে কিছু নেই। কাউকে বেগার বলা হবে না। এই বাবা হলেন সবচেয়ে বড় বেগার। এইখানে সম্পূর্ণ বেগার হতে হয়। ঘর গৃহস্থ থেকে আসক্তি মেটাতে হয়। তোমরা ড্রামা অনুযায়ী আসক্তি মিটিয়েছো। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি তারা জানে, আমাদের সর্বস্ব বাবাকে অর্পণ করা হয়েছে। বলাও হয় তাইনা - হে ভগবান, তোমার দেওয়া সবকিছুই হলো তোমার, আমাদের নয়। ওটা হলো ভক্তিমাৰ্গ। সেই সময় তো বাবা দূরে ছিলেন। এখন বাবা কাছে রয়েছেন। তাঁর সামনে তাঁর আপন হতে হয়।

তোমরা বলো বাবা। বাবার শরীর দেখবে না। বুদ্ধি যায় উপরের দিকে। যদিও এ হলো লোনে নেওয়া শরীর কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা শিববাবার সঙ্গে কথা বলি। এটা তো ভাড়া নেওয়া রথ। শিববাবার নয়। এটা তো

নিশ্চিত যে ধনী ব্যক্তির কাছে ভাড়াও বেশি প্রাপ্ত হবে। বাড়ির মালিক দেখবে - রাজা যদি বাড়ি নিতে চায় তবে ভাড়াটি এক হাজারের বদলে হবে চার হাজার, কারণ রাজা কত ধনী সে তো বাড়িওয়ালা জানবে। রাজা কখনও বলবে না ভাড়াটা বেশি। না, তারা ধনের চিন্তা করে না। তারা নিজেরা কারো সঙ্গে কথা বলে না। প্রাইভেট সেক্রেটারি কথা বলে। আজকাল তো ঘুম ছাড়া কথা হয় না। বাবার অনেক অনুভব রয়েছে। তারা খুব রয়্যাল। কোনও জিনিস পছন্দ হলো তো ব্যস, সেক্রেটারিকে বলবে নির্ণয় করে নিয়ে এসো। সব মালপত্র খুলে সাজিয়ে রাখা হবে। মহারাজা-মহারানী দু'জনে আসবে, যে জিনিসটি পছন্দ হবে চোখের ইঙ্গিত করবে। সেক্রেটারি কথা বলে, কেনাবেচা-র মধ্যস্থানে নিজের ভাগটিও নিয়ে নেবে। কোনো কোনো রাজার অর্থ ধন সঙ্গেই থাকে, সেক্রেটারিকে বলবে এদের পয়সা দিয়ে দাও। বাবা তো সবার কানেকশনে এসেছেন। জানেন তাদের অ্যাক্ট কিরকম চলে। যেমন রাজাদের কাছে মুন্সী থাকে (হিসাব পত্র দেখাশোনা করার) তেমন এখানেও শিববাবার মুন্সী রয়েছেন। তিনি হলেন ট্রাস্টি। ব্রহ্মাবাবার এইসবে কোনও মোহ নেই, নিজের টাকা পয়সার প্রতি কোনও মোহ রাখেননি, সবকিছু শিববাবাকে অর্পণ করেছেন তাহলে শিববাবার ধনের প্রতি মোহ থাকবে কিভাবে। ইনি হলেন ট্রাস্টি। যার কাছে ধন থাকে, আজকাল সরকার তাদের কত চেকিং করে। বিদেশ থেকে এলে বিশেষ চেকিং করা হয়।

এখন তোমরা জানো কিভাবে বেগার হতে হবে। কিছু যেন স্মরণে না আসে। আত্মা যেন অশরীরী হয়ে যায়। নিজের শরীরকেও যেন আপন না ভাবে। আমার বলে যেন কিছুই না থাকে। বাবা বোঝান, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো বেগার কিভাবে হতে হয়। শরীরের প্রতি যেন মমত্ব না থাকে। আমি মরলে দুনিয়াও আমার কাছে মৃত। এটাই হল লক্ষ্য। তোমরা বুঝতে পারো বাবা ঠিক কথাই বলছেন। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। শিববাবাকে তোমরা যা কিছু দাও, তার রিটার্নে পরের জন্মে ফল প্রাপ্ত করো তাই বলা হয় এইসব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করা হল। পূর্ব জন্মে এমন ভালো কর্ম করা হয়েছে, যার ফল বর্তমানে প্রাপ্ত হচ্ছে। শিববাবা কারোর কিছু রাখেন না। বড় বড় রাজা, জমিদারদেরকে অনেক কিছু উপহার দেওয়া হয়। তারপরে কেউ নেয়, কেউ নেয় না। সেখানে তো তোমরা কিছুই দান-পুণ্য করো না, কারণ সেখানে সবার কাছে অনেক ধন থাকে। কাকে দান করবে। কেউ গরিব নয় সেখানে। তোমরাই দরিদ্র থেকে ধনী এবং ধনী থেকে দরিদ্র হও। বলা হয় না যে সুস্থ করো, কৃপা করো, ইত্যাদি ইত্যাদি। আগে শুরুতে শিববাবার কাছেও চাইত। তারপরে ব্যভিচারী হয়ে সবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বলে আমাদের ঝুলি ভরে দাও। কতখানি পাথর বুদ্ধি হয়েছে। বলাও হয় পাথর বুদ্ধি থেকে স্পর্শ বুদ্ধি করেন। অতএব বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞাসা করতে হলে গোপী বল্লভের গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো। কারোর লাভ হলে অনেক খুশী হয়। তাই বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত। তোমাদের হান্ড্রেট পারসেন্ট খুশী ছিল যা ধীরে ধীরে কম হয়েছে। এখন তো আর কিছুই নেই। প্রথমে ছিল অসীমিত বাদশাহী। তারপরে হয় সীমিত রাজত্ব, অল্পকালের জন্য। এখন বিড়লার কাছে অগাধ সম্পত্তি আছে। মন্দির বানায়, তাতে কিছু প্রাপ্তি হয় না। গরিবদের খোড়াই কিছু দান করে। মন্দির তৈরি করেছে, যেখানে মানুষ মাথা নোয়াতে আসবে। হ্যাঁ, যদি গরিবদের দান করা হয় তবে তার রিটার্নে ফল প্রাপ্ত হতে পারে। ধর্মশালা তৈরি করলে অনেক মানুষ বিশ্রাম করে ফলে পরের জন্মে অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। কোনো হাসপাতাল বানালেও অল্পকালের সুখ প্রাপ্তি হয় এক জন্মের জন্য। অতএব অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন, এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। তোমাদেরও অনেক মহিমা কারণ তোমরা পুরুষোত্তম হও। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের-ই ভগবান এসে পড়ান। তিনি-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। এই সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজরূপ হলেন তিনি। সম্পূর্ণ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে উনি তোমাদের কি পড়ান! বলা, তোমরা কি ভুলে গেছ - গীতায় ভগবানুবাচ আছে না, আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। এই কথার অর্থ তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের পূজা করে তাই বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন তাইনা। স্বর্গের দেবতাদের দ্বাপর-কলিযুগে সবাই পূজা অর্চনা করে। এইসব কথা তোমরা এখন বুঝেছো। ভক্তরা কি কিছু বুঝতে পারে নাকি। তারা তো শুধু শাস্ত্রের কাহিনী পড়ে ও শোনে। বাবা বলেন - তোমরা যে গীতা অর্ধকল্প ধরে পড়ছো শুনছো, তা দিয়ে কি প্রাপ্তি হয়েছে? পেট তো ভরেনি। এখন তোমাদের পেট ভরছে (জ্ঞান রূপী ভোজন দ্বারা আত্মা ভরছে)। তোমরা জানো এই পার্ট একবারই প্লে হয়। স্বয়ং ভগবান বলেন আমি এই দেহে প্রবেশ করি। বাবা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বলেন অর্থাৎ নিশ্চয়ই প্রবেশ করেছেন। উপরে বসে ডাইরেকশন দেবেন নাকি! বলেন আমি সম্মুখে আসি। এখন তোমরা শুনছো। এই ব্রহ্মাও কিছুই জানতেন না। এখন জানেন। যদিও গঙ্গা নদী পবিত্র করে না, এইসব হল জ্ঞানের কথা। তোমরা জানো বাবা সম্মুখে বসে আছেন, তোমাদের বুদ্ধি এখন উপরে যাবে না, এই হল শিববাবার রথ, এনাকে (ব্রহ্মাকে) বাবা বুট-ও বলেন, ছোট বাচ্চাও (ডিবি) বলেন। এই বাচ্চা তিনি হীরা সম আছেন। কতখানি ফাস্টক্লাস জিনিস তাইনা। এনাকে তো সোনার বাচ্চা রাখা উচিত। গোল্ডেন

এজেড বাস্তব তৈরি করেন। বাবা বলেন - ময়লা কাপড় ধোবার ঘরে গেলেই ময়লা ছুঃ । ছুঃ মন্ত্রও বলা হয়। যে মন্ত্রের দ্বারা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাই তাঁকে জাদুকরও বলা হয়। সেকেন্ডে নিশ্চয় হয় - আমরা এই রকম হবো। এইসব কথা তোমরা এখন প্রাক্টিক্যাল শুনছো। প্রথমে যখন সত্য নারায়ণের কাহিনী শুনে তখন কি কিছু বুঝেছিলে? সেই কাহিনী শোনার সময় বিদেশ, স্টিমার ইত্যাদি স্মরণে থাকত। সত্য নারায়ণের কাহিনী শুনে তারপরে যাত্রায় প্রস্থান করা হতো। তারা তো আবার ফিরেও আসতো। বাবা তো বলেন তোমাদের আবার এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় ফিরে আসতে হবে না। ভারত হলো অমর লোক, স্বর্গ ছিল দেবী-দেবতাদের রাজ্য। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক কিনা। তাঁদের রাজত্বে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ছিল। দুনিয়াও তাই চায় - বিশ্বে শান্তি হোক, সবাই মিলে মিশে একাকার হয়ে যাক। এবারে এতগুলি ধর্ম সব মিলে একাকার হবে কিভাবে! প্রত্যেকের ধর্ম আলাদা, ফিচার্স আলাদা সবাই এক হবে কিভাবে! ঐ হল শান্তিধাম, সুখধাম। সেখানে এক ধর্ম, এক রাজ্য হয়। দ্বিতীয় কোনও ধর্ম থাকে না যে বিরোধ হবে। তাকেই বলা হয় বিশ্বের শান্তি। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই কথাও জানো যে সব বাচ্চারা এক রকম পড়া করেনা। নম্বর অনুযায়ী তো হয়। এও তো রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে। বাচ্চাদের কত বুদ্ধিমান করা হয়।

এ হল ঐশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। ভক্তরা বুঝতে পারে না। অনেক বার শুনেছে - ভগবানুবাচ কারণ গীতা-ই হলো ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র। গীতার অপরম-অপার মহিমা রয়েছে । সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো ভাগবত গীতা। শিরোমণি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পতিত-পাবন সদগতি দাতা হলেন একমাত্র ভগবান, তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা। ভারতবাসী অর্থ বোঝেনি। না বুঝে শুধু বলে দিয়েছে ভাই-ভাই। এখন তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন আমরা হলাম ভাই-ভাই। আমরা শান্তি ধামের নিবাসী। এখানে পাট প্লে করতে করতে আমরা বাবাকে ভুলে যাই, ফলে শান্তিধামও ভুলে যাই। শিববাবা যিনি স্বয়ং এসে ভারতকে সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজত্ব দেন, তাঁকেই সবাই ভুলে যায়। এইসব রহস্য বাবা নিজেই বুঝিয়ে দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্য এই স্মৃতি যেন থাকে এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন ভগবান আমাদের পড়ান, যার দ্বারা আমরা রাজার রাজা হবো। বর্তমান সময়েই আমাদের ড্রামার আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান রয়েছে ।

২ ) এখন ঘরে ফিরতে হবে তাই এই শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ বেগার হতে হবে। শরীর ভুলে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* সদা সন্তুষ্ট থেকে নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতির দ্বারা সন্তুষ্টতার অনুভূতি করানো সন্তুষ্টমণি ভব ব্রাহ্মণ কুলে বিশেষ আত্মা হলো তারা, যারা সদা সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের দ্বারা নিজেও সন্তুষ্ট থাকে আর নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি আর কৃতির দ্বারা অন্যদেরকেও সন্তুষ্টতার অনুভূতি করায়। তারাই হলো সন্তুষ্টমণি যারা সদা সংকল্প, বাণী, সংগঠনের সম্বন্ধ-সম্পর্ক বা কর্মে বাপদাদার দ্বারা নিজের উপরে সন্তুষ্টতার গোল্ডেন পুষ্পের বর্ষণ অনুভব করে। এইরকম সন্তুষ্টমণিরাই বাপদাদার গলার হার হয়, রাজ্য অধিকারী হয় আর ভক্তদের জপমালা হয়ে ওঠে।

\*স্নোগানঃ:-\* নেগেটিভ আর ওয়েস্টকে সমাপ্ত করে পরিশ্রম মুক্ত হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রায় থাকলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে, কেননা স্মরণই হলো তলোয়ারের ধার, এখানে নিজেকে প্রতারণিত করো না"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য বাবা কোন্ রাস্তা বলে দেন?

\*উত্তরঃ - বাচ্চারা, সততার সাথে নিজের চার্ট রাখো। চার্ট রাখলেই ক্যারেক্টার সংশোধন হবে। দেখতে হবে সারাদিনে আমার স্বভাব কেমন ছিল? কাউকে দুঃখ দিইনি তো? অনাবশ্যক কথা বলিনি তো? আত্মা মনে করে কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করেছে? কতজনকে নিজের সমান করে তুলেছি? এইভাবে যারা চার্ট রাখা তাদের চরিত্র সংশোধন হতে থাকে। যা করবে তাই পাবে, না করলে অনুতপ্ত হবে।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, কেননা উনি এখন সম্মুখে এসেছেন। এমনটা বলা যাবে না যে, সব বাচ্চাই নিজের স্বধর্মে থেকে বাবাকে স্মরণ করে। বুদ্ধি এদিক-ওদিকে অবশ্যই চলে যায়। সেটা প্রত্যেকেই নিজেরা বুঝতে পারে। প্রধান বিষয় হলো সতোপ্রধান হওয়া। সেটা তো স্মরণের যাত্রা ছাড়া হওয়া যাবে না। যদিও বাবা অমৃতবেলায় উঠে যোগে বসে বাচ্চাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। নস্বরনুসারে বাচ্চারা আকৃষ্ট হয়। স্মরণের দ্বারা শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকে। দুনিয়াকেও ভুলে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো- সারাদিনে কি করে? ওটা তো হলো ভোর বেলায় ঘন্টা, আধা ঘন্টার জন্য স্মরণের যাত্রা, যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে, আয়ু বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সারাদিনে কতটা সময় স্মরণে থাকে? কতখানি স্বদর্শন চক্রধারী হয়? এমন নয় যে, বাবা তো সবকিছু জানেন। নিজের অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমি সারাদিন কি করেছি? এখন তোমরা বাচ্চারা চার্ট লিখছো। কেউ ঠিক লেখে, কেউ ভুল লেখে। ভাবে আমরা তো শিববাবার সাথেই ছিলাম, শিববাবাকেই স্মরণ করছিলাম কিন্তু সত্যিই কি স্মরণে ছিলাম?

সম্পূর্ণ সাইলেন্সে থাকলে এই দুনিয়াকেও ভুলে যায়। নিজেকে ঠিকানো উচিত নয় যে, আমি তো শিববাবার স্মরণেই ছিলাম। দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাওয়া উচিত। শিববাবা প্রচেষ্টা করে আমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে সাহায্য করেন। বাবা বোঝান নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাও তো চেষ্টা করেন। সব আত্মারা বাবাকে স্মরণ করুক আর যেন কেউ স্মরণে না আসে। কিন্তু সত্যিই স্মরণে আসে বা আসেনা সেটা তো স্বয়ং চার্ট তৈরি করতে হবে। কতটা আমি বাবাকে স্মরণ করি? যেমন দয়িত-দয়িতার দৃষ্টান্ত আছে। এই দয়িত-দয়িতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওটা লৌকিক, আর এ হলো আত্মিক। দেখতে হবে - আমরা কতটা সময় দৈবীগুণে থেকেছি! কতটা সময় বাবার সেবায় থেকেছি? তারপর অন্যদেরও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আত্মার উপরে যে খাদ জমেছে তা স্মরণ ছাড়া মিটেবে না। ভক্তি মার্গে অনেককেই স্মরণ করো তোমরা, এখানে একজনকেই স্মরণ করতে হবে। আমরা আত্মারা ছোট বিন্দু। সুতরাং বাবাও অনেক ছোট সূক্ষ্ম এক বিন্দু স্বরূপ, কিন্তু অগাধ নলেজ। শ্রী লক্ষ্মী বা নারায়ণ হওয়া, বিশ্বের মালিক হওয়া এ কোনও মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। বাবা বলেন নিজেকে মিয়া-মিঠু (অতি চালাক, সবজান্টা) মনে করে ঠিকিও না। নিজের অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করো - সারাদিন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে কতটুকু স্মরণ করেছি যাতে খাদে বা জং দূর হয়ে যায়? কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছি? এই চার্ট প্রত্যেককে নিজের নিজের রাখতে হবে। যে করবে সেই পাবে, না করলে অনুতপ্ত হবে। দেখতে হবে সারাদিনে আমার স্বভাব কেমন ছিল? কাউকে দুঃখ দিইনি তো বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলিনি তো? চার্ট রাখলেই স্বভাব পরিবর্তন হবে। বাবা তো পথ বলেই দিয়েছেন।

দয়িত-দয়িতা একে অপরকে স্মরণ করে, স্মরণ করা মাত্রই সামনে এসে উপস্থিত হয়। দু'জন যদি ফিমেলও তাও সাক্ষাৎকার হতে পারে, দু'জনেই যদি পুরুষও হয় তাও সাক্ষাৎকার হতে পারে। কিছু বন্ধু তাদের ভাইদের থেকেও আপন হয়। তাদের মধ্যে এতো ভালোবাসা তৈরি হয় যা নিজের ভাইদের প্রতিও থাকে না। একে অপরকে ভালোবাসার সাথে তুলে ধরে। বাবা তো অনুভাবী তাইনা, সুতরাং বাবা অমৃতবেলায় বেশি টানতে থাকেন। চুষক তিনি, এভার পিওর, তাই আকৃষ্ট করেন। বাবা তো অসীম জগতের তাইনা, তিনি জানেন বাচ্চারা তাঁর কতটা প্রিয়। সুতরাং তিনি অমৃতবেলায় তোমাদের টেনে তোলেন। এই স্মরণের যাত্রা অতি আবশ্যিক। যেখানেই যাও, বেড়াতে যাও, উঠতে বসতে, খেতে জাগতে স্মরণ করতে পারো। দয়িত-দয়িতা সর্বত্রই স্মরণ করে তাইনা। এটাও তাই। বাবাকে স্মরণ তো করতেই হবে নয়তো বিকর্ম কিভাবে বিনাশ হবে। অন্য কোনও উপায় নেই। এ হলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। তলোয়ারের ধারের উপরে চলতে

হবে। স্মরণই হলো তলোয়ারের সেই ধার। তোমরা তো বারে বারেই বলতে থাকো যে স্মরণ ভুলে যাই। তলোয়ার কেন বলা হয়? কারণ এর দ্বারাই পাপ কেটে যাবে। তোমরা পবিত্র হবে। এটা খুব সংবেদনশীল। যেমন ওরা (লৌকিকে) আগুনের উপরে দিয়ে হাঁটে, আর তোমাদের বুদ্ধি যুক্ত হয়ে যায় বাবার সাথে। বাবা এখানে এসেছেন, আমাদের উত্তরাধিকারী করে তুলতে। তিনি উপরে নেই, এখানে এসেছেন। তিনি বলেন সাধারণ শরীরে আসি। তোমরা জানো বাবা উপর (পরমধাম) থেকে নীচে নেমে আসেন। চৈতন্য হীরে এই উপযুক্ত পাত্র বসে আছেন। শুধুমাত্র এতে খুশি হলে হবেনা যে, আমরা বাবার সাথে বসে আছি। বাবা এটা জানেন তাই তোমাদের টেনে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ তো আধা, পৌনে ঘন্টার জন্য। বাকি সারাদিন ব্যর্থ সময় নষ্ট করলে তাতে লাভ কি হবে। বাচ্চাদের নিজের চার্ট সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এমনটা নয়, আমি তো ভালো ভাষণ দিতে পারি, চার্ট রাখার আমার কিই বা প্রয়োজন আছে। এই ভুল করা উচিত নয়। মহারথীদেরও চার্ট রাখা উচিত। মহারথী অনেক সংখ্যক নেই, গোনাগুনতি কিছু আছে। অনেকেরই নাম-রূপ ইত্যাদিতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ্য অনেক উচ্চ। বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে দেন, যাতে স্টুডেন্ট এমনটা না ভাবে যে বাবা অমুক পয়েন্টস বোঝাননি। এটাই হলো প্রধান বিষয় - স্মরণ আর সৃষ্টি চক্রের নলেজ। এই সৃষ্টি চক্রের ৮৪ জন্মকে তো কেউ জানেনা - তোমরা বাচ্চারা ছাড়া। বৈরাগ্যও তোমাদের আসবে। তোমরা জানো যে এই মৃত্যুলোকে এখন আর দীর্ঘদিন থাকা যায় না। চলে যাওয়ার আগে পবিত্র হতে হবে। দৈবীগুণও অবশ্যই প্রয়োজন। নম্বরনুসারে তোমরা মালায় গাঁথা হবে, তারপর নম্বরনুসারে রাজধানীতে আসতে হবে। তারপর নম্বরনুসারেই তোমরা পূজিত হয়ে থাক। অনেক দেবতাদের পূজা করা হয়, কত কত নাম রাখা হয়। চন্ডিকা দেবীরও মেলা হয়। যে রেজিস্টার রাখে না, সে সংশোধিত হয় না। সুতরাং বলা হয় এ তো চন্ডিকা। শোনেও না, মানেও না। এ হলো অসীম জগতের বিষয়। পুরুষার্থ না করলে বাবাও বলবেন এ তো বাবাকেও মানেনা। পদাধিকার কম হয়ে যাবে, তাই বাবা বলেন নিজের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে। বাবা অমৃতবেলায় এসে কত চেষ্টা করেন স্মরণের যাত্রার জন্য। লক্ষ্য অনেক উচ্চ। নলেজকে তো সস্তা সাবজেক্ট বলা হবে। ৮৪ চক্র স্মরণ করা অনেক বড়ো বিষয় নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা, যাতে অনেকেই বিফল হয়। এটাই তোমাদের যুদ্ধ। তোমরা স্মরণ করতে বসো কিন্তু মায়া এসে ফেলে দেয়। নলেজে যুদ্ধের কোনও প্রশ্নই নেই। নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। এখানে পবিত্র হতে হয়, সেইজন্যই বাবাকে আহ্বান করে বলে পতিত থেকে পাবন করে তোল। এমন নয় যে এসে পড়াও। বলবে তুমি এসে পবিত্র করে তোল। সুতরাং এইসব পয়েন্টস বুদ্ধিতে রাখা উচিত। সম্পূর্ণ রাজযোগী হতে হবে।

নলেজ তো খুবই সহজ। শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয়। বাচনভঙ্গিও মিষ্টি হওয়া উচিত। তোমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। সেটাও তোমরা তোমাদের কর্মানুসারে বলবে। শুরু থেকেই ভক্তি করেছো সুতরাং ভালো কর্মই করেছো সুতরাং শিববাবাও বসে ভালো করে বোঝান। যত বেশি ভক্তি করেছো, শিববাবাও তত বেশী সন্তুষ্ট হয়েছেন সুতরাং তোমরাও দ্রুত জ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারবে। মহারথীদের বুদ্ধিতে এইসব পয়েন্টস ধারণা হবে। যদি তোমরা লিখে রাখো তবে ভালো পয়েন্টগুলোকে আলাদা করে রাখতে পারবে। পয়েন্টসের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। বাবা সবসময় বলেন ভাষণ দেওয়ার আগে লেখো, তারপর বিচার করো। এইভাবে পরিশ্রম কেউ করেনা। সব পয়েন্টস কারো স্মরণে থাকে না। ব্যারিস্টারও পয়েন্টস নোট করে রাখে ডায়রিতে। তোমাদের তো খুবই প্রয়োজন। বিষয় লিখে তারপর পড়া উচিত। সংশোধন করা উচিত। এইটুকু পরিশ্রম না করলে জাম্প দিতে অসফল হবে। তোমাদের বুদ্ধিযোগ এদিক ওদিক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। খুব অল্প সংখ্যক আছে যারা সহজ ভাবে চলে। সার্ভিস ছাড়া তাদের বুদ্ধিতে আর কিছুই থাকে না। মালায় আসতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। বাবা তোমাদের উপদেশ দেন এবং সেটা তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। যে স্মরণ করেনা সে নিজেও সেটা জানে। যদিও তোমরা তোমাদের ব্যবসা, কাজকর্ম ইত্যাদি করে থাকো কিন্তু ডায়রি তো সবসময়ই পকেটে রাখা উচিত নোট করার জন্য। আলস্য করবে, নিজেকে চালাক মনে করবে, মায়াও কিছু কম নয়, চড় কষাতে থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া কোনও মাসি বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। বড় রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে, কোটিতে কেউ-কেউ আসবে। বাবাও (ব্রহ্মা বাবা) অমৃতবেলায় দুটোর সময় উঠে লিখতেন তারপর পড়াতেন। পয়েন্টস ভুলে গেলে আবারও বসে দেখতেন - তোমাদের বোঝানোর জন্য। সুতরাং বোঝা যেত এখনও পর্যন্ত স্মরণের যাত্রা কতদূর হয়েছে। কর্মজীবিত অবস্থা কতখানি হয়েছে। অনাবশ্যক কারও প্রশংসা করা উচিত নয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়, কর্মভোগের কষ্টও আছে। বাবাকে তোমাদের স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা, এটাই জানবে যে মুরলী ব্রহ্মা বাবা নয়, শিববাবা বলছেন। বাচ্চাদেরকে সবসময় বোঝান যে শিববাবাই তোমাদের মুরলী শোনান, কখনও কখনও মাঝে মাঝে এই ব্রহ্মা বাবাও কিছু কিছু কথা বলেন। বাবা তো একেবারে অ্যাকিউরেটই বলবেন। এনাকে (ব্রহ্মা বাবা) তো সারাদিন অনেক খেয়াল রাখতে হয়। অনেক বাচ্চার রেস্পন্সিবিলিটি রয়েছে। বাচ্চারা নাম-রূপের ফাঁদে পড়ে নৈতিক অনিষ্ট করে ফেলে। বাবাকে অনেক বাচ্চাদের খেয়াল রাখতে হয়- বাচ্চাদের জন্য মহল বানাতে হবে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও

সবটাই ড্রামা । বাবারও ড্রামা, ব্রহ্মা বাবারও ড্রামা, তোমাদেরও ড্রামা । ড্রামা ছাড়া কোনো জিনিস হতেই পারে না । প্রতিটি সেকেন্ডে ড্রামা চলতে থাকে । ড্রামাকে স্মরণ করতে গিয়ে তোমরা অস্থির হবে না । অচল, অটল, দৃঢ় থাকবে । অনেক তুফান (মায়ার) আসবে । কিছু বাচ্চা আছে যারা সত্যি বলে না । স্বপ্নও অনেক আসবে মায়ারূপে । প্রথমে যাদের আসতো না তাদেরও আসবে । বাবা বুঝতে পারেন, বাচ্চাদের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য স্মরণের পরিশ্রম করতে হয় । কেউ কেউ পুরুষার্থ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । লক্ষ্য অনেক উঁচু । তোমাদের ২১ প্রজন্মকে বিশ্বের মালিক করে তোলেন, সুতরাং পরিশ্রম তো করতেই হবে তাইনা । লাভলি বাবাকে স্মরণ করতে হবে । অন্তরে থাকে বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন । এমন বাবাকে তো প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ করা উচিত । সবচেয়ে প্রিয় হলেন বাবা । এই বাবা তো কামাল করে দেন, বিশ্বের নলেজ প্রদান করেন । বাবা, বাবা, বাবা বলে অন্তর্মনে মহিমা করা উচিত । যে স্মরণ করবে, তার প্রতি বাবারও আকর্ষণ থাকবে । এখানে আসেই বাবার কাছে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য । সুতরাং বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, ফাঁকিবাজি কোরো না । বাবা দেখেন সবাই সেন্টার থেকে এখানে আসে । বাবা বলেন আমি ওদের দেখি, জিজ্ঞাসা করি কতটা খুশি অনুভব করতে পেরেছো? বাবা তো বাচ্চাদের কথা ভাবেন, তাইনা ! মুখ দেখেন বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা আছে? বাবার সামনে আসে সুতরাং বাবাও আকৃষ্ট করেন । এখানে বসে বসে সব ভুলে যায় । বাবা ছাড়া আর কিছুই নেই । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতেই হবে । এই স্থিতি বড় মিষ্টি আর অলৌকিক । বাবার স্মরণে এসে বসলে দুচোখ জলে ভরে যায় । ভক্তি মার্গেও অশ্রুসজল হয় । কিন্তু ভক্তি মার্গ আলাদা, জ্ঞান মার্গ আলাদা । এ হলো প্রকৃত (সত্য) বাবার সাথে প্রকৃত প্রেম । এই বিষয়টিই আলাদা । এখানে তোমরা শিববাবার কাছে আসো, নিশ্চয়ই তিনি রথে চড়ে আসেন । শরীরহীন আত্মা তো ওখানে (পরমধাম) মিলিত হতে পারে, এখানে তো সবাই শরীরধারী । জানে ইনি বাপদাদা । সুতরাং বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । অনেক ভালোবাসার সাথে মহিমা করতে হয় যে, বাবা আমাদের কি দিচ্ছেন !

তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এসেছেন আমাদের জঙ্গল থেকে নিয়ে যেতে । মঙ্গলম্ ভগবান বিষ্ণু বলা হয় তাইনা । সবার মঙ্গল প্রদানকারী, সবার কল্যাণ হয় । একজনই বাবা, সুতরাং তাঁকেই স্মরণ করা উচিত । আমরাও কেন কারও কল্যাণ করতে পারবো না ! নিশ্চয়ই কোনো, দুর্বলতা আছে । বাবা বলেন স্মরণে সেই শক্তি না থাকলে বাণীতেও আকর্ষণ কম থাকে । এটাও ড্রামা । এখন খুব ভালো করে (তোলোয়ারে যেমন থাকে) ধার-কে ধারণ করো । স্মরণের যাত্রা হলো পরিশ্রমের । আমরা আত্মা ভাইদের জ্ঞান প্রদান করি । বাবার পরিচয় দিই । বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেতে হবে । বাবা অনুভব করেন, প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ করতে তোমরা ভুলে যাও । বাবা সবাইকেই তাঁর সন্তান মনে করেন, তাইতো বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডেকে ওঠেন । এই বাবা সবার, কি চমৎকার পার্ট এঁনার তাইনা ! খুব অল্প সংখ্যক বাচ্চা বোঝে এই শব্দ কার ! একমাত্র বাবাই বাচ্চা - বাচ্চা বলতে পারেন । বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিতে । বাবা সবকিছুই শুনিয়ে দেন । বাচ্চাদের কাছ থেকে আমাকে কাজ তো নিতে হবে তাইনা । এই নলেজ খুব বিস্ময়কর এবং মনোরঞ্জক । এই নলেজ অদ্ভুত এবং জটিল । বৈকুণ্ঠের মালিক হওয়ার জন্য নলেজও তো এমনটাই চাই তাইনা !

আচ্ছা, প্রত্যেককে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । মুখ থেকে কখনও কোনো উল্টো পাল্টা কথা বেরোনো উচিত নয় । ভালোবাসা দিয়ে কাজ করাতে হবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) অমৃতবেলায় উঠে একান্তে বসে ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে ।

২ ) বাবার সমান হয়ে সবার কল্যাণকারী হতে হবে, যা কিছু দুর্বলতা/ঘাটতি আছে, সেগুলিকে দূর করে দিতে হবে । নিজের প্রতি পূর্ণ নজর দিতে হবে । নিজের রেজিস্টার নিজেকেই দেখতে হবে ।

\*বরদান:-\* সর্ব প্রাপ্তির খাজানা সমূহকে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে কাজে লাগানো সদা সন্তুষ্ট আত্মা ভব সঙ্গমযুগের বিশেষ বরদান হলো সন্তুষ্টতা আর সন্তুষ্টতার বীজ হলো সর্ব প্রাপ্তি । অসন্তুষ্টতার বীজ হলো স্কুল বা সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তি । ব্রাহ্মণদের গায়ন হলো অপ্রাপ্তি কোনও বস্তু নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে । সকল বাচ্চাদেরকে এক এর দ্বারা একইরকম অগাধ খাজানা প্রাপ্ত হয় । কেবল সেই প্রাপ্ত হওয়া খাজানাগুলিকে

সকল সময় কাজে লাগাও অৰ্থাৎ স্মৃতি স্বৰূপ হও। অসীম জগতের প্ৰাপ্তিগুলিকে লৌকিকে পৰিবৰ্তন কৰো  
না, তাহলে সদা সন্তুষ্ট থাকবে।

\*স্লোগান:-\* যেখানে নিশ্চয় রয়েছে সেখানে বিজয়ের ভাগ্য রেখা ললাটে অঙ্কিত হয়েই আছেই।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সংকল্প শক্তির মহস্বকে জেনে তাকে বাড়াও আর প্রয়োগে আনো"

আজ মহোত্তম বাবা চতুর্দিকে তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখে প্রসন্ন হচ্ছেন, কেননা সারা বিশ্বের আত্মাদের থেকে তোমরা বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হাইয়েস্ট। দুনিয়ার ওরা বলে হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাও এক জন্মের জন্য কিন্তু তোমরা বাচ্চারা হাইয়েস্ট ইন দ্য কল্প। সারা কল্পে তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকেছো। জানো তো না? নিজেদের অনাদিকাল দেখো, অনাদিকালেও তোমরা সব আত্মারা বাবার কাছে থাকো। দেখতে পাচ্ছো যে, অনাদিরূপেও সাথে সাথে সমীপে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। থাকে সবাই, কিন্তু তোমাদের স্থান অনেক কাছে। তো অনাদিরূপেও উঁচু হতে উঁচু তোমরা। এরপরে এসো আদিকালে, সব বাচ্চা দেব-পদধারী দেবতা রূপে। মনে আছে তোমাদের নিজেদের দৈবী স্বরূপ? আদিকালে সবাই প্রাপ্তি স্বরূপ তোমরা। তন-মন-ধন এবং জন চার স্বরূপেই শ্রেষ্ঠ তোমরা। সদা সম্পন্ন, সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ। এমন দেব-পদ অন্য কোনও আত্মাদের প্রাপ্ত হয় না। হতে পারে তারা ধর্ম-আত্মা কিংবা মহাত্মা কিন্তু এইরকম সর্বপ্রাপ্তিতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রাপ্তির লেশমাত্র নেই, কেউই অনুভব করতে পারে না। এরপরে এসো মধ্যকালে, তো মধ্যকালেও তোমরা আত্মারা পূজ্য হও। তোমাদের জড় চিত্রের পূজন হয়ে থাকে। কোনও আত্মাদের এইভাবে বিধিপূর্বক পূজা হয় না, যেভাবে পূজ্য আত্মাদের বিধিপূর্বক পূজা হয়ে থাকে, তো ভাবো এমন বিধিপূর্বক আর কার পূজা হয়! প্রতিটি কর্মের পূজা হয়, কারণ তোমরা কর্মযোগী হও। তাইতো পূজাও প্রতিটি কর্মের হয়। হতে পারে ধর্ম-আত্মাদের কিংবা মহান আত্মাদের মন্দিরে সাথে রাখেও, কিন্তু বিধিপূর্বক তাদের পূজা হয় না। সুতরাং মধ্যকালেও হাইয়েস্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তোমরা। এরপরে এসো বর্তমান অন্তকালে, তো অন্তকালেও এখন সঙ্গমে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা। কি শ্রেষ্ঠত্ব? স্বয়ং ব্যাপদাদা - স্বয়ং পরমাত্মা-আত্মা এবং আদি-আত্মা অর্থাৎ বাপদাদা, উভয়ের দ্বারা পালনাও নিয়ে থাকো, পঠন-পাঠনও করো, সাথে সঙ্গুর দ্বারা শ্রীমং নেওয়ার অধিকারী হয়েছে। তো অনাদিকাল, মধ্যকাল এবং এখন অন্তকালেও হাইয়েস্ট তোমরা, শ্রেষ্ঠ তোমরা। এত নেশা থাকে তোমাদের?

বাপদাদা বলেন, এই স্মৃতিকে ইমার্জ করো। মন-বুদ্ধিতে এই প্রাপ্তি পুনরাবৃত্তি করো। স্মৃতিকে যত ইমার্জ রাখবে ততোই স্মৃতি দ্বারা অধ্যাত্ম নেশা হবে। খুশি থাকবে, শক্তিশালী হবে। এতটা হাইয়েস্ট আত্মা হয়েছে। এই পাক্সা নিশ্চয় আছে যে আমরাই হাইয়েস্ট, শ্রেষ্ঠ হয়েছিলাম, হয়েছি আর সদা হতে থাকবো? পাক্সা নিশ্চয় যদি থাকে তো হাত তোলো। টিচাররাও তুলেছে।

মাতারা তো সদা খুশির দোলায় দোলে, দোলে তো না! মাতাদের খুব নেশা থাকে, কী নেশা থাকে? আমাদের জন্য বাবা এসেছেন। নেশা আছে তো না! দ্বাপর থেকে সবাই নিচে নামিয়েছে, সেইজন্য মাতাদের প্রতি বাবার অনেক ভালোবাসা আছে আর বিশেষভাবে মাতাদের জন্য বাবা এসেছেন। তোমরা খুশি হচ্ছে, কিন্তু সদা খুশি থাকতে হবে। এইরকম নয় এখন হাত তুলছো আর ট্রেনে যেতে যেতে একটু একটু করে নেশা কমতে থাকবে, সদা একরস, অবিনশী নেশা যেন থাকে। কখনো কখনোর নেশা নয়, সদাসর্বদার নেশা সদাই খুশি প্রদান করে। তোমরা সব মাতার মুখ সদা এমন হওয়া উচিত যাতে দূর থেকে যেন রুহানী গোলাপ রূপে প্রতীয়মান হয়, কেননা এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের যে বিষয় সবার ভালো লাগে - যে বিশেষত্ব দেখা যায় তা হলো এটাই যে মাতারা সদা প্রস্ফুটিত রুহানী গোলাপসম পুষ্প এবং মাতারাই দায়িত্ব পালন করে, মাতারাই এত বড় কার্য করছে। হতে পারে মহামন্ডলেশ্বর, কিন্তু সেও মনে করে যে মাতারা নিমিত্ত হয়েছে এবং এমন শ্রেষ্ঠ কার্য সহজভাবে চালাচ্ছে। মাতাদের বিষয়ে প্রচলিত আছে - যদিও সত্যি নয়, কিন্তু বলে থাকে যে - দু'জন মাতার একত্রে একসঙ্গে কোনো কাজ করা খুব কঠিন। কিন্তু এখানে নিমিত্ত কে? মাতারাই তো না! যখনই কেউ তোমাদের কাছে দেখা করতে আসে তো কী জিজ্ঞাসা করে? মাতারা চালাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝামেলা নেই! থিটখিট করে না? কিন্তু তারা কীভাবে জানবে যে এরা সাধারণ মাতা নয়, এরা পরমাত্মা দ্বারা তৈরি আত্মা-মাতা। পরমাত্মা-বরদান এদের চালনা করছে। এমন নয় তো যে ভাইরা (পান্ডব) মনে করে যে মাতাদের মান আছে, আমাদের কী নেই! তোমাদেরও গায়ন আছে, পঞ্চ পান্ডব গাওয়া হয়েছে। শক্তির সাথে, ৭ শীতলা দেখানো হয় তো এক পান্ডবও

দেখায়। তাছাড়া, পান্ডব ব্যতীত মাতারা চালাতে পারতো না, মাতাদের ছাড়া পান্ডব চালাতে পারতো না। উভয় ভুজই দরকার কিন্তু মাতাদের অনেক নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো না! সেইজন্য যে দুনিয়া মাতাদের জন্য কিছু করা

অসম্ভব মনে করতো, বাবা তা' সম্ভব করে দেখাচ্ছেন। তোমরা খুশি তো মাতাদের দেখে? নাকি না? খুশি তো না! যদি মাতাদেরকে বাবা নিমিত্ত না বানাতেন তাহলে নতুন জ্ঞান, নতুন সিস্টেম হওয়ার কারণে পান্ডবদের দেখে খুব হাঙ্গামা হতো। মাতারা ঢাল কারণ নতুন জ্ঞান তো না! নতুন বিষয়। কিন্তু বোনেদের সাথে ভাই সদাই সাথে আছে। পান্ডব নিজেদের কাজে সামনে আছে আর বোনেরা তাদের নিজেদের কাজে সামনে আছে। উভয়ের পরামর্শে সব কার্য নির্বিল্ল হয়ে চালাচ্ছে।

বাপদাদা প্রতিদিন বাচ্চাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য দেখতে থাকেন। নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি হতেই থাকে। সময় তো সকলের স্মরণে আছে। স্মরণে আছে? ১৯ সালের চক্রও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তো না! কী ভাবতে, ১৯ সাল এসে গেছে, ১৯ সাল এসে গেছে! কিন্তু তোমাদের সবার জন্য সেবা করার বছর, নির্বিল্ল থাকার বছর হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে। দেখ ১৯-এই মৌন ভাঙি করছো তো না! দুনিয়া ঘাবড়ে যায় আর তোমরা, যত তারা ঘাবড়ে যায় ততই তোমরা সবাই স্মরণের গভীরে যাচ্ছে। মনের মৌনতা হলোই - জ্ঞান সাগরের তলে যাওয়া আর নতুন নতুন রত্ন নিয়ে আসা। যা বাপদাদা আগেও ইশারা দিয়েছেন - সবচেয়ে বড় ভান্ডার হলো যা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বানায়, সেটাই শ্রেষ্ঠ ভান্ডার, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ভান্ডার। সংকল্প শক্তি অনেক বড় শক্তি যা তোমরা সব বাচ্চার কাছে আছে - শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি। সংকল্প তো সবার কাছে আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শক্তি, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সংকল্প শক্তি, মন-বুদ্ধি একাগ্র করার শক্তি - এ' তো তোমাদের কাছে আছেই। ভবিষ্যতে যত এগোতে থাকবে ততোই এই সংকল্প শক্তি জমা করতে থাকবে, ব্যর্থ খোয়াবে না, ব্যর্থ খোয়ানোর মূখ্য কারণ হলো - ব্যর্থ সংকল্প। ব্যর্থ সঙ্কল্প! বাপদাদা দেখেছেন

মেজরিটি বাচ্চাদের সারাদিনে ব্যর্থ এখনও রয়েছে। যেমন স্কুল ধনকে যারা ইকনমিক্যালি ইউজ করে তারা সদাই সম্পন্ন থাকে। আর যারা ব্যর্থ খুইয়ে দেয় তারা কোথাও না কোথাও প্রবঞ্চিত হয়। ঠিক সেইরকমই শুদ্ধ সংকল্পে এত শক্তি আছে তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার, ভাইব্রেশন ক্যাচ করার পাওয়ার, অনেক বাড়তে পারে। এই ওয়ার্ল্ডে, এই টেলিফোন ... যেমন সায়েন্সের এই সাধন কার্য করে তেমনই এই শুদ্ধ সংকল্পের ভান্ডার, সেইরকমই কার্য করবে যা লন্ডনে বসে কোনও আত্মার ভাইব্রেশন তোমাদের এমনই স্পষ্ট ক্যাচ হবে যেমন এই ওয়ার্ল্ডে কিংবা টেলিফোন, টি.ভি. এসব যে সাধনই রয়েছে... যত সাধন বের হয়ে গেছে, এর থেকেও স্পষ্ট তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার, একাগ্রতার শক্তির দ্বারা বৃদ্ধি পাবে। এই আধার তো শেষ হওয়ারই আছে। এই সব সাধন কোন আধারে? লাইটের (বিদ্যুতের) আধারে। সুখের সাধন যা কিছু আছে তার মেজরিটি লাইটের আধারে। তাহলে কী তোমাদের আধ্যাত্মিক লাইট, আত্ম লাইট এই কাজ করতে পারে না! তোমরা যেমন চাও কাছের থেকে দূরের থেকে ভাইব্রেশন ক্যাচ করতে পারো। এখন শুধু একাগ্রতার শক্তি - মন-বুদ্ধি দুইই একাগ্র হতে হবে তবে ক্যাচিং পাওয়ার হবে। অনেক অনুভব করবে। যখন তোমাদের সংকল্প নিঃস্বার্থ, স্বচ্ছ, স্পষ্ট হবে তখন তা' খুব কুইক অনুভব করবে। সাইলেন্সের শক্তির সামনে এই সায়েন্স নত হবে। এখনও লোকে ভেবে যাচ্ছে যে সায়েন্সেও কিছু মিসিং আছে যা পূরণ করা প্রয়োজন।

সেইজন্য বাপদাদা আবারও আন্ডারলাইন করাচ্ছেন 'অন্তিম স্টেজ অন্তিম সেবা' - তোমাদের সঙ্কল্প শক্তিই খুব ফাস্ট এই সেবা করবে। সেইজন্য সংকল্প শক্তির উপরে আরও অ্যাটেনশন দাও। বাঁচাও, জমা করো। অনেক কাজে আসবে। এই সংকল্প শক্তির দ্বারা প্রয়োগী হবে। সায়েন্স গুরুত্বপূর্ণ কেন? গবেষণা করার পরে যখন প্রয়োগে আসে তখন সবাই মনে করে হ্যাঁ! সায়েন্স ভালো কাজ করে। তো সাইলেন্সের

পাওয়ার প্রয়োগ করার জন্য একাগ্রতার শক্তি চাই এবং একাগ্রতার মূল আধার হলো - মনের কন্ট্রোলিং পাওয়ার যার দ্বারা মনোবল বাড়ে। মনোবলের বড় মহিমা, যারা ঋদ্ধি-সিদ্ধি করে তারাও মনোবলের দ্বারা অল্পকালের চমৎকার দেখায়। তোমরা তো বিধিপূর্বক, ঋদ্ধি-সিদ্ধি নয়, বিধিপূর্বক কল্যাণকারী চমৎকার দেখাবে যা বরদান হয়ে যাবে, আত্মাদের জন্য এই সংকল্প শক্তির প্রয়োগ বরদান প্রমাণ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথমে এটা চেক করো যে, মনকে কন্ট্রোল করার কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে কিনা! সায়েন্সের শক্তির দ্বারা যেমন সেকেন্ডে, সুইচের আধারে কোনো কাজ পরিবর্তন করতে, সুইচ অন করো, সুইচ অফ করো - সেইরকম সেকেন্ডে মনকে যেখানে চাও যেভাবে চাও যতটা সময় চাও ততটা কন্ট্রোল করতে পারো? খুব ভালো ভাবেই নিজের জন্যও এবং সেবাতেও সফলতা স্বরূপ প্রতীয়মান হবে। কিন্তু বাপদাদা দেখেন যে, সঙ্কল্প শক্তির জমার খাতার ক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাটেনশন এখনও সাধারণ। যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। সংকল্পের আধারে বোল আর কর্ম অটোমেটিক্যালি চলে। আলাদা আলাদা ভাবে পরিশ্রম করার প্রয়োজনই নেই। তোমরা ভাবো, আজ বোল কন্ট্রোল করবো, আজ দৃষ্টিতে অ্যাটেনশন দেবো, পরিশ্রম করবো, আজ বৃত্তিকে অ্যাটেনশন এর দ্বারা চেঞ্জ করবো! যদি তোমাদের সংকল্প শক্তি পাওয়ারফুল হয় তবে এ সবই আপনা থেকেই কন্ট্রোলে এসে যায়। তখন তোমরা

পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবে। অতএব, সংকল্প শক্তির মহত্বকে জানো।

এই ভাটি বিশেষতঃ এই কারণে করানো হয় যাতে, অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এখানকার এই অভ্যাস যদি ভবিষ্যতেও অ্যাটেনশন দিয়ে করতে থাকো, তখনই তা' অবিনাশী হবে। বুঝেছো? এতে কি মহত্ব আছে? বাবা তোমাদেরকে অনেক বৃহৎ, উচ্চ থেকেও উচ্চ সম্পদ দিয়েছেন। এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সঙ্কল্পের সম্পদ রয়েছে? বাবা সবাইকে দিয়েছেন কিন্তু তা' জমা করে নম্বরের ক্রমানুসারেই এবং প্রয়োগে আনার শক্তিও নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। এখনো শুভ ভাবনা বা শুভ কামনা, এর প্রয়োগ করেছে কি? বিধিপূর্বক করার ফলেই সফলতার অনুভব হয় কি? এখন অল্প - অল্প হয়। পরিশেষে তোমাদের সঙ্কল্পের শক্তি এতটাই মহান হয়ে যাবে - যে সেবাতে মুখের দ্বারা সন্দেশ দেওয়াতে সময়ও লাগাও আবার সম্পত্তিও লাগাও, অস্তিত্বতাতেও আসো আবার পরিশ্রান্তও হও... কিন্তু শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সেবাতে এই সবকিছুই বেঁচে যাবে। বৃদ্ধি করো। এই সঙ্কল্প শক্তি বৃদ্ধি করলে প্রত্যক্ষতাও শীঘ্র হবে। এখন ৬২ - ৬৩ বছর হয়ে গেছে, এত সময়ে কত আত্মা তৈরী করেছে? ৯ লাখও সম্পূর্ণ হয়নি। এখনো সম্পূর্ণ বিশ্বে সন্দেশ পৌঁছাতে হবে, তাহলে এখনো কত কোটি আত্মা বাকি আছে? এখনো পর্যন্ত ভগবানই এদের টিচার, ভগবানই এদের চালাচ্ছেন, করাবনহার পরমাত্মা করছেন ....একথা স্পষ্ট হয়নি। এটা ভালো আর শ্রেষ্ঠ কার্য করছো, এর আওয়াজ তো আছেই, কিন্তু করাবনহার এখনো গুপ্ত। তাই এই সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা প্রত্যেকের বুদ্ধিকেই পরিবর্তন করতে পারো। তা' 'অহো প্রভু' (ঐশ্বরীয় চরিত্র রূপে) বলেই প্রত্যক্ষ হোক বা বাবার রূপেই প্রত্যক্ষ হোক। বাপদাদা তাই এখন আবারও অ্যাটেনশন দেওয়াচ্ছেন যে, সঙ্কল্প শক্তিকে বৃদ্ধি করো আর প্রয়োগে আনতে থাকো। বুঝেছো?

আত্মা - বাপদাদা যে অভ্যাসের কথা শুনিয়েছেন তাতে মন সেকেন্ডে একাগ্র হয়ে যাবে, কেননা সমস্যা হঠাৎই আসে এবং সেই সময় যদি মনোবল থাকে, তাহলে সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যায় কিন্তু সমস্যা এক শিক্ষাদায়ী পাঠ হয়ে যায়। তাই সকলেই মন-বুদ্ধিকে এখনই একাগ্র করো। করে দেখো, হবে। (ড্রিল) এমনভাবে সারাদিন অভ্যাস করতে থাকো। আত্মা।

চতুর্দিকের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, আদি - মধ্য এবং অন্তের শ্রেষ্ঠ পার্টধারী আত্মাদের, সদা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের বিধিকে অনুভবকারী, সদা সহজ যোগীর সাথে সাথে প্রয়োগী হবে এমন, সদা সঙ্কল্পের শক্তির দ্বারা সর্ব শক্তি বৃদ্ধিকারী, মন এবং বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণকারী, সদা প্রয়োগী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বাপদাদা দেশ - বিদেশের বাচ্চাদেরও দেখছেন। যে বাচ্চারা সঙ্কল্পের দ্বারা বাপদাদার প্রতি স্মরণ-স্নেহ এবং বাপদাদার সঙ্গে অধ্যাত্ম বার্তালাপ করে, তারা বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়। এখনো যারা সায়েন্সের শক্তির দ্বারা শুনছে, সেইসব বাচ্চাদের, প্রতিটি দেশের প্রত্যেক বাচ্চাকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন। বাচ্চী জনককে বাপদাদা বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদান করছেন, কেননা তিনি মনে এখানে কিন্তু তনে ওখানে। তাই সবাইকে অর্থাৎ প্রত্যেককে বাপদাদার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন। আত্মা, যোগভাটির প্রোগ্রাম খুব ভালোভাবে চলছে।

(দাদিদের সাথে) সদা নিজেকে বাপদাদার নয়নের নূর (আলো) মনে করো তো না? নয়নে সদা সমাহিত হয়ে আছো, নয়নে সমাহিত হয়ে থাকলে দৃষ্টিতে সদাই সমাহিত থাকবে। এটা হলো বাবা আর বাচ্চাদের সঙ্গমযুগের উৎসব। মিলিত হওয়া, শোনা, ভোজন-পান, এসব সঙ্গমযুগের উৎসব। এইভাবে উৎসব পালন করতে করতে নিজের ঘরে চলে যাবে। তার পরে রাজ্যে আসবে। ব্রহ্মাবাবার সাথে রাজত্ব করবে। খুব ভালো। দুনিয়ার লোকে ভাবতে থাকবে আর তোমরা সদা উদযাপন করতে থাকবে। তোমাদের কোনো চিন্তা নেই যে - কি হবে, কিভাবে হবে কোনো প্রকারের চিন্তাই নেই। আত্মা।

\*বরদান:-\* এই অস্তিম জন্মে প্রাপ্ত হওয়া সব পাওয়ার ইউজ করে উইল পাওয়ার সম্পন্ন ভব  
এই সুইট ড্রামা খুব ভালোভাবে পূর্ব নিরমিত হয়ে আছে, তাকে কেউ বদলাতে পারে না। কিন্তু ড্রামাতে এই শ্রেষ্ঠ জন্মের অনেক পাওয়ারই প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা উইল করেছেন, সেইজন্য উইল পাওয়ার আছে। এই পাওয়ার ইউজ করো - যখনই চাইবে এই শরীরের বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে কর্মাতীত স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। আমি স্বতন্ত্র, আমি মালিক, বাবার দ্বারা আমি নিমিত্ত আত্মা - এই স্মৃতিতে মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করে নাও, তবেই বলা হবে উইল পাওয়ার সম্পন্ন।

\*স্লোগান:-\* হৃদয় দিয়ে সেবা করো তবে আশীর্বাদের দরজা খুলে যাবে।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তরীষ্টীয় যোগ দিবস। সকল ব্রহ্মা বংস সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত নিজের বিশেষ পূর্বজ স্বরূপে স্থিত হয়ে সম্পূর্ণ বৃক্ষকে সমূহ শক্তির দান করুন। প্রত্যেক আত্মাকে নিজের সমুখে ইমার্জ করতে করতে স্নেহ ভরা

দৃষ্টি দিন - আপনবোধের অনুভব করান। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছ থেকে ভক্তির ফল নিতে এসেছো, যারা অত্যাধিক ভক্তি করেছিল তারাই জ্ঞানে সবচেয়ে আগে যাবে"

\*প্রশ্নঃ - কলিযুগী রাজত্বে কোন্ দুটি জিনিসের প্রয়োজন হয় যা সত্যযুগী রাজত্বে হয় না?

\*উত্তরঃ - কলিযুগী রাজত্বে - ১) পরামর্শদাতা (উজীর) আর ২) গুরুর আবশ্যিকতা থাকে। সত্যযুগে এই দুটিই থাকে না। ওখানে কারোর রায় (পরামর্শ) নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ সত্যযুগী রাজত্ব সঙ্গমেই বাবার শ্রীমতের দ্বারা স্থাপিত হয়। এমন শ্রীমৎ পাওয়া যায় যা ২১ প্রজন্ম পর্যন্ত চলে আর সকলেই সঙ্গতিতে থাকে তাই গুরু-ও প্রয়োজন পড়ে না।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ কি? স্বধর্মেই বসো বা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো তবে শান্ত হয়ে বসতে হবে। একে বলা হয় স্বধর্মে স্থিত হওয়া। ভগবানুবাচ - স্বধর্মে স্থিত হও। তোমাদের বাবা বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের পড়াশোনা করাচ্ছেন কারণ বাবা অসীম জগতের (অতীন্দ্রিয়) সুখ দেবেন। পড়াশোনা করলে সুখ পাওয়া যায়, তাই না। বাবা এখন বলছেন যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো। অসীম জগতের বাবা এসেছেন তোমাদের হীরে-তুল্য বানাতে। হীরে-তুল্য তো দেবী-দেবতারাই হয়। তারা কখন এমন হন? এতো উচ্চ পুরুষোত্তম কিভাবে হয়েছেন? বাবা ছাড়া আর কেউই একথা বলতে পারে না। তোমরা তো ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তোমাদের-কেই আবার দেবতা হতে হবে। ব্রাহ্মণদের হয় শিখা (টিকি)। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার (জ্ঞান দ্বারা) মুখ বংশজাত, গর্ভজাত নও। কলিযুগী সকলেই হলো গর্ভজাত। সাধু, সন্ত, ঋষি, মুনি ইত্যাদিরা সকলেই দ্বাপর থেকে গর্ভজাত হয়েছে। আর এখন শুধু তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই মুখবংশীয় হয়েছো। এ হলো তোমাদের সর্বোত্তম কুল। দেবতাদের থেকেও উত্তম কারণ তোমাদেরকে যিনি পড়ান, মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত করেন, সেই পিতা এসেছেন। বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন কারণ ভক্তিমার্গের লোকেরা এখানে আসেই না, আসে জ্ঞানমার্গের লোকেরা। তোমরা আসো অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে ভক্তির ফল নিতে। ভক্তির ফল এখন কে নেবে? যারা সবচেয়ে বেশী ভক্তি করেছে, তারাই প্রস্তুত থেকে পারশবুদ্ধিসম্পন্ন (দিব্যবুদ্ধি) হয়। তারাই এসে জ্ঞান নেবে কারণ ভক্তির ফল ভগবানকেই এসে দিতে হয়। এ হলো সঠিকভাবে বোঝার মতো বিষয়। এখন তোমরা কলিযুগী থেকে সত্যযুগী, বিকারী থেকে নির্বিকারী হও বা পুরুষোত্তম হও। তোমরা এসেছো এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হতে। এঁরা হলেন ভগবান-ভগবতী (দেব-দেবী) তাহলে অবশ্যই এঁাদের ভগবান-ই পড়াবেন। ভগবানুবাচ, কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয়, ভগবান তো একজনই। ভগবান কখনো হাজার-হাজার, কোটি-কোটি হয় না। আবার মাটি-পাথরেও থাকেন না। বাবাকে না জানার কারণে ভারত কতো কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাচ্চারা এখন জানে যে, ভারতে এঁাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) রাজধানী ছিল। এঁাদের সন্তানাদি যারাই ছিল, তারা রাজধানীর মালিক ছিল। তোমরা এখানে এসেছোই রাজধানীর মালিক হতে। এঁরা তো এখন নেই, তাই না। ভারতে এঁদের রাজ্য ছিল। বাচ্চাদের বোঝানো হয়, যখন এই দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়রা ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। এইসময় আবার অন্য সব ধর্মই রয়েছে। শুধু এই ধর্মই নেই। এই যে ভিত রয়েছে, যাকে কান্ড (তনা) বলা হয়। এইসময় মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃষ্ণের কান্ড সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। আর বাকি সবই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন এইসবেরও আয়ু পূর্ণ হচ্ছে। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী ভ্যারাইটি বৃষ্ণ (ঝাড়)। বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল, অনেকরকমের, তাই না। কত বড় বৃষ্ণ। বাবা বোঝান, প্রতি কল্পে এই বৃষ্ণ জর্জরিভূত তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। তোমরা আমাকে ডাকো - বাবা এসো, আমাদের অর্থাৎ অপবিত্রদের এসে পবিত্র করো। হে পতিত-পাবন! বললে তো নিরাকার পিতাই স্মরণে আসে। সাকারী (ব্রহ্মা) তো কখনো স্মরণে আসবে না। পতিত-পাবন, সঙ্গতিদাতা তো একজনই। যখন সত্যযুগ ছিল তখন তোমরা সঙ্গতিতে ছিলে। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বসে রয়েছে। বাকি আর সবাই কলিযুগে রয়েছে। তোমরা রয়েছে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ বা উচ্চ থেকেও উচ্চ-রূপে গায়ন (স্মরণ) হয় একমাত্র ভগবানের। উচ্চ তোমার নাম, উচ্চ তোমার ধাম (নিবাসস্থল)। উচ্চ থেকেও উচ্চ যিনি, তিনি পরমধামে থাকেন, তাই না। এ অতি সহজেই বোঝা যায়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ এরপর আবার সঙ্গমযুগ। একে (সঙ্গমযুগ) কেউ জানেনা। ড্রামায় এই ভক্তিমার্গও তৈরী হয়েই রয়েছে। এমন কথা বলতে পারো না যে, বাবা এই ভক্তিমার্গ আবার কেন বানিয়েছ! এ তো অনাদি। আমি বসে তোমাদের ড্রামার এই রহস্যকেই বোঝাই। আমি যদি বানাই তাহলে আবার বলবে, কবে বানিয়েছো! বাবা বলেন, এ হলোই অনাদি।

শুরু কবে হয়েছিল, এই প্রশ্ন আসতেই পারে না। যদি বলি অমুক সময়ে শুরু হয়েছিল, তখন আবার বলবে যে, কবে শেষ হবে! কিন্তু না, এ তো (অনাদি) চক্র চলতেই থাকে। তোমরা চিত্রও তো বানাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের। এঁরা হলেন দেবতা। ত্রিমূর্তি দেখানো হয়, এর মধ্যে সর্বোচ্চ শিবকে দেখানো হয় না। ওঁনাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সে তো এখন হচ্ছে। তোমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছো। রাজধানীতে তো সর্বপ্রকারের পদ রয়েছে। প্রেসিডেন্ট রয়েছে, প্রাইম মিনিস্টার রয়েছে, চীফ মিনিস্টার রয়েছে। এরা সব হলো পরামর্শদাতা। সত্যযুগে পরামর্শদাতার কোনো দরকার নেই। এখন তোমরা যে রায় বা শ্রীমৎ পাও, তা অবিনাশী হয়ে যায়। দেখো, এখন কত পরামর্শদাতা রয়েছে। সংখ্যায় অনেক। টাকা-পয়সা খরচ করে মিনিস্টার ইত্যাদি হয় - পরামর্শ দেওয়ার জন্য। স্বয়ং সরকারও বলে যে, এরা সবাই করাপ্টেড, অনেক (পয়সা) খায়। এ তো হলোই কলিযুগ। ওখানে তো এমন হয় না। পরামর্শদাতা ইত্যাদির দরকারই নেই। এই মত (শ্রীমত) ২১ প্রজন্ম চলতে থাকে। তোমাদের সঙ্গতি হয়ে যায়। ওখানে তো গুরু-ও প্রয়োজন নেই। সত্যযুগে না গুরু থাকে, না পরামর্শদাতা থাকে। এখন তোমরা শ্রীমত পাও অবিনাশী ২১ প্রজন্মের জন্য, ২১ জন্মের বৃদ্ধাবস্থার জন্য। বৃদ্ধ হয়ে আবার শরীর ত্যাগ করে গিয়ে বাচ্চা হবে। যেমন সর্প এক খোলস পরিত্যাগ করে আবার দ্বিতীয় খোলস ধারণ করে তেমন। পশুদের উদাহরণ দেওয়া হয়। মানুষের মধ্যে তো এখন এতটুকুও বুদ্ধি নেই কারণ তারা প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে।

বাবা বোঝান যে, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চার, তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। গ্রন্থসাহেবও সকলে পড়ে, শোনে যে, ভগবান নোংরা অপবিত্র কাপড় ধোয় (মুত পলিতি কাপড় ধোয়ে, আত্মাকে পবিত্র করে)... ভগবানকে ডাকে যে, (তুমি) এসে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের অসুচী কাপড় ধোও। আমাদের সকল আত্মাদের পিতা, (তুমি) এসে আমাদের কাপড় পরিস্কার করো। শরীরকে তো ধুতে হবে না, আত্মাকে ধুতে হবে। কারণ আত্মাই অপবিত্র হয়ে গেছে, তাই অপবিত্র আত্মাদের এসে পবিত্র বানাও। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চার, আমাকে এখানে আসতেই হয়। আমিই জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নাও। লৌকিক পিতার কাছ থেকে পার্থিব উত্তরাধিকারের সম্পদ পাও। পার্থিব সম্পদে অনেক দুঃখ রয়েছে, তাই তো বাবাকে স্মরণ করে। অগাধ দুঃখ। বাবা বলেন, এই ৫ বিকার-রূপী রাবণই হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। হে মিষ্টি বাচ্চার, যদি এই জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে কাম-কে জয় করতে পারো তবে জগৎ-জীত হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্রতাকে ধারণ করোই দেবতা হওয়ার জন্য। তোমরা এসেছো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখানেই পুরুষার্থ করে পবিত্র হতে হবে। কল্প-পূর্বে যারা পবিত্র হয়েছিল, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় কুলের ছিল, অবশ্যই তারা আবার হবে। সময় তো লাগবে, তাই না। বাবা অতি সহজ যুক্তি বলেন। এখন (তোমরা) বাবার বাচ্চা হয়েছ। তোমরা এখানে কার কাছে এসেছো? তিনি হলেন নিরাকার। তিনি এই শরীরকে(ব্রহ্মা) ধার (লোন) হিসাবে নিয়েছেন। তিনি স্বয়ং বলেন, এ হলো এঁনার(ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তিমেরও অন্তিম জন্ম। তাই এ হলো সর্বাপেক্ষা অধিক পুরাতন শরীর। আমি তো আসিই পুরানো, রাবণের আসুরী দুনিয়ায় আর তাঁর শরীরেই আসি যে আবার তাঁর নিজের জন্মকেই জানে না। এ হলো অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্ম। যখন এঁনার বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়, তখনই আমি প্রবেশ করি। গুরুও সর্বদা বাণপ্রস্থ অবস্থাতেই করা হয়। লোকে বলে, তাই না যে, ৬০ বছর বয়স হলে লাঠি লাগে ("হলে ৬০, লাগে লাঠি" (লাঠি))। ঘরে থাকলে তো বাচ্চাদের লাঠি লাগে তাই পালাও ঘর থেকে। (লৌকিক) বাচ্চার এমন হয় যে বাবাকে লাঠি দিয়ে মারতেও দেয়ী করে না। তারা বলে যে, কোথায় মরবে তাহলে আমরা ধনসম্পত্তি পাব। বাণপ্রস্থীদের তো অনেক সংসঙ্গ হয়। তোমরা জানো যে - সকলের সঙ্গতিদাতা হলো এক, তিনি সঙ্গমযুগেই আসেন। সত্যযুগে তোমরা যখন সঙ্গতি প্রাপ্ত কর তখন বাকিরা সব শান্তিধামে থাকে। একেই বলা হয়, সকলের সঙ্গতি। বাবা ছাড়া আর কেউই সঙ্গতিদাতা হতে পারে না। না কাউকে শ্রী বলতে পারো, না শ্রী-শ্রী। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয় দেবতার। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ তাঁদেরকে বলা হয়। এঁদের তৈরী করেছে কে? শ্রী-শ্রী শিববাবাই বলা উচিত। বাবা তাই (আমাদের) ভুলগুলোকে দেখিয়ে বলেন, তোমরা এতো গুরু করেছিলে, আবারও এমনই হবে। তোমরা সেই গুরু ইত্যাদি পুনরায় করবে। সেই চক্রই পুনরায় রিপীট হবে। যখন তোমরা স্বর্গে থাকো তখন তা হলো সুখধাম। পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব সেখানেই। ওখানে ঝগড়া ইত্যাদি হয় না। বাকি আর সকলে শান্তিধামে চলে যায়। যদিও সত্যযুগকে লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। বাবা বলেন, লক্ষ-লক্ষ বছরের তো কোন কথাই নেই। এ তো মাত্র ৫ হাজার বছরের কথা। কথিত আছে যে, মানুষের ৮৪ জন্ম। দিনে-দিনে সিঁড়ি নীচে নামতে-নামতে তমোপ্রধান হতে থাকে। তাই বাবা বোঝান - ড্রামা এইভাবেই তৈরী হয়েছে। অ্যাক্টর হয়ে যদি ড্রামার ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরকে না জানে তাহলে তাকে কি বলবে! বাবা বলেন, এই অসীম জগতের ড্রামাকে কোন মানুষই জানে না। একথা বাবা-ই এসে বোঝান। (তারা) বলেও যে, শরীর ধারণ করে নিজের পার্ট প্লে করে, তাহলে তো তা নাটকই হলো, তাই না। নাটকের মুখ্য অ্যাক্টর কে? কেউ বলতে পারবে না। বাচ্চার,

এখন শুধুমাত্র তোমরাই জানো যে, এই অসীম জগতের ড্রামা কিভাবে উকুনের মতন চলছে। টিক-টিক করে অবিরত চলতেই থাকে। মুখ্য হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম পিতা, যিনি এসে বোঝানও আর সকলের সঙ্গতিও করেন। সত্যযুগে আর অন্য কেউ থাকবে না। অতি অল্পসংখ্যক (মনুষ্য) থাকবে। ওই স্বল্পসংখ্যক যারা থাকবে তারাই সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি করেছিল। তোমাদের কাছে প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে তারাই আসবে যারা অনেক ভক্তি করেছে। একমাত্র শিবের ভক্তি করা - তাকেই বলে অব্যভিচারী ভক্তি। আবার অনেকের ভক্তি করতে-করতে ব্যভিচারী হয়ে পড়ে। এখন ভক্তি হলো সম্পূর্ণ তমোপ্রধান। প্রথমে সতোপ্রধান ভক্তি ছিল। পুনরায় সিঁড়ি নীচে নামতে-নামতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এমন অবস্থা যখন হয় তখনই বাবা আসেন সবাইকে সতোপ্রধান বানাতে। এই অসীম জগতের ড্রামাকে তোমরা এখনই জেনেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের অবিদ্যার উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্রতার উত্তরাধিকার এখনই নাও অর্থাৎ কামের উপর বিজয়লাভ কর তখন জগৎ-জীতও হতে পারবে।

২) অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে পড়াশোনা করে নিজেকে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য বানাতে হবে। অসীম জগতের (অতীন্দ্রিয়) সুখ নিতে হবে। এই নেশা যেন থাকে যে - মনুষ্য থেকে দেবতায় যিনি পরিণত করেন, সেই বাবা এখন আমাদের সম্মুখে রয়েছেন, এখন এ হলো আমাদের সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল।

\*বরদান:-\* জ্ঞান সম্পন্ন দাতা হয়ে সকল আত্মাদের প্রতি শুভ চিন্তক হওয়া শ্রেষ্ঠ সেবাধারী ভব শুভ-চিন্তক হওয়ার বিশেষ আধার হলো শুভ চিন্তন। যারা ব্যর্থ চিন্তন বা পর চিন্তন করে তারা শুভ চিন্তক হতে পারে না। শুভচিন্তক মণিদের কাছে শুভ চিন্তনের শক্তিশালী খাজানা সদা ভরপুর থাকবে। ভরপুরতার কারণেই অন্যদের প্রতি শুভ চিন্তক হতে পারবে। শুভ চিন্তক অর্থাৎ সর্ব জ্ঞান রত্নের দ্বারা ভরপুর, এইরকম জ্ঞান সম্পন্ন দাতাই চলতে-ফিরতে প্রত্যেকের সেবা করে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হয়ে যায়।

\*স্লোগান:-\* বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হতে হলে বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে নিমিত্ত হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা হলেন ওয়ান্ডারফুল বাবা, টিচার আর সদ্গুরু, ঔনার নিজের কোনো বাবা নেই, উনি কখনও কারোর থেকে কিছু শেখেন না, ঔনার গুরুর প্রয়োজন নেই, এইরকম বিস্ময়ে তোমাদের স্মরণ করা উচিত"

\*প্রশ্নঃ - স্মরণে কোন নবীনত্ব থাকলে তখন আত্মা সহজেই পবিত্র হয়ে যেতে পারে?

\*উত্তরঃ - স্মরণে যখন বসো তখন বাবার কারেন্টকে (শক্তিকে) টানতে (আকর্ষণ করতে) থাকো। বাবা তোমাদের দেখেন আর তোমরা বাবাকে দেখো, এইরকম স্মরণই আত্মাকে পবিত্র করে দিতে পারে। এ হলো অত্যন্ত সহজ স্মরণ, কিন্তু বাচ্চারা প্রতিমুহূর্তে ভুলে যায় যে আমরা হলাম আত্মা, শরীর নয়। দেহী-অভিমানী বাচ্চারাই স্মরণে স্থির থাকতে পারে।

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের এই নিশ্চয় তো রয়েছে যে ইনি হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা, ঔনার কোনো বাবা নেই। দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ নেই যার বাবা নেই। একেকটি কথা অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর তারপর নলেজও তো তিনি শুনিয়ে থাকেন, যিনি কখনো পড়েননি। নাহলে তো মনুষ্যমাত্রই কিছু না কিছু অবশ্যই পড়ে। গ্রীকৃষ্ণ তো পড়েছেন। বাবা বলেন আমি কি পড়বো? আমি তো পড়াতে আসি। আমি পড়াশোনা করিনি। আমি কারোর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কোনো গুরু করিনি। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বাবার অবশ্যই সর্বোচ্চ মহিমা হবে। গাওয়া হয়ে থাকে, উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন ভগবান। ঔনার থেকে উঁচু আর কি হবে? না বাবা, না টিচার, না গুরু। এই অসীম জগতের বাবার না কোনো বাবা আছে, না টিচার আছে, না গুরু আছে। ইনি স্বয়ং হলেন বাবা, টিচার, গুরু। এ তো তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো। এরকম কোনো ব্যক্তি হতে পারে না। এই বিস্ময়েই এরকম বাবা, টিচার, সদ্গুরুকে স্মরণ করা উচিত। মানুষ বলেও - ও গডফাদার... উনি হলেন নলেজফুল টিচারও, সুপ্রিম গুরুও। তিনি হলেন অদ্বিতীয়, এরকম কোনো দ্বিতীয় মানুষমাত্র থাকবে না। উনি পড়াবেনও মনুষ্য শরীরের মাধ্যমে। পড়ানোর জন্য মুখ তো অবশ্যই চাই। এও যেন প্রতিমুহূর্তে বাচ্চাদের স্মৃতিতে থাকে তাহলেও তরী পার হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সুপ্রিম টিচার মনে করলে সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে চলে আসবে। তিনি হলেন সদগুরুও। আমাদেরকে যোগ শেখাচ্ছেন। একজনের সঙ্গেই যোগ যুক্ত হতে হবে। সমস্ত আত্মাদের একজনই হলেন বাবা। তিনি সমস্ত আত্মাদের বলেন মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। আত্মাই সব কিছু করে। এই শরীররূপী মোটরের চালক হলো আত্মা। তাকে রথ বলো বা যা কিছুই বলো। মুখ্য চালক হলোই আত্মা। আত্মার বাবা হলেন একজনই। মুখে বলেও থাকো আমরা সকলেই হলাম ভাই-ভাই। এক বাবার সন্তান আমরা সকলেই হলাম ভাই-ভাই। তারপর যখন বাবা আসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে, তখন ভাই-বোন হতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশজাত হলে তো ভাই-বোন হবে, তাইনা ! ভাইয়ের কখনোই বোনের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। তাহলে এরা সকলেই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়ে গেল। তাহলে ভাই-বোন মনে করলে যেমন বাবার লাভলী চিল্ড্রেন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়ে গেল। তোমরা বলবে আমরা হলাম ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। ঈশ্বর বাবা আমাদের সবকিছু শেখাচ্ছেন। তিনি কারোর কাছ থেকে শেখেননি। তিনি হলেনই সদা সম্পূর্ণ। ঔনার কলাগুলি কখনো হ্রাস (কম) পায় না আর সকলের কলা কম হয়ে যায়। আমরা তো শিব বাবার অনেক মহিমা করি। শিববাবা বলা অত্যন্ত সহজ আর বাবাই হলেন পতিত পাবন। কেবল ঈশ্বর বললে এতটা ভালো লাগে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের হৃদয় থেকে (মনে) ভালো লাগে। বাবা কিভাবে এসে পতিতদের পবিত্রে পরিণত করেন। লৌকিক বাবাও রয়েছে, পারলৌকিক বাবাও রয়েছে। পারলৌকিক বাবাকে সকলেই স্মরণ করে কারণ হলো পতিত সেইজন্যই তো স্মরণ করে। পবিত্র হয়ে গেলে তো তখন দরকারই নেই পতিত-পাবনকে ডাকার। ড্রামা দেখো কেমন। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করে। চায় যে আমরা যেন পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাই।

শান্ত্রে দেখানো হয়েছে যে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই লেগেছিল। কিন্তু এইরকম তো হয় না। এখন তোমরা বোঝো যে আমরা না অসুর, না দেবতা। এখন আমরা হলাম মাঝখানের। সবই তোমাদের পিষতে থাকে। এই খেলা অত্যন্ত মজার। নাটকে মজাই দেখতে যায়, তাই না ! ও'সব হলো পার্থিব জগতের ড্রামা, এ'সব হলো অসীম জগতের ড্রামা। একে আর কেউ জানে না। দেবতারা তো জানতেই পারেনা। এখন তোমরা কলিযুগ থেকে বেরিয়ে এসেছো। যে নিজে জানে সে অন্যদেরকেও বোঝাতে পারে। একবার ড্রামা দেখলে তখন আবার সমগ্র ড্রামা বুদ্ধিতে চলে আসবে। বাবা বুঝিয়েছেন এ হলো মনুষ্য সৃষ্টিকৰ্পী বৃক্ষ, এর বীজ উপরে রয়েছে। বিরাটরূপ বলা হয়, তাই না ! বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদেরকে

বুঝিয়ে থাকেন। মানুষের এসব জানা নেই। শিববাবা কারোর থেকে ভাষা শিখেছে কি? যখন ওঁনার কোনো টিচারই নেই তখন ভাষা আবার কি শিখবেন। তাহলে অবশ্যই যে রথে আসেন ওনার ভাষাকেই কাজে লাগাবেন। ওঁনার নিজস্ব কোনো ভাষা তো নেই। উনি কিছু পড়েন বা শেখেনও না। ওঁনার কোনো টিচার নেই। শ্রীকৃষ্ণ তো শেখে। তার মা-বাবা টিচার রয়েছে, ওঁনার গুরুদরকার নেই কারণ ওঁনার তো সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়েছে। এও তোমরা জানো। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে সবথেকে উঁচু। একথা তোমরা স্মৃতিতে রাখো। আমাদের পড়ান বাবা। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ, দেবতা.... কত ক্লিয়ার। বাবাকে তো প্রথম থেকেই বলে দেয়, তিনি সবকিছু জানেন। কি জানেন, তা কারোর জানা নেই। তিনি হলেন নলেজফুল। সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ ওঁনার রয়েছে। বীজের তো সমগ্র বৃক্ষের নলেজ থাকে। ওটা হলো জড় বীজ। তোমরা হলে চৈতন্য। তোমরা নিজেদের বৃক্ষের নলেজ বুঝিয়ে থাকো। বাবা বলেন - আমি হলাম এই ভ্যারাইটি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। হলো তো সকলেই মানুষ, কিন্তু ভ্যারাইটি (বিবিধতা) রয়েছে। একজন আত্মারও শরীরের ফিচারস্ অন্যের মতন হতে পারে না। দু'জন অ্যাক্টার্স একই রকমের হতে পারে না। এও হলো অসীম জগতের ড্রামা। আমাদের অর্থাৎ মানুষদেরকে অ্যাক্টার্স বলা হয় না, আত্মাকে বলা হয়। ওরা তো মানুষকেই মনে করে। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা আত্মারা হলাম অ্যাক্টার্স, যারা শরীরের দ্বারা ডান্স করে থাকে। যেমন ভাবে মানুষ বাঁদরের ডান্স করায়। এও হলো আত্মা, যে শরীরকে দ্বারা ডান্স করায়, ভূমিকা পালন করায়। এ হলো অতি সহজেই বোঝার মতন কথা। অসীম জগতের বাবা আসেনও অবশ্যই। এমন নয় যে আসেন না। শিব-জয়ন্তীও হয়। বাবা আসেনই তখন, যখন দুনিয়াকে চেঞ্জ হতে হবে। ভক্তি মার্গে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসবে কিভাবে? কলিযুগে অথবা সঙ্গমে তো শ্রীকৃষ্ণের রূপ এই চোখের মাধ্যমে দেখতে পারা যায় না। তাহলে ওঁনাকে ভগবান কিভাবে বলবে? উনি হলেন সত্যযুগের প্রথম স্থানাধিকারী প্রিন্স। ওঁনার বাবা, টিচারও রয়েছে, গুরুও ওঁনার দরকার নেই কারণ সদগতিতে রয়েছেন। স্বর্গকে সংগতি বলা হয়। হিসাবও ক্লিয়ার রয়েছে। বাচ্চারা বোঝে যে মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। কারা কারা কত জন্ম নেয় সেই হিসাব তো করো। ডিটি ঘরানা (দেবী কুল) অবশ্যই সর্বপ্রথমে আসে। প্রথম জন্ম ওনাদেরই হয়। একজনের হলে তখন তার পিছু পিছু সকলেই চলে আসে। এইসমস্ত কথাও তোমরাই জানো। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ ভালোভাবে বোঝে। যেমন ওই পড়াশোনায় থাকে, এও অতি সহজ। কেবল একটি গুপ্ত অসুবিধা আছে - তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাতে মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে কারণ মায়া রাবণের ঈর্ষা হয়। তোমরা রামকে স্মরণ করো সেইজন্য রাবণের ঈর্ষা হয় যে আমার অনুগামীরা রামকে কেন স্মরণ করে। এও ড্রামায় প্রথম থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নতুন কথা নয়। কল্প-পূর্বেও যে ভূমিকা পালন করেছিল, সে-ই পালন করবে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো। কল্প পূর্বে যে পুরুষার্থ করেছিল, সে এখনো করছে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। কখনো বন্ধ হয় না। সময়ের টিক-টিক (ধীরে ধীরে চলা) হতেই থাকে। বাবা বোঝান এ হলো ৫ হাজার বছরের ড্রামা। শাস্ত্রতে তো কেমন-কেমন কথা লিখে দিয়েছে। বাবা এরকম কখনো বলেন না যে ভক্তি ছেড়ে দাও কারণ যদি এখানেও চলতে না পারে আর ওটাও ছেড়ে দেয় তখন না এখানকার, না ওখানকারও থাকবে। কোনো কাজই থাকে না সেইজন্য তোমরা দেখো যে অনেক মানুষ এরকমও আছে যারা ভক্তি ইত্যাদি কিছুই করেনা। ব্যস, এইভাবেই চলতে থাকে। অনেকে তো বলে ভগবানই অনেক রূপ ধারণ করেন। আরে এ হলো অসীম জগতের অনাদি পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। যা রিপিট হতে থাকে। সেইজন্য একে অনাদি অবিনাশী ওয়ার্ল্ড ড্রামা বলা হয়। বাচ্চারা এও তোমরাই বুঝতে পারছো। এরমধ্যেও তোমাদের অর্থাৎ কুমারীদের জন্য হলো অত্যন্ত সহজ। মাতারা তো যে সিঁড়ি চড়েছে, তা নামতেও হবে। কুমারীদের তো আর কোনো বন্ধন নেই। চিন্তাই নেই, বাবার হয়ে যেতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধকে ভুলে পারলৌকিক সম্বন্ধ জুড়তে হবে। কলিযুগে তো আছেই দুর্গতি। ড্রামানুসারে নীচে নামতেই হবে।

ভারতবাসীরা বলে এই সবকিছুই হলো ঈশ্বরের। তিনি হলেন মালিক। তোমরা কে? আমরা হলাম আত্মা। বাকি এই সবকিছুই হলো ঈশ্বরের। এই দেহ ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে তা পরমাত্মা দিয়েছেন। মুখে বলে সঠিক। বলে দেয় এ সবকিছু ঈশ্বর দিয়েছেন। আত্মা তাহলে ওঁনার দেওয়া জিনিসের প্রতি চিন্তা খোড়াই করা উচিত। কিন্তু সে পথেও চলে না। রাবণের মতে চলে। বাবা বুঝিয়ে থাকেন তোমরা তো হলে ট্রাস্টি। কিন্তু রাবণ সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে তোমরা ট্রাস্টি ভাবের মধ্যেও নিজেকে ধোঁকা দিয়ে থাকো। মুখে বলা এক, করো অন্য। যে জিনিস বাবা দিয়েছেন, তারপর নিয়ে নিয়েছেন, তাহলে তাতে তোমাদের দুঃখ কেন হয়? মমত্ব দূর করার জন্যই এই সমস্ত কথা বাবা নিজের বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন। এখন বাবা এসেছেন। তোমরাই ডেকেছিলে -- বাবা আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে চলো। আমরা রাবণ রাজ্যে অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছি। এসে আমাদের পবিত্র করো, কারণ মনে করে পবিত্র হওয়া ব্যতীত আমরা যেতে পারি না। আমাদেরকে নিয়ে চলো। কোথায়? ঘরে নিয়ে চলো। সকলেই বলে আমরা ঘরে যাবো। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরাও চায় আমরা কৃষ্ণপূরী, বৈকুণ্ঠে যাব। সত্যযুগই স্মরণে আসে। এ হলো প্রিয় জিনিস। মানুষ মারা গেলে স্বর্গে যায় না। স্বর্গ তো সত্যযুগেই থাকে, কলিযুগে হয় নরক। তাহলে অবশ্যই পুনর্জন্ম নরকেই হবে। এ কোনো সত্যযুগ খোড়াই! না তা নয়। সে তো হলো ওয়ান্ডার অফ

ওয়ার্ল্ড (বিশ্বের বিস্ময়)। বলেও, বোঝেও তবুও কেউ মারা গেলে তখন আত্মীয়-পরিজনেরা কিছুই বোঝে না। বাবার কাছে যে ৮৪ চক্রের নলেজ রয়েছে তা বাবাই দিতে পারেন। তোমরা তো নিজেদেরকে দেহ মনে করতে, তা ভুল ছিল। এখন বাবা বলেন দেহী-অভিমানী ভব। শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারে না যে দেহী-অভিমানী ভব। ঔনার তো নিজের দেহ রয়েছে, তাই না ! শিববাবার তো নিজস্ব দেহ নেই। এ হল ঔনার রথ, যার মধ্যে উনি বিরাজমান। এ হলো ঔনার রথ, আবার ঔনারও রথ। ঔনার নিজের আত্মাও আছে। বাবারও লোন নেওয়া রয়েছে। বাবা বলেন, আমি ঔনার (শরীরের) আধার নিয়ে থাকি। নিজের তো নেই। তাহলে পড়াবো কিভাবে ? বাবা রোজ বসে বাচ্চাদেরকে আকর্ষণ করেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে দেখো। এই শরীরও ভুলতে থাকো। আমি তোমাদেরকে দেখি, তোমরা আমাকে দেখো। তোমরা যত বাবাকে দেখবে, পবিত্র হতে থাকবে। পবিত্র হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। যদি হয় তো বলো, যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে যায় ? গঙ্গার জলে তো হবে না। প্রথমে তো যেকোনো কাউকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। এমন বাবা তো আর কেউই হতে পারে না। নাড়ী দেখো, অনুভব করো, যাতে বিস্মিত হয়ে যায়! বুঝবে অবশ্যই যে ঔনাকে পরমাত্মা বলা হয়। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে বাবা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। আমি কে? সেও বাচ্চারা জানে। হিস্ট্রি রিপিট হয়। যে এই কুলের হবে সেই আসবে, বাকি সকলেই আপন আপন ধর্মে চলে যাবে। যারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা পুনরায় বেরিয়ে এসে নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে, সেইজন্য নিরাকারী বৃক্ষও দেখানো হয়েছে। বাচ্চারা, এই সমস্ত কথা তোমরাই বোঝো, বাকিরা তো কেউ মুশকিলই বোঝে। ৭-৮ জনের মধ্যে কোনো ১-২ জন বেরোবে যারা বুঝবে। এই নলেজ হলো অত্যন্ত ভালো। যারা এখানকার হবে তাদের ঝড় কম আসবে। মনে হবে আবার যাই, গিয়ে শুনি। কেউ আবার সপ্তের রঙেও চলে আসে, তারপর আর আসে না। যেখানে পার্টিকে (দল) যেতে দেখবে সেখানেই জুড়ে যাবে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কত পরিশ্রম করতে হয়। প্রতিমুহূর্তে বলে যে আমরা ভুলে যাই। আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়। সেও প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। বাবাও জানেন যে বাচ্চারা কামচিভায় বসে কালো হয়ে গেছে, কবরে ঢুকে গেছে, সেইজন্য কালো হয়ে গেছে। তাদেরকেই পুনরায় বাবা বলেন - আমার বাচ্চারা সকলেই পুড়ে মারা গেছে। এ হলো অসীম জগতের কথা। কত কোটি কোটি আত্মারা আমার ঘরে বসবাস করে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে থাকে। বাবা তো অসীমের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই না ! তোমরাও অসীমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমরা জানো যে বাবা স্থাপনা করে চলে যাবেন, তারপর তোমরা রাজত্ব করবে। বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মারূপী পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) তোমাদের অর্থাৎ অ্যাক্টরদের প্রতি রাবণ (কোনো বিকারী আত্মা) যদি ঈর্ষা করে, বিঘ্ন সৃষ্টি করে, ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝখানে ফেলে দেয়, তখন তাকে না দেখে নিজের পুরুষার্থে তৎপর থাকতে হবে। কারণ এই ড্রামায় প্রত্যেক অ্যাক্টরের নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। এই অনাদি ড্রামা বানানোই রয়েছে।

২ ) রাবণের মতানুসারে চলে ঈশ্বরের আমানত তহরুপ (খয়ানত) করো না। সকলের থেকে মমত্ব সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* সর্বদা একরস মুডের দ্বারা সমস্ত আত্মাদেরকে সুখ-শান্তি-প্রেমের অঞ্জলী প্রদানকারী মহাদানী ভব বাচ্চারা, তোমাদের মুড যেন সর্বদা খুশিতে একরস থাকে। কখনো মুড অফ, কখনো মুড অত্যন্ত ভালো... এইরকম নয়। সদা মহাদানী হয় যারা, তাদের মুড কখনো বদল হয় না। দেবতায় পরিণতকারী মানে যারা দান করেন। তোমাদের কেউ কিছু দিলেও তোমরা মহাদানী বাচ্চারা সকলকে সুখের অঞ্জলী, শান্তির অঞ্জলী, প্রেমের অঞ্জলী দাও। শরীরের সেবার সাথে মন থেকে এইরকম সেবায় বিজী থাকো তবেই ডবল পুণ্য জমা হয়ে যাবে।

\*স্নোগানঃ:-\* তোমাদের বিশেষত্ব গুলি হলো প্রভু প্রসাদ, এগুলিকে শুধুমাত্র নিজের প্রতি ইউজ করো না, বন্টন করো আর বৃদ্ধি করতে থাকো।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্মাজীত হয়ে যেতে হবে, সেইজন্য ভিতরে কোনো প্রকারের ক্ল' (ক্রটি) থাকা উচিত নয়, নিজেকে নিরীক্ষণ করে দুর্বলতা গুলি দূর করতে থাকো"

\*প্রশ্নঃ - কোন্ অবস্থাকে তৈরী করাতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়? এর জন্য পুরুষার্থ কি?

\*উত্তরঃ - এই চোখের দ্বারা দেখার মতো কোন জিনিসই যেন সামনে না আসে। দেখেও দেখো না। দেহতে থেকে দেহী-অভিমানী থাকো। এই অবস্থা তৈরী করতে টাইম লাগে। বুদ্ধিতে বাবা আর পরমধাম গৃহ ছাড়া কোনো বস্তু যেন স্মরণে না আসে, এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হয়। নিজের চার্ট রাখতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চারা এটা তো জানে যে আমরা নিজেদের দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি, এতে রাজাও আছে আবার প্রজাও আছে। পুরুষার্থ তো সবাই করে, যারা বেশী পুরুষার্থ করে, তারা বেশী প্রাইজ নেয়। এটা তো হলো একটা কমন্স ল'। এটা কোনো নতুন কথা নয় । একে দৈবী বাগান বোলো বা রাজধানী বোলো। এখন এটা হলো কলিযুগী বাগিচা বা কাঁটার জঙ্গল। বাগানে যেমন কোনোটা অনেক ফল দেওয়ার মতো বৃক্ষ হয়, কোনটা বা কম ফল দেওয়ার মতো হয়। কোনটা স্বল্প রস যুক্ত আম হয়, কোনটা বা অন্যরকম। ফুল-ফলের এইরকম বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ হয়। সেই রকমই বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে হয়। কেউ খুব ভালো ফল দেয়, কেউ সামান্য ফল দেয়। বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ হয়। এটা হলো ফল দিতে সক্ষম এমন বাগান। পূর্ব কল্পের মতোই এই দৈবী বৃক্ষ স্থাপনার কাজ চলছে বা ফুলের বাগানের স্থাপনা হচ্ছে। ধীরে ধীরে মিষ্টি সুগন্ধিও হয়ে উঠছে - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। সব তো ভ্যারাইটি। বাবার কাছেও আসে, বাবার মুখ দেখার জন্য । এটা তো অবশ্যই বুঝতে পারো যে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলছেন। বাচ্চারা অবশ্যই এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত। অসীম জগতের পিতা আমাদের অসীম জগতের মালিক করে তুলছেন। মালিক হওয়ার জন্য খুশীও অনেক হয়। জাগতিক মালিকানায় দুঃখ আছে, এই খেলাই সুখ আর দুঃখের সাথে তৈরী হয়ে আছে আর এটা ভারতবাসীদেরই জন্য। বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন প্রথমে তো নিজের ঘর সংসারকে সামলাও। ধনী ব্যক্তির কিম্বা বাড়ীর মালিকের তো বাড়ীর জন্য চিন্তা থাকে। তবে বাবাও বসে একেক জন বাচ্চাকে দেখতে থাকেন যে, তার মধ্যে কি কি গুণ আছে আর কি কি অগুণ আছে? বাচ্চারা নিজেরাও জানে। বাবা যদি বলেন যে বাচ্চারা, তোমরা সবাই নিজেদের ক্রটি কি তা নিজেরাই লিখে নিয়ে আসো তো শীঘ্রই লিখতে পারবে। আমি নিজের মধ্যে কি কি ক্রটি আছে বলে মনে করছি? কোনো না কোনো ক্রটি তো অবশ্যই আছে। কেউই তো এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। হ্যাঁ, হতে হবে অবশ্যই। প্রতি কল্পে যে হয়েছে এতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এই সময় ক্রটি রয়েছে । আর সে সব বাবাকে বললে তিনিই এই প্রসঙ্গে (ক্রটিমুক্ত হতে) বোঝাবেন। এই সময় অনেক ক্রটি আছে। মুখ্য ক্রটি গুলি হয়ই দেহ-অভিমানের কারণে। আবার সেটা অনেক হযরান করে। স্থিতিকে এগোতে দেয় না, সেইজন্য এখন সম্পূর্ণ ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এই শরীরও এখন ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে। দৈবী গুণও এখানেই ধারণ করে যেতে হবে। কর্মাজীত অবস্থায় যাওয়ার অর্থও তো বাবা বোঝাচ্ছেন। কর্মাজীত হয়ে গৃহে ফিরে যেতে গেলে কোনো ক্ল'-ই যেন না থাকে, কারণ তোমরা তো হীরেতে পরিণত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কি কি ক্ল' (খাদ) আছে! এটা তো প্রত্যেকেই জানে, কারণ তোমরা হলে চৈতন্য। হীরের মতো জড় পদার্থে ক্ল' হলে সে কি আর বের করা যায়! তোমরা হলে চৈতন্য, তোমরা এই ক্ল' থেকে মুক্ত হতে পারো। তোমরা কড়ির থেকে হীরের মতো হয়ে ওঠো। তোমরা নিজেদের ভালো ভাবেই জানো। সার্জন প্রশ্ন করছেন তোমার এমন কোন্ ক্রটি রয়েছে যা তোমাকে আটকে দিচ্ছে, সামনে এগোতে দিচ্ছে না? ক্রটি গুলি তো শেষে তৈরী হয়। এসব এখন সরিয়ে দিতে হবে। যদি ক্রটি মুক্ত না হয় তবে হীরের ভ্যালু কম হয়ে যায়। ইনিও একজন খুব চতুর জহরী। সারাটি জীবন এই চোখে শুধু হীরেই দেখেছেন। এরকম মণিকার (জহরী) কেউই নেই, যার কিনা এতো হীরে পরীক্ষা করার আগ্রহ রয়েছে । তোমরাও হীরেতে পরিণত হচ্ছে। জানো যে কোনো না কোনো ক্রটি অবশ্যই আছে। সম্পূর্ণ তৈরী হওনি। চৈতন্য হওয়ার কারণে তোমরা পুরুষার্থের দ্বারা ক্ল' সমাপ্ত করে দিতে পারো। হীরের মতো তো অবশ্যই হতে হবে, আর তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে।

বাবা বলেন তোমাদের অবস্থা এইরকম অবিচল যেন হয় যে, শরীর ছাড়ার সময় শেষে কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এটা তো ক্লীয়ার। বন্ধু-স্বজন ইত্যাদি সবাইকে ভুলতে হবে। সম্বন্ধ রাখতে হবে এক বাবার সাথেই। এখন তোমরা হীরে তৈরী

হচ্ছে। এ হলো রত্ন-সামগ্রীর দোকান। তোমরা প্রত্যেকে হলে এক একজন মণিকার। এই কথা দ্বিতীয় আর কেউ জানে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো - প্রত্যেকের হৃদয়ে আছে, আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি - পুরুষার্থ অনুসারে। যারি উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছে, তারা অবশ্যই পুরুষার্থ করেছে। তারা তো তোমাদের মধ্যেই কেউ। বাচ্চারা, তোমাদেরই এতো পুরুষার্থ করতে হবে, সেইজন্য বাবা প্রতিটি বাচ্চাকে দেখতে থাকেন। যেরকম অনেক ফুল দেখা হয় - এটা কেমন সুগন্ধি ফুল! ওটা কেমন! এছাড়া এদের মধ্যে কি ফুল (খুঁত) আছে? কারণ তোমরা হলে চৈতন্য। চৈতন্য হীরে জানতে পারে যে আমার মধ্যে কি কি ক্রটি আছে, যা কি না বাবার সাথে আমাদের বুদ্ধি যোগ ভঙ্গ করে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়ায়। বাবা তো বলেন বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো। দ্বিতীয় কোনো স্মরণ যেন না আসে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যারা তৈরী হয়ে সার্ভিস করার জন্য বেরিয়ে ছিল, তাদের দ্বারা ভাঙি তৈরী হয়েছিল। দেখা যায় যারা পুরানো তারা ভালো সার্ভিস করেছে। নতুনদের মধ্যেও কেউ কেউ এড হতে থাকে। পুরানোদের ভাঙি হতো। যদিও পুরানো কিন্তু তাও ক্রটি অবশ্যই আছে। প্রত্যেকেই নিজের মন থেকে বুঝতে পারে যে বাবা যে অবস্থা তৈরী করার কথা বলছেন সেটা এখনও তৈরী হয়নি। এইম অবজেক্ট তো বাবা বোঝাচ্ছেন। সব থেকে বেশী খাদ হলো দেহ-অভিমানের, তখনই দেহের প্রতি বুদ্ধি চলে যায়। দেহতে থেকেও দেহী-অভিমानी হতে হবে। এই চোখ দিয়ে দেখার মতো কোনো জিনিসই যেন সামনে না আসে, এইরকম স্থিতি গড়ে তুলতে হবে। ((আমাদের বুদ্ধিতে এক বাবা আর শান্তিধাম ব্যতীত কোন বস্তুই যেন স্মরণে না আসে। কিছুই সাথে নিয়ে যাবে না। সর্বপ্রথম আমরা নতুন সম্বন্ধে আসি। এখন হলো পুরোনো সম্বন্ধ। পুরোনো সম্বন্ধের এতোটুকুও যেন স্মরণে না আসে। মহিমাও আছে অন্তিম কালে যে নারীকে স্মরণ করে (পরের জন্মে তবে বেশ্যা হতে হবে)... এটা এখনকার কথা। গান কলিযুগী মানুষেরা বানিয়েছে। কিন্তু বুঝতে তো আর পারেনি। আসল কথা বাবা বোঝাচ্ছেন- এক বাবা ব্যতীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। এক বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডন হয়ে যাবে আর পবিত্র হীরে হবে। কোনো কোনো পাথর তো খুবই ভ্যালুয়েবল হয়। মণিকও ভ্যালুয়েবল হয়। বাবা নিজের থেকেও বাচ্চাদের ভ্যালু উঁচু করতে থাকেন। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হয়, বাবা বলেন অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে দেখো- আমাদের মধ্যে কি ক্রটি আছে? কতোটা দেহ-অভিমান আছে? পুরুষার্থের জন্য বাবা বিভিন্ন যুক্তি সমূহ বোঝাতে থাকেন। যতটা হয় একের স্মরণে থাকো। যতো প্রিয়ই হোক, সুন্দর বাচ্চারা খুব লাভলী হোক, তাও যেন কারোর স্মরণ না আসে। এখানকার কোন জিনিসই যেন স্মরণে না আসে। কোনো কোনো বাচ্চাদের খুব মোহো থাকে। বাবা বলেন তাদের সবার প্রতি মমত্ববোধ সরিখে দিয়ে একের স্মরণে থাকো। এক লাভলী বাবার সাথেই যোগ রাখতে হবে। তাঁর থেকে সব কিছু পাওয়া যায়। যোগের দ্বারাই তোমরা ভালোবাসার যোগ্য(লাভলী) হও। লাভলী আত্মা হয়ে ওঠো। বাবা তো হলেন মনোহর (লাভলী) বিশুদ্ধ( পিওর)। আত্মাকে লাভলী পিওর তৈরী করার জন্য বাবা বলেন- বাচ্চারা, যতো আমাকে স্মরণ করবে তোমরা অপারিসীম লাভলী হয়ে উঠবে। তোমরা এতো লাভলী হয়ে ওঠো যে তোমাদের অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের কে এখনও পূজা করা হয়। খুব লাভলী হও না! অর্ধ কল্প তোমরা রাজ্য করো আর তারপর অর্ধ-কল্প তোমারই পূজা হও। তোমরা নিজেরাই পূজারী হয়ে নিজের চিত্রকে পূজা করো। তোমরা সব থেকে লাভলী হবে, কিন্তু যখন লাভলী বাবা কে ভালো করে স্মরণ করবে, তখনই লাভলী হবে। এক বাবা ব্যতীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। তবে নিজেকে নিরীক্ষণ করো যে বাবাকে অনেক ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি তো? বাবার স্মরণে প্রেমের অশ্রু এসে যায়। বাবা, আমার তো আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ নেই। আর কাউকে স্মরণে আসে না, মায়ার ঝড় যেন না আসে। ঝড় তো অনেক আসে। নিজের উপর অনেক নিরীক্ষণ করতে হবে। আমাদের লভ বাবা ব্যতীত আর কোনো দিকে যাচ্ছে না তো? যতই অনেক সুন্দর জিনিস হোক, তাও এক বাবাকেই স্মরণে আসে। তোমরা সকলে একজন প্রিয়তমর প্রিয়তমা হয়ে ওঠ। প্রিয়তম-প্রিয়তমা যারা হবে, একবার একে অপরকে দেখলো তো, ব্যস! বিবাহ ইত্যাদি করে না, পৃথক থাকে। কিন্তু একে অপরকে স্মরণ বুদ্ধিতে রাখে। এখন তোমরা জানো আমরা সবাই একজন প্রিয়তমরই প্রিয়তমা। সেই প্রিয়তমকে তোমরা ভক্তি মার্গেও অনেক স্মরণ করতে। এখানেও তোমাদের খুবই স্মরণ করতে হবে, যখন তিনি সম্মুখে আছেন। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের জীবন তরণী পার হয়ে যাবে, এতে কোনো সংশয় নেই। ভগবানের সাথে মিলনের জন্য সবাই ভক্তি করে।

এখানে কোনো কোনো বাচ্চারা তো দধিচীর মতো সার্ভিস করে। সার্ভিসের জন্য যেন একদম ফুটতে থাকে। খুবই পরিশ্রম করে। তোমরা এটাও জানো যে বড় মানুষেরা এতো বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু তোমাদের পরিশ্রম কখনো ব্যর্থ হয় না। কেউ বুঝে নিয়ে যোগ্য হয়ে ওঠে, তবে বাবার সম্মুখে আসে। তোমরা মনে করো এ লায়েক হলো কি না। তাদের দৃষ্টি তো তোমাদের মতো বাচ্চাদের সাথে মিলে যায়, বাচ্চারা, সুসজ্জিত তো তোমরাই করেছ। যারাই এখানে এসেছে, তাদের সকলকে তোমরা এই বাচ্চারা সুসজ্জিত করেছ। বাবা তোমাদের করিয়েছেন। যাতে নিজের থেকেও অপরকে ভালো করতে পারা যায়। সবার তো নিজের নিজের ভাগ্য না! কেউ কেউ বোঝার লোক, যারা বোঝাচ্ছে তাদের থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে

যায়। মনে করে এর থেকেও আমি ভালো বোঝাতে পারি। বোঝানোর নেশা উঠে গেলে তো সেটা আবার বের হয়ে যায়। বাপদাদা দুজনেরই হৃদয়ে আসীন হন। অনেক নতুন নতুন আছে, যারা পুরানোদের থেকেও তীক্ষ্ণ। কাঁটা থেকে ভালো ফুল হয়ে পড়ে আছে। সেইজন্য বাবা একেক জনকে বসে দেখছেন- এদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে? এই দুর্বলতা এদের থেকে যদি সরে যায় খুব ভালো সার্ভিস করবে। বাবা যে বাগানের মালিক। মন চায় - উঠে গিয়ে পিছনে গিয়ে দেখি কারণ পিছনে গিয়েও অনেকে বসে। ভালো ভালো মহারথীদের তো সামনে বসা উচিত। এতে কারোর মর্মান্বিত হওয়ার ব্যাপারই নেই। যদি মর্মান্বিত হয় বা মুখ গোমড়া করে তো নিজের ভাগ্যের প্রতি মুখ গোমড়া করবে। সামনে ফুলেদের দেখতে থাকায় অপার খুশী হতে থাকে। এ খুবই ভালো, এর মধ্যে অল্পবিস্তর ডিফেক্ট আছে। এ খুব ভালো পরিচ্ছন্ন। এর ভিতরে কোনো মরচে জমে পড়ে আছে। তো সেই সমস্ত নোংরা বের করে দিতে হবে। বাবার মতো প্রেম কেউ করে না। স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি লভ্য থাকে যে। কিন্তু তার স্বামী তাকে অতো ভালোবাসে না, সে দ্বিতীয়-তৃতীয় স্ত্রী করে নেয়। স্ত্রীর স্বামী গেল তো, ব্যস - হয় হুসেন, হয় হুসেন করতে থাকে (বুক চাপড়াতে থাকে)। পুরুষের তো যেন এক জুতো গেল তো আর একটা নিয়ে এলো। শরীরকে জুতো বলে। শিববারও তো লং বুট। বাচ্চারা, তোমরা এখন মনে করো আমরা বাবাকে স্মরণ করবো, ফার্স্টক্লাস হবো। কেউ কেউ ফ্যাশানেবেল হয় তো জুতো জোড়াও ৪-৫ টা থাকে। নইলে তো আত্মার জুতো এক। পায়ের জুতোও এক জোড়াই হওয়া চাই। কিন্তু ফ্যাশন হয়ে গেছে।

তোমরা এখন মনে করো বাবার থেকে আমরা কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা ঐ প্যারাডাইসের মালিক হতে চলেছি। হেভেনকে বলা হয় ওয়ান্ডার অফ ওয়ান্ডার। অবশ্যই হেভেনলী গড ফাদারই হেভেন স্থাপনা করবে। এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি শ্রীমতের আধারে নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছো। এখানে তো কতো বড় বড় মহল তৈরী করে। এই সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা সেখানে কি করবে! হৃদয়ে আসা দরকার, এখানে তো আমাদের কাছে কিছুই নেই। তেমন যদিও বা বাইরে ঘর- গৃহস্থ থাকে- এটাও বোঝে, সব কিছু বাবার, আমাদের কাছে তো কিছু নেই, আমরা হলাম ট্রাস্টি। ট্রাস্টি নিজের কাছে কিছুই রাখে না। বাবা-ই হলেন মালিক। এই সব কিছু বাবার। গৃহ থেকেও ঐরকমই মনে করো। বিত্তশালীদের বুদ্ধিতে এই ব্যাপারটা আসে না। বাবা বলেন ট্রাস্টি হয়ে থাকো। যা কিছুই করো না কেন বাবার ইশারা দিতে থাকো। লেখে যে বাবা বাড়ী তৈরী করব? বাবা বলেন যদি বানাও, ট্রাস্টি হয়ে থাকো। বাবা বসে আছেন যে। বাবা গেলে তো সবাই এক সাথে আপন গৃহে যাবে। আবার তোমরা চলে যাবে নিজেদের রাজধানীতে। আমাকে আবার প্রতি কল্পে আসতে হবে পবিত্র করতে। নিজের সময় অনুযায়ী আসি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) সব কিছুর থেকে মমত্ব সরিয়ে এক লাভলী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে নিজের দুর্বলতাকে নিরীক্ষণ করে সরিয়ে দিতে হবে। ভ্যালুয়েবেল হীরে হতে হবে।

২) যেরকম বাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুসজ্জিত করেছেন, সেইরকম সকলকে সুসজ্জিত করতে হবে। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবাতে নিযুক্ত হতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

\*বরদান:-\* ব্রাহ্মণ জীবনে একব্রতের পাঠের দ্বারা আত্মিক রয়্যালটিতে থাকা সম্পূর্ণ পবিত্র ভব এই ব্রাহ্মণ জীবনে একব্রতের পাঠ পাক্ষা করে পিউরিটির রয়্যালটিকে ধারণ করে নাও তো সমগ্র কল্পে এই আত্মিক রয়্যালটি চলতে থাকবে। তোমাদের আত্মিক রয়্যালটি আর পিউরিটির ঝলক হলো পরমধামের সকল আত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিকালে দেবতা স্বরূপেও এই পার্সোনালিটি বিশেষ ছিল, পুনরায় মধ্যকালেও তোমাদের চিত্রের বিধিপূর্বক পূজা হয়। এই সঙ্গমযুগের ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো পিউরিটির রয়্যালটি। সেইজন্য যতদিন ব্রাহ্মণ জীবনে জীবিত থাকবে ততদিন সম্পূর্ণ পবিত্র থাকতেই হবে

\*স্নোগান:-\* তোমরা সহনশীলতার দেব আর দেবী হও, তাহলে যারা গালী দিত তারাও এসে আলিঙ্গন করবে।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কখনও বিদ্বান স্বরূপ হবে না, অন্তরে কোনও খামতি থাকলে তা বের করে দাও, এই সময়টি হলো প্রকৃত হীরা হওয়ার সময়"

\*প্রশ্নঃ - কোন বিষয়ে ডিফেক্ট এলেই আত্মার ভ্যালু কম হতে থাকে?

\*উত্তরঃ - প্রথম ডিফেক্ট হলো অপবিত্রতার। আত্মা যখন পবিত্র থাকে তখন তার ভ্যালু বেশি থাকে। আত্মা হলো অমূল্য রতন, নমন যোগ্য। অপবিত্রতার একটুখানি ডিফেক্টও ভ্যালু কম করে দেয়। এখন তোমাদের বাবার মতন এভার পিওর হীরা হতে হবে। বাবা এসেছেন তোমাদের নিজের মতন পবিত্র করতে। পবিত্র বাচ্চাদেরই একমাত্র বাবা স্মরণে আসবে। বাবার সঙ্গে অখন্ড ভালোবাসা থাকবে। কাউকে কখনও দুঃখ দেবে না। তারা খুব মিষ্টি হবে।

ওম্ শান্তি। ডবল ওম্ শান্তিও বলা যায়। বাচ্চারাও জানে এবং বাপদাদাও জানেন। ওম্ শান্তির অর্থ হলো আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ। এবং সঠিকভাবে শান্তির সাগর, সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর পিতার সন্তান। সর্বপ্রথম হলো পবিত্রতার সাগর। পবিত্র হতেই মানুষের কষ্ট হয়। এবং পবিত্র হওয়ার অনেক গ্রেড রয়েছে। প্রতিটি বাচ্চা বুঝতে পারে, এইভাবে গ্রেড বাড়তে থাকে। এখন আমরা সম্পূর্ণ হইনি। কোথাও কোথাও কারো কারো মধ্যে কিছু কিছু ডিফেক্ট আছেই। কারো বেশী, কারো কম ডিফেক্ট থাকে। বিভিন্ন রকমের হীরা থাকে। তাকে আবার ম্যাগনিফাই গ্লাস দিয়ে দেখা হয়। অতএব যেমন বাবার আত্মাকে বুঝে নেওয়া হয়, তেমনই আত্মা রূপী বাচ্চাদেরও বুঝতে হয়। এরা রত্ন কিনা। রত্নরাজি হলো নমনযোগ্য। মুক্ত, পোখরাজ, মানিক ইত্যাদি সবই নমন যোগ্য, তাই সবরকম ভ্যারাইটি রাখা হয়। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তো আছেই, তাইনা। তারা বুঝতে পারে অসীম জগতের বাবা হলেন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের জহরী, তিনি একমাত্র একজন। তাঁকে অবশ্যই মণিকার (জহরী) বলা হবে। জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন যে, তারপরে রত্নও (ব্রহ্মাবাবা) হলেন জহরী, তিনিও রত্নের মূল্য জানেন। হীরে জহরত দেখতে হলে খুব ভালো করে ম্যাগনিফাই গ্লাস দিয়ে দেখতে হয়- তাতে কতটা ডিফেক্ট আছে! এটা কোন রত্ন? কতখানি সার্ভিসেবল? ইচ্ছে হয় রত্ন দেখার। ভালো রত্ন হলে যত্ন সহকারে দেখা হয়। এই রত্নটি খুব ভালো। এই রত্নটি সোনার বাসে রাখা উচিত। পোখরাজ ইত্যাদি সোনার কোঁটোতে রাখা হয়, তাই না! এখানেও এমন যেন অসীম জগতের রত্ন তৈরি হয়। প্রত্যেকে নিজের মনকে জানো - যে আমরা কোন ধরনের রত্ন? আমাদের মধ্যে কোনও ডিফেক্ট নেই তো? যেমন হীরে জহরত ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তেমনই প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। তোমরা তো হলে চৈতন্য রত্ন। অতএব প্রত্যেককে নিজেকে দেখতে হবে- আমরা কতখানি সবুজ পরী, নীল পরী হয়েছি। যেমন ফুলের মধ্যে কেউ সর্বদা গোলাপ, কেউ গোলাপ, কেউ অন্য কিছু হয়। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। প্রত্যেকে নিজেকে ভালো ভাবেই জানো। নিজেকে সারা দিন দেখো যে কি কি করলাম? বাবাকে কতখানি স্মরণ করলাম? এই কথাও বাবা বলে দিয়েছেন যে গৃহস্থ থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা নারদকেও বলেন - নিজের চেহারা দেখো। এ হলো একটি দৃষ্টান্ত। বাচ্চারা, তোমাদের প্রত্যেককে নিজেদেরকে ভালো ভাবে দেখতে হবে। পরখ করতে হবে যে, বাবার দ্বারা আমরা এমন হীরে তুল্য হই তাঁর সঙ্গে আমাদের কতটুকু ভালোবাসা আছে? অন্য কোনও দিকে বৃত্তি যায় না তো? আমার কতখানি দৈবী স্বভাব হয়েছে? স্বভাব-ই আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। প্রত্যেকের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। সেই নেত্র দিয়েই নিজের চেকিং করতে হবে। আমি কত খানি বাবার স্মরণে থাকি? আমার স্মরণ বাবার কাছে কতখানি পৌঁছায়? তাঁর স্মরণে শিহরণ অনুভব হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা নিজে বলেন মায়ার এমন বিদ্বান আসে যে খুশীর অনুভূতি হতে দেয় না। বাচ্চারা জানে এখন আমরা সবাই হলাম পুরুষার্থী। রেজাল্ট তো পরে বেরোবে। নিজের চেকিং করতে হবে। ক্ল ইত্যাদি তোমরা এখন বের করতে পারো। একেবারে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। যদি একটুও ডিফেক্ট থাকে তো বুঝবে, আমাদের ভ্যালু কম হবে। তোমরা হলে রত্ন তাইনা। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এভার পিওর হীরা হওয়া উচিত। পুরুষার্থ করানোর জন্যে বাবা বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে থাকেন।

(আজ যোগ চলাকালীন বাপদাদা সন্দলী অর্থাৎ তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে সভার মাঝখানে পরিগ্রহ করে এক একটি বাচ্চার সঙ্গে দৃষ্টি মিলন করছিলেন) বাবা আজ কেন উঠলেন? দেখার জন্যে যে কোন কোন বাচ্চা সার্ভিসেবল? কারণ কেউ এখানে কেউ সেখানে বসে থাকে। তাই বাবা উঠে গিয়ে এক একজনকে দেখলেন - কার কি গুণ আছে? এনার কতখানি ভালোবাসা আছে? সব বাচ্চারা সামনে বসে আছে, তো সবাই খুব প্রিয় অনুভূত হয়। কিন্তু এই কথা তো অবশ্যই যে নম্বর

অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে প্রিয় অনুভূত হবে। বাবা তো জানেন - কার কি কি ডিফেক্ট আছে? কারণ যে দেহে বাবা প্রবেশ করেছেন, তিনিও নিজের চেকিং করেন। এইখানে দুইজনেই বাপদাদা একত্রে রয়েছেন তাইনা। অতএব যে যত খানি অন্যদের সুখ প্রদান করে, কাউকে দুঃখ দেয় না তারা আড়ালে থাকতে পারবে না। গোলাপ, মুক্তো কখনও লুকিয়ে থাকতে পারে না। বাবা সব কিছু বাচ্চাদের বুঝিয়ে দেন তারপরে বাচ্চাদের বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ বা বিকার বেরিয়ে যাবে। স্মরণ করার সময়ে সারা দিন কি করলে, সেসবও দেখতে হবে। আমার মধ্যে কি অবগুণ আছে যে, বাবার হৃদয়ে স্থান অর্জনের যোগ্য? যে হৃদয়ে সেই রাজ সিংহাসনে। তাই বাবা উঠে কাছে গিয়ে বাচ্চাদের দেখেন, আমাদের রাজ সিংহাসন বাসী কারা কারা হতে চলেছে? যখন সময় কাছে আসে, তখন বাচ্চার চট করে বুঝে যায় - আমরা পাস করব কিনা? ফেল হওয়ার হলে প্রথম থেকেই বাচ্চার বুঝে যায় যে আমাদের নম্বর কম হবে। তোমরাও বুঝতে পারো আমরা কত নম্বর পাবো। আমরা স্টুডেন্ট, কার স্টুডেন্ট? ভগবানের। আমরা জানি ভগবান বা শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা পড়ান। তো কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। বাবা আমাদের কত ভালোবাসেন, কত মিষ্টি, কোনো কষ্ট দেন না। শুধু বলেন এই সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করো। বেশি পড়াশোনা নেই। এইম অবজেক্ট সামনে আছে। আমাদের এমন হওয়া উচিত। দৈবী গুণের এইম অবজেক্ট রয়েছে। তোমরা দৈবী গুণ ধারণ করে দেবতা সম পবিত্র হও তবেই মালায় গাঁথা হও। অসীমের পিতা আমাদের পড়ান। খুশী অনুভব হয় কিনা। বাবা নিশ্চয়ই নিজের মতন পিওর নলেজফুল বানাবেন। এর মধ্যে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবই এসে যায়। এখনও কেউ পরিপূর্ণ হয়নি। শেষে পূর্ণ হবে। তার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে তো সবাই ভালোবাসে। 'বাবা' বললে মনটাই আনন্দে ভরে যায়। বাবার কাছে বিশাল অবিনাশী অধিকার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন যেন না যায়। বাবার স্মরণ যেন সব সময় থাকে। বাবা, বাবা, বাবা, খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। রাজার সন্তানের রাজত্বের নেশা তো থাকবে তাইনা। এখন তো রাজাদের মান নেই। যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন তাদের মান ছিল। সবাই তাদের সেলাম করত ভাইসরয় বাদে। বাকিরা সবাই রাজাকে প্রণাম জানাতো। এখন তাদের কি দুর্গতি হয়েছে। এই কথাও তোমরা জানো যে তারা কেউ এসে রাজ্য পদ নেবে না।

বাবা বুঝিয়েছেন আমি হলাম দীনের নাথ। গরিব খুব শীঘ্র বাবাকে চিনতে পারে। তারা ভাবে এই সবকিছুই তাঁর। তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী আমরা সব কিছু করব। তাদের তো নিজস্ব ধন সম্পদের নেশা থাকে তাই তারা এইসব করতে পারেনা সেইজন্যে বাবা বলেন আমি হলাম দীনের নাথ। কিন্তু হ্যাঁ, ধনী মানুষদের আগমন হলে গরিবদের আসা সহজ হয়। তারা দেখবে এত বড় বড় মানুষ এখানে যায়, সেই দেখে তারাও আসবে। কিন্তু গরিবরা খুব ভয় পায়। একদিন তারাও তোমাদের কাছে আসবে। সেই দিনটিও আসবে। তখন তাদের তোমরা যখন বোঝাবে তো তারা খুব খুশী হবে। একদম স্থির হয়ে যাবে। তাদের জন্যে তোমরা বিশেষ সময়ও রাখবে। বাচ্চাদের ইচ্ছে তো হয় আমাদের তো সবার উদ্ধার করতে হবে। তারা পড়াশোনা করে বড় বড় অফিসার হয়ে যায় তাইনা। তোমাদের হল ঈশ্বরীয় মিশন। সবার উদ্ধার করতে হবে তোমাদের। গায়নও আছে - শবরীর মিষ্টি ফল খেয়েছে। বিবেকও বলে দান সর্বদা গরিবদের করা উচিত, ধনীদের নয়। তোমাদের ভবিষ্যতে এইসব করতে হবে। এর জন্যে যোগের বল বা শক্তি চাই, যাতে তারা আকৃষ্ট হয়ে আসে। যোগবল কম হয় দেহ-অভিমানের জন্যে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমাদের বাবার স্মরণ কতক্ষণ থাকে? অন্য কোথাও মন যায় না তো? এমন অবস্থা চাই, যে কাউকেও দেখে যেন মন চঞ্চল না হয়। বাবার আদেশ হল দেহ-অভিমानी হয়ো না। সবাইকে নিজের ভাই ভাবো। আত্মা জানে আমরা হলাম ভাই-ভাই। দেহের সকল ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। শেষে যদি কিছু স্মরণে আসে তাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। নিজের এমন মজবুত অবস্থা তৈরি করতে হবে এবং সার্ভিসও করতে হবে। অন্তরে বুঝতে হবে - এমন অবস্থা হলে তবে এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হতে পারে। বাবা তো ভালো রীতি বোঝান, অনেক সার্ভিস এখনও বাকি আছে। তোমাদের শক্তি থাকলে তারা আকৃষ্ট হবে। অনেক জন্মের দাগ বা কাট লেগে রয়েছে, এই রূপ খেয়াল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের থাকা উচিত। সকল আত্মাদের পবিত্র করতে হবে। মানুষরা তো জানে না, এইসব তোমরাই জানো তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা সব কথা বোঝাতে থাকেন, নিজেকে পরখ করতে হবে। যেমন বাবা অসীমে দাঁড়িয়ে আছেন, বাচ্চাদেরও অসীমের চিন্তন করতে হবে। বাবার কত স্নেহ আছে আত্মাদের জন্যে। এত দিন স্নেহ ছিলনা কেন? কারণ ডিফেক্টেড ছিলে। পতিত আত্মাদের কি আর ভালোবাসবেন। এখন তো বাবা সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করতে এসেছেন। সুতরাং লাভলী অবশ্যই হতে হবে। বাবা-ই হলেন লাভলী, বাচ্চাদের খুব আকৃষ্ট করেন। দিন প্রতিদিন যত পবিত্র হবে, ততই তোমরা আকৃষ্ট হবে। বাবার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এমন টান অনুভব হবে যে তোমরা থেমে থাকবেনা। তোমাদের অবস্থাও হবে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এখানে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলে এমন মনে হবে যে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করি। এমন বাবার সঙ্গে যেন হারিয়ে না যায়। বাবাও আকৃষ্ট হন বাচ্চাদের প্রতি। এই বাচ্চা-টি তো কামাল করেছে। খুব ভালো সার্ভিস করে। হ্যাঁ, কিছু ডিফেক্টও আছে তবুও অবস্থা

অনুযায়ী সময় অনুসারে খুব ভালো সার্ভিস করে। কাউকে দুঃখ দেবে এমন আসামী চোখে পড়েনা। রোগ ইত্যাদি তো হল কর্ম ভোগ। নিজেরাও বুঝতে পারে যতক্ষণ এখানে থাকা কিছু না কিছু লেগেই থাকবে। যদিও এইটি হল রথ তবুও শেষ পর্যন্ত কর্ম ভোগ তো থাকবেই। এমন নয়, আমি এনাকে (ব্রহ্মাকে) আশীর্বাদ করব। এনারও নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। হ্যাঁ, রথ অর্থাৎ দেহ দিয়েছেন, তার জন্যে কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক বাঁধেলি রা কিভাবে আসে। কিরকম যুক্তি দিয়ে মুক্তি পেয়ে আসে, তাদের যত ভালোবাসা থাকে, অন্য কারো থাকে না। অনেকের আবার ভালোবাসা থাকেই না। সেই বাঁধেলিদের (যারা বন্ধনে রয়েছে) সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। বাঁধেলিদের যোগ কোনো অংশে কম নয়। স্মরণ করে অনেক কাঁদে তারা। বাবা, ও বাবা, কবে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করব? বাবা, বিশ্বের মালিক করেন, আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে? এমন এমন বাঁধেলিরা আছে ভালোবেসে চোখের জল ফেলে। তাদের দুঃখ করা চোখের জল নয়, সেই অশ্রু জল ভালোবাসার মুক্তো হয়ে যায়। সুতরাং বাঁধেলি দের যোগ কি কম নাকি। স্মরণে অনেক কষ্ট ভোগ করে। ও বাবা আমরা আপনার সঙ্গে কবে দেখা করব? সর্ব দুঃখ হরণ করেন বাবা! বাবা বলেন যতক্ষণ তোমরা স্মরণে থাকবে, সার্ভিসও করবে, যদি কেউ বন্ধনে থাকে, নিজে সার্ভিস করতে পারবে না কিন্তু তারা স্মরণের শক্তি প্রাপ্ত করে। স্মরণেই সবকিছু সমাযিত আছে, কষ্ট পায় তারা। বাবা কবে সময় হবে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করব? অনেক স্মরণ করে। ভবিষ্যতে গিয়ে দিন-প্রতিদিন তোমরা আরও আকৃষ্ট হবে। স্নান করার সময়, কাজ করতে করতে স্মরণেই থাকবে। বাবা, কবে সেই দিন আসবে যেদিন এই বন্ধন শেষ হবে? তারা জিজ্ঞাসা করে - বাবা, এরা আমাদের ডিস্টার্ব করে, কি করা যায়? বাচ্চাদের মারধর করা যেতে পারে? পাপ হবে না তো? বাবা বলেন আজকালকার বাচ্চারা এমন যে কোনও কথা নেই! কারো স্বামীর সঙ্গে দুঃখ থাকলে মনে মনে ভাবে - এই বন্ধন থেকে মুক্ত হব তাহলে বাবার সঙ্গে দেখা করব। বাবা, খুব শক্ত এই বন্ধন, কি করি? স্বামীর বন্ধন থেকে কবে মুক্তি পাব? শুধু বাবা-বাবা করতে থাকে তারা। তাদের টান অনুভব তো হয় তাইনা। অবলা নারী সহ্য করতে থাকে। বাবা বাচ্চাদের ধৈর্য রাখতে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে সব বন্ধন শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) নিজের চেকিং করতে হবে আমার মধ্যে কোনও অবগুণ নেই তো? আমার স্মরণ কতদূর পর্যন্ত বাবার কাছে পৌঁছায়? আমার স্বভাব কি দৈবী স্বভাব? বৃত্তি অন্যদিকে যায় না তো?

২ ) এমন লাভলী হতে হবে যে বাবারও তোমার আকর্ষণ হতে থাকে। সবাইকে সুখ দিতে হবে। ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* সাথীকে সদা সাথে রেখে সহযোগের অনুভবকারী কন্সাইন্ড রূপধারী ভব  
সদা “আমি আর বাবা” এইরকম কন্সাইন্ড থাকো যাতে কেউ আলাদা করতে না পারে। কখনও নিজেকে একা মনে করবে না। বাপদাদা হলেন অবিনাশী সাথী, তোমাদের সকলের সাথে আছেন। বাবা বলে ডাকলে আর বাবা হাজির হয়ে গেলেন। আমি বাবার, বাবা আমার। বাবা তোমাদের প্রত্যেক সেবাতে সহযোগ দেন, কেবল তোমাদের কন্সাইন্ড স্বরূপের আত্মিক নেশাতে থাকো।

\*স্লোগানঃ:-\* সেবা আর স্ব-উন্নতি এই দুয়ের ব্যালেন্স থাকলে সদা সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী বাবা তোমাদের 'দেহী-অভিমানী ভব'-র পাঠ পড়ান, দেহ-অভিমানকে পরিত্যাগ করাই হলো তোমাদের পুরুষার্থ"

\*প্রশ্নঃ - দেহ-অভিমানী হলে সর্বপ্রথমে কোন্ রোগ উৎপন্ন হয়?

\*উত্তরঃ - নাম-রূপের। এই রোগই বিকারী বানিয়ে দেয় তাই বাবা বলেন, আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করো। এই শরীরের প্রতি তোমাদের কোনো আকর্ষণ (মোহ) থাকা উচিত নয়। দেহের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ কর তবেই পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের জীবনবন্ধ থেকে জীবনমুক্ত হওয়ার যুক্তি বলে দেন। এটাই হলো (তোমাদের) পড়াশোনা।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা বলেন যে, আত্ম-অভিমানী অথবা দেহী-অভিমানী হয়ে বসতে হবে। কাকে স্মরণ করতে হবে? বাবা-কে। বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করবে না। যখন বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তখন তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। অসীম জগতের পিতা এসে বোঝান যে, দেহী-অভিমানী ভব, আত্ম-অভিমানী ভব। দেহ-অভিমানকে পরিত্যাগ করতে থাকো। আধাকল্প তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে রয়েছিলে, এখন আধাকল্প আবার দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে তোমরা আত্ম-অভিমানী ছিলে। সেখানে জানা থাকে যে, আমরা হলাম আত্মা, এখন এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এখন একে ত্যাগ করতে হবে। একে চেঞ্জ করতে হবে (সর্পের উদাহরণ)। তোমরাও পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করো, তাই তোমাদের এখন আত্ম-অভিমানী হতে হবে। কে বানায়? বাবা। যিনি সদাই আত্ম-অভিমানী। তিনি কখনও দেহ-অভিমানী হন না। যদিও একবারই আসেন, তাও দেহ-অভিমানী হন না কারণ এই শরীর তো অন্যের, ধার হিসাবে নেওয়া হয়েছে। তাই এই শরীরের প্রতি তাঁর নয়নের কোনো আকর্ষণ থাকে না। যিনি লোন নেন তার কোনো মোহ থাকে না। তিনি জানেন যে, এই শরীর তো তাঁকে ছাড়তে হবে। বাবা বোঝান যে - বাচ্চারা, আমিই এসে তোমাদের পবিত্র বানাই। তোমরা সতোপ্রধান ছিলে পরে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন পুনরায় পবিত্র হওয়ার জন্য তোমাদের আমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের যুক্তি শেখাই। 'যোগ' শব্দ না বলে 'স্মরণ' শব্দটি বলাই যুক্তি-যুক্ত। স্মরণ করা শেখাই। বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে। এখন তোমাদেরও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মাই স্মরণ করে। বাচ্চারা, যখন রাবণ-রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে যাও। পুনরায় বাবা এসে (তোমাদের) আত্ম-অভিমানী বানান। দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে নাম-রূপের আকর্ষণে আবদ্ধ হয়ে পড়ো, বিকারী হয়ে যাও। তা নাহলে তোমরা তো সকলে নির্বিকারী ছিলে। পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে-নিতে বিকারী হয়ে গেছো। জ্ঞান কাকে বলে, ভক্তি কাকে বলে - এ তো বাবা-ই এসে বোঝান। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। যখন থেকে পাঁচ বিকার-রূপী রাবণের স্থাপনা হয়। ভারতকেই রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য বলা হয়। কিন্তু জানে না যে, কত সময় পর্যন্ত রাম-রাজ্য আর কত সময় পর্যন্ত রাবণ-রাজ্য চলে। এইসময় সকলেই তমোপ্রধান, প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন। জন্মই হয় ব্রহ্মাচারের ফলে তাই তো একে বিকারী দুনিয়া বলা হয়। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। নতুন দুনিয়ায় শুধু ভারতই ছিল। ভারতের মতো পবিত্রস্থল তো (বাবা ছাড়া) আর কেউই তৈরী করতে পারে না। ভারতের মতো অপবিত্রও আর কোনো স্থান হয় না। যা পবিত্র ছিল, তাই আবার অপবিত্র হয়ে পুনরায় পবিত্র হয়। তোমরা জানো যে, দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিল। পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে-নিতে অপবিত্র হয়ে গেছে। সর্বাপেক্ষা অধিক জন্ম ইনিই(ব্রহ্মা) নেন। বাবা বোঝান যে, আমি ঐনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিমে ঐনার মধ্যে আসি। ইনিই প্রথম স্থানাধিকারী যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থায় উপনীত হন তখন আমি ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরও রয়েছে, কিন্তু কেউই জানে না কারণ সকলেই তমোপ্রধান, তাই না। কারও বায়োগ্রাফী (জীবনচরিত) কোনও মানুষেরই জানা নেই। পূজা করে কিন্তু সবই হলো অন্ধশ্রদ্ধা। ভক্তিকে বলা হয় ব্রাহ্মণদের রাত আর সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো ব্রাহ্মণদের দিন। এখন ব্রহ্মা যদি প্রজাপিতা হন তবে তাঁর অবশ্যই সন্তানাদিও থাকবে, তাই না। এও বোঝান যে, ব্রাহ্মণদের কুল হয়, রাজবংশ হয় না। ব্রাহ্মণ হলো শিখা (টিকি)। শিখাও দেখতে পাওয়া যায়। আবার সর্বাপেক্ষা উচ্চে রয়েছেন (আমাদের) শিক্ষক পরমপিতা পরমাত্মা শিব। ঐনার নামও সেই একই কিন্তু ভক্তিমার্গে তো অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গে আড়ম্বর অনেক বেশী। কত চিত্র, কত মন্দির, যজ্ঞ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদি করে। (তারা) বলেও যে, ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায়। কারা পায়? যারা সর্ব প্রথমে আসে, তারাই সবার প্রথমে ভক্তি শুরু করে। যারা ব্রাহ্মণ তারাই আবার দেবতা হয়, আবার তারাই যথা রাজা-রানী তথা প্রজা... সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬

কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, অহিংস পরম দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল। ভারতে যখন এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন অগাধ ধনসম্পত্তি ছিল। বাবা স্মরণ করান - সবার প্রথমে তোমরা দেবী-দেবতারাই ৮৪ জন্ম নাও। সবাই নেয় না। হয় শুধু ৮৪ জন্ম কিন্তু তারা আবার বলে দেয় যে ৮৪ লক্ষ জন্ম। কল্পের আয়ুও লক্ষাধিক বছর বলে দিয়েছে। বাবা বলেন, এ হলো ৫ হাজার বছরের ড্রামা। তাহলে এ হলো জ্ঞান। জ্ঞানসাগর একমাত্র শিববাবাকেই বলা হয়। উনি হলেন পার্থিব জগতের (লৌকিক) পিতা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। লৌকিক পিতা থাকতেও (লোকেরা) অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে, কারণ তারা দুঃখী হয়ে যায়। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে দুনিয়া পুরানো তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বাবা আসেন। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। কার থেকে? অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে। তাহলে অবশ্যই এখন জীবনবন্ধনে রয়েছে। এখন অপবিত্র তাই আবার পবিত্র হতে হবে। এ হলো এক সেকেন্ডের কথা। জ্ঞান হলো এক সেকেন্ডের কারণ পড়া তো তোমরা অনেক পড়ে। ওইসব মানুষ তো মানুষকেই পড়ায়। পড়ে তো আত্মা। কিন্তু দেহ - অভিমানের কারণে নিজেকে আত্মা মনে করতে ভুলে যায় আর বলে দেয় যে, আমি তো অমুক মিনিষ্টার বা অমুক। বাস্তবে হলো আত্মা। আত্মা, মিস্টার-মিসেসের শরীরে তার নিজের পার্ট প্লে করে, একথা ভুলে যায়। তা নাহলে আত্মাই তো শরীরের দ্বারা নিজের ভূমিকা পালন করে। কেউ কেমন হয়ে যায় তো কেউ আবার অন্যরকম হয়।

বাবা বোঝান যে, এখন এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হয়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী অবশ্যই রিপিট হয়। নতুন দুনিয়া হলো সতোপ্রধান। ঘরও প্রথমে নতুন হয় তখন বলবে সতোপ্রধান পরে আবার তা পুরানো জরাজীর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যায়। এই অসীম জগতের নাটক বা সৃষ্টি-চক্রের নলেজকে বুঝতে হবে কারণ এ হলো পড়াশোনা। ভক্তি নয়। ভক্তিকে পড়াশোনা বলা হয় না কারণ ভক্তিতে এইম অবজেক্ট বলে কিছু থাকে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে বেদ-শাস্ত্রাদি পড়তেই থাকো। এখানে তো দুনিয়াকে বদলাতে হবে, সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি থাকে না। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। একথা বাবা এখানে বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝান। একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক নলেজ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আধ্যাত্মিক নলেজ কে শেখাবেন? সুপ্রীম আত্মা অর্থাৎ পরমপিতাই শেখাবেন। তিনি তো সকলেরই, তাই না। লৌকিক পিতাকে কখনও পরমপিতা বলা যাবে না। পারলৌকিক-কেই পরমপিতা বলা হয়। তিনি হলেন পরমধাম নিবাসী। বাবাকে স্মরণও এভাবেই করা হয় - হে গড, হে ঈশ্বর। বাস্তবে ঊনার নাম একটাই। কিন্তু ভক্তিতে অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তির বিস্তার অনেক। এসবই হলো মনুষ্য মত। এখন মানুষের চাই ঈশ্বরীয় মত। ঈশ্বরীয় মত, শ্রীমত। শ্রী-শ্রী ১০৮ -এর তো মালা হয়, তাই না। এই প্রবৃত্তি মার্গের মালাও তৈরী হয়। পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে-নিতে সিঁড়ি নীচে নামতে-নামতে দেউলিয়া হয়ে যায়। বুদ্ধি খালি (বোধশূন্য) হয়ে যায় তাই মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায়। যারা ১০০ শতাংশ সম্পন্ন ছিল তারাই এইসময় দেউলিয়া (রিক্ত)। বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ওই তালা কে লাগিয়েছে? গোদরেন্জের তালা লেগে যায়। ভারত যেমন প্রথম স্থানে ছিল, এর মতো আর কোনো খন্ড ছিল না। ভারতের অনেক মহিমা। ভারত সর্বধর্মাবলম্বীদের কাছেই অনেক বড় তীর্থ। কিন্তু ড্রামা অনুসারে গীতাকে খন্ডিত করে দিয়েছে। এটা ভারত তথা সমগ্র দুনিয়ারই ভুল। ভারতেই গীতাকে খন্ডিত করা হয়েছে, যে গীতাজ্ঞানের দ্বারা বাবা নতুন দুনিয়া তৈরী করেন আর সকলের সঙ্গতিও করেন।

ভারত সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী খন্ড ছিল যা এখন পুনরায় তৈরী হচ্ছে। এ হলো উল্টো বৃক্ষ, এর বীজ উপরে স্থিত। তাঁকে বৃক্ষপতি বলা হয়। বৃহস্পতির দশা বসে, তাই না। বাবা বোঝান, বৃক্ষপতি অর্থাৎ আমি যখন আসি তখন ভারতের উপর বৃহস্পতির দশা বসে। উচ্চ হয়ে যায়। পুনরায় যখন রাবণ আসে তখন রাহুর দশা বসে। ভারতের কি অবস্থা হয়ে যায়। ওখানে তো তোমাদের আয়ুও দীর্ঘ থাকে পবিত্র হওয়ার কারণে। আধাকল্প তোমরা ২১ জন্ম নাও। আর বাকি আধাকল্পে ভোগী হওয়ার কারণে তোমাদের আয়ু কম হয়ে যায় তাই তোমরা ৬৩ জন্ম নাও। এখন বাবা বোঝান যে, সতোপ্রধান হতে হবে তাই মামেকম স্মরণ করো। সব ধর্মাবলম্বীরাই এইসময় তমোপ্রধান। তোমরা সকলকেই এই জ্ঞান দিতে পারো। আত্মাদের পিতা তো একজনই। সকলেই ভাই-ভাই কারণ আমরা আত্মারা হলাম এক পিতার সন্তান। যদিও বলা হয় যে, হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই কিন্তু এর অর্থ জানে না। আত্মা সঠিক বলে। সব ভাইদের পিতাই এক। বড় বাবাকেই (পরমাত্মা) অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে হবে। তিনি আসেনও ভারতে। শিব-জয়ন্তী পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন - তা কারোরই জানা নেই। তোমাদের যুদ্ধ হলো ৫ বিকারের সঙ্গে। কাম-বিকার হলো তোমাদের প্রথম শত্রু। রাবণকে জ্বালানো হয়। কিন্তু সে কে? কেন জ্বালানো হয়? কিছুই জানে না। দ্বাপর থেকে নীচে নামতে-নামতে এইসময় অপবিত্র হয়ে গেছে। একদিকে শিববাবাকে স্মরণ করে পূজা করে, অন্যদিকে আবার বলে যে, তিনি সর্বব্যাপী। যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়েছেন তাঁকেই তোমরা মায়ার চক্রতে এসে গালি দাও। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে অগণিত জন্মে নিয়ে গেছ। আমাকে কণায়-কণায় বলে দিয়েছো। এই ড্রামাও পূর্ব নির্ধারিত। অসীম

জগতের পিতার গ্লানি করে কত পাপ আত্মা হয়ে গেছে। এ হলো রাবণ-রাজ্য, তাই না।

এও তোমরা জানো - এইসময় সকলেই হলো ভক্ত। সকলের সঙ্গতি কে করেন? সত্যখন্ড যিনি স্থাপন করেন তিনিই সকলের পিতা। রাবণকে বাবা বলা হয় না। ৫ বিকার সকলের মধ্যেই রয়েছে। বিকারের দ্বারাই জন্ম হয় তাই ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। দেবতাদের বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখন হলো সম্পূর্ণ বিকারী। পূজ্য দেবতারাই আবার পূজারী হয়। ওরা বলে যে, আত্মাই পরমাত্মা। বাবা বলেন, এটা ভুল। সর্ব প্রথমে তো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আত্মারা অর্থাৎ আমরা এইসময় হলাম ব্রাহ্মণকুলের, তারপরে আবার দেবতা কুলে যাই। এই ব্রাহ্মণকুল হলো সর্বোত্তম কুল। ব্রাহ্মণদের রাজবংশ হয় না। ব্রাহ্মণদের হয় শিখা(টিকি)। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তাই না। সর্বাপেক্ষা উর্ধ্ব হলেন শিববাবা। ভারতে বিরাট রূপ (গীতায়) দেখান হয়। কিন্তু তাতে না ব্রাহ্মণদের শিখা রয়েছে, না সেই শিখার(ব্রাহ্মণদের) পিতা রয়েছে। অর্থ কিছুই বোঝে না। ত্রিমূর্তির অর্থও বোঝে না। তা নাহলে ভারতের কোট অফ আর্মস (রাজ-চিহ্ন) ত্রিমূর্তি শিবেরই হওয়া উচিত। এখন এ হলো কাঁটার জঙ্গল। তাই জংলী জানোয়ারদের কোট অফ আর্মস (অশোকস্বস্তি) বানিয়ে দিয়েছে। তাতে আবার লিখেছে 'সত্যমেব জয়তে'। সত্যযুগে তো দেখানো হয় যে, বাঘে-গরুতে একত্র হয়ে জল পান করছে। 'সত্যমেব জয়তে' অর্থাৎ বিজয়। (ওখানে) সকলে ক্ষীরখন্ড (মিষ্টিমধুর সম্পর্কে একত্রিত) হয়ে থাকে। নুন-পানী (তিক্ত সম্পর্ক) হয় না। রাবণ-রাজ্যে নুন-পানী আর রাম-রাজ্যে ক্ষীরখন্ড হয়ে যায়। তাই একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। একে-অপরকে প্রথমসারির কাঁটা অর্থাৎ (কাম) বিকারের কাঁটায় দংশন করে। বাবা বলেন, কাম মহাশত্রু। এ আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দিতেই থাকবে। নামই হলো রাবণ-রাজ্য। বাবা বলেন, এই ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে জগতজীং হও। এই অন্তিম জন্মে নির্বিকারী হও। তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছ, পুনরায় সতোপ্রধান পবিত্র হও। গঙ্গা কোন পতিত-পাবনী নয়। শরীরের ময়লা তো ঘরে বসেও জল দিয়ে পরিষ্কার করতে পারো। কিন্তু আত্মা তো তাতে পরিষ্কার হতে পারে না। ভক্তিমাগে তো কত-কত সংখ্যক গুরু থাকে। সঙ্গুরু একজনই, যিনি সঙ্গতি করেন। তিনি সুপ্রীম পিতাও, সুপ্রীম শিক্ষকও আবার সুপ্রীম সঙ্গুরুও। তিনিই তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ শোনান। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবা ছাড়া আর কাউকে যেন স্মরণ করা না হয়। দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২ ) সকলের সঙ্গে ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে। এই অন্তিম জন্মে বিকারের উপরে বিজয়লাভ করে জগতজীং হতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* বাবার ছত্রছায়াতে সদা আনন্দের অনুভব করা আর অন্যদেরকে করানো বিশেষ আত্মা ভব যেখানে বাবার ছত্রছায়া আছে সেখানে সদা মায়ার থেকে সেফ থাকবে। ছত্রছায়ার মধ্যে মায়া আসতে পারবে না। পরিশ্রম করা থেকে স্বতঃ দূর হয়ে যাবে, আনন্দে থাকবে। কেননা পরিশ্রম আনন্দের অনুভব করতে দেয় না। ছত্রছায়াতে থাকা এইরকম বিশেষ আত্মারা এই শ্রেষ্ঠ পড়া করেও আনন্দে থাকে, কেননা তাদের মধ্যে নিশ্চয় আছে যে আমরা হলাম কল্প-কল্পের বিজয়ী আত্মা, পাস হয়েই আছি। তাই সদা আনন্দে থাকো আর অন্যদেরকে আনন্দে থাকার সন্দেশ দিতে থাকো। এটাই হলো সেবা।

\*স্নোগানঃ:-\* যারা ভ্রামার রহস্যকে জানে না, তারাই দুঃখী, অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে সিভিল আই দিতে এসেছেন, তোমরা জ্ঞান রূপী তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো, তাই এই চোখ কখনো ক্রিমিনাল হওয়া উচিত নয়”

\*প্রশ্নঃ - তোমাদের মতো অসীম জগতের সন্ন্যাসীদেরকে বাবা কোন্ শ্রীমং দিয়েছেন?

\*উত্তরঃ - বাবার শ্রীমং হলো - এখন তোমাদেরকে এই নরক এবং নরকবাসীদের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ত করে স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। ঘর-গৃহস্থ থেকেও বুদ্ধি দ্বারা এই নরককে ত্যাগ করো। নরক হলো পুরাতন দুনিয়া। তোমাদেরকে এখন বুদ্ধি দ্বারা এই পুরাতন দুনিয়াকে ভুলতে হবে। এমন নয় যে একটা ঘরকে ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। তোমাদের এই বৈরাগ্য অসীম জগতের প্রতি। এখন তোমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবকিছু ত্যাগ করে ঘরে ফিরতে হবে।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ, অন্য কারোর নাম নেওয়া হয়না। এনার (ব্রহ্মার) নামও নেওয়া হয়না। বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন, তিনি যেখানে যাবেন নিশ্চয়ই পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই যাবেন। তিনি এখানেই পবিত্র হওয়ার যক্তি বলছেন। শিব ভগবানুবাচ নাকি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ? যেহেতু ব্যাজ লাগানো আছে, তাই এই বিষয়টা তো অবশ্যই বোঝাতে হবে। রচনা এবং রচয়িতার আদি-মধ্য-অন্তের সকল রহস্য এই ব্যাচের মধ্যেই দেখানো হয়েছে। এই ব্যাজও কোনো অংশে কম নয়। এইগুলো সব হলো ইশারায় বোঝানোর জন্য । তোমরা সবাই হলে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে আস্তিক। ক্রমানুসারে অবশ্যই বলতে হবে। কেউ কেউ তো রচনা এবং রচয়িতার জ্ঞানও বোঝাতে পারে না। তাহলে তো সতোপ্রধান বুদ্ধি বলা যাবে না। ক্রমানুসারে সতোপ্রধান, রজঃ এবং তমঃ বুদ্ধিও রয়েছে। যে যেমন বুঝতে পারে, সে সেইরকম টাইটেল পায়। কেউ সতোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ আবার রজঃ বুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু তোমরা আশাহত হয়ে যাবে বলে তাদের নাম বলা হয় না। কিন্তু ক্রম তো অবশ্যই রয়েছে। যে ফার্স্ট ক্লাস, সে খুব মূল্যবান। তোমরা এখন সত্যিকারের সদগুরুকে পেয়েছ। দেবী-দেবতারা হল সত্য। তারাই পরে বামমার্গে গিয়ে মিথ্যা হয়ে যায়। সত্যযুগে কেবল তোমরা দেবী-দেবতাই থাকো, অন্য কেউ সেখানে থাকে না। কেউ কেউ তো বলে - এইরকম কিভাবে সম্ভব? ওদের মধ্যে জ্ঞান নেই। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে আমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছি। তোমরাই এখন যথায়থ ভাবে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান জেনেছ। যার নাম-রূপ নেই, তাকে তো দেখতে পাওয়া যাবে না। আকাশ মহাশূন্য হলেও অনুভব করা সম্ভব। এইগুলো সবই হলো জ্ঞানের বিষয়। সবকিছু বুদ্ধির ওপরেই নির্ভরশীল। কেবল বাবা-ই রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান দেন। এটাও লিখে রাখতে হবে যে এখানে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এইরকম অনেক স্লোগান রয়েছে। দিনে দিনে অনেক নুতন নুতন স্লোগান, নুতন নুতন পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে। আস্তিক হওয়ার জন্য রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। তাহলেই নাস্তিকভাব কেটে যায়। তোমরা আস্তিক হয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এখন তোমরা হলে পুরুষার্থের ক্রমানুসারে আস্তিক। মানুষরই তো এটা জানবে। জন্তু-জানোয়াররা তো জানবে না। মানুষই উত্তম হয়, মানুষই অধম হয়। এখন তো একজন মানুষও রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান জানে না। বুদ্ধিতে একেবারে গোদরেজের তাল লেগে গেছে। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমরা জানো যে আমরা বাবার কাছে এসেছি বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য। তোমরা ১০০ শতাংশ পবিত্রতা পালন করো। পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি সবকিছুই রয়েছে। এইরকম ভাবে আশীর্বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এটা তো ভক্তিমার্গের শব্দ। তোমরা পড়াশুনা করে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাও। নিজে পড়ে, অন্যকেও পড়তে হবে। স্কুলেও কুমার কুমারীরা পড়তে যায়। একসাথে থাকতে থাকতে কখনো কখনো খুব খারাপ হয়ে যায়। কারণ তারা ক্রিমিনাল দৃষ্টি সম্পন্ন। ক্রিমিনাল আই থাকার জন্য ঘোমটা দিতে হয়। কিন্তু ওখানে কোনো ক্রিমিনাল আই থাকে না। তাই ঘোমটা দেওয়ার দরকার হবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কখনো পর্দা (ঘোমটা) দিতে দেখেছো কি? ওখানে তো কখনো এইরকম খারাপ সংকল্পও আসবে না। এটা তো রাবণ রাজ্য। এখন দৃষ্টি খুবই খারাপ হয়ে গেছে। বাবা এসে জ্ঞান নেত্র প্রদান করছেন। আত্মা-ই সবকিছু দেখে, কথা বলে এবং কর্ম করে। তোমরা আত্মারা এখন নিজেদেরকে সংশোধন করছে। আত্মা-ই খারাপ হয়ে গিয়ে পাপ আত্মা হয়ে গেছিল। তাকেই পাপ আত্মা বলা হয় যার দৃষ্টি ক্রিমিনাল। কেবল পরমপিতা ছাড়া অন্য কেউ এই ক্রিমিনাল আই ঠিক করতে পারবে না। বাবা-ই জ্ঞানের সিভিল চক্ষু প্রদান করেন। এই জ্ঞান তোমরাই জেনেছো। শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই।

বাবা বলেন - বেদ, উপনিষদ, পুরাণ সবকিছুই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি কোনো কিছুতেই

আমাকে পাওয়া যায় না। অর্ধেক কল্প ধরে এই ভক্তি প্রচলিত থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমারা সবাইকে এই বার্তা শোনাও যে এখানে এলে তোমাদেরকে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান শোনাও, পরমপিতা পরমাত্মা-র বায়োগ্রাফি বলবো। মানুষ তো এইসব কিছুই জানে না। এগুলোই হল মুখ্য বিষয়। ভাই এবং বোনেরা, তোমরা এসে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান শোনাও, পড়াশুনা করো, যার দ্বারা তোমরা এইরকম হতে পারবে। এই জ্ঞান প্রাপ্ত করলে এবং সৃষ্টিচক্রকে বুঝলে তোমরাও এইরকম সত্যযুগের চক্রবর্তী মহারাজা-মহারানী হয়ে যাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণও এই পার্ঠের দ্বারা-ই এইরকম হয়েছে। তোমরাও এই পার্ঠের দ্বারা ঐরকম হচ্ছে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ অতি প্রভাবশালী। বাবা তো ভারতেই আসেন। অন্য কোনো ভূমিতে কেনই বা আসবেন? বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন। তাই তিনি সেখানেই আসেন যে ভূমি চিরন্তন। যে ভূমিতে ভগবানের চরণ পড়েছে, সেই ভূমির কখনো বিনাশ হবে না। দেবতাদের জন্য এই ভারত ভূমি রয়ে যায়। কেবল পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ভারত-ই হলো সত্য ভূমি, আবার এই ভারত-ই অসত্য ভূমি হয়ে যায়। ভারতের অলরাউন্ডার পার্ট রয়েছে। অন্য কোনো ভূমির জন্য এইরকম বলা যাবে না। ভগবান এসে সত্য ভূমি বানান, তারপর রাবণ অসত্য বানিয়ে দেন। তারপর সত্যের কোনো অস্তিত্বও থাকে না। তাই এই দুনিয়ায় সত্যিকারের গুরু থোঁজ পাওয়া যায় না। ওরা হলো সল্যাসী আর ফলোয়ার্সরা হলো গৃহস্থী। তাহলে ওদেরকে কিভাবে ফলোয়ার্স বলা যাবে? এখন বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে বলছেন - পবিত্র হও এবং দিব্যগুণ ধারণ করো। তোমাদেরকে এখন দেবতা হতে হবে। সল্যাসীরাও সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয় না। ওরাও বিকারীদের ঘরেই জন্ম নেয়। অনেকে বাল-ব্রহ্মচারীও হয়। এইরকম অনেকেই আছে। বিদেশেও অনেক রয়েছে। তারপর তারা বৃদ্ধাবস্থায় বিয়ে করে যাতে কেউ তাদের দেখাশুনা করে। তাদের জন্য কিছু অর্থও রেখে যায়। বাকি সম্পত্তি দান করে দেয়। এখন তো বাচ্চাদের প্রতি খুব মমতা থাকে। ৬০ বছর হয়ে গেলে সবকিছু বাচ্চাদের নামে করে দেয় এবং লক্ষ্য রাখে যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কি না। কিন্তু আজকালকার বাচ্চারা তো বলে যে বাবা বাণপ্রস্থে গিয়ে ভালোই হয়েছে, আমি চাবি পেয়ে গেছি। তারপর সকল সম্পত্তি নষ্ট করে দেয় এবং বাবাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। বাবা বলছেন - তোমরা প্রদর্শনীতে লিখে দাও যে ভাই-বোনেরা, তোমরা এসে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান শোনাও। এই সৃষ্টিচক্রকে জানলেই তোমরা চক্রবর্তী দেবী-দেবতা অর্থাৎ বিশ্বের মহারাজা-মহারানী হয়ে যাবে। এটা হলো বাচ্চাদের প্রতি বাবার নির্দেশ। বাবা বলছেন, এটা হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। আমি এনার মধ্যেই প্রবেশ করি। ব্রহ্মার পরেই বিষ্ণু রয়েছে। বিষ্ণুর চারটে হাত কেন দেখানো হয়েছে? দুটো হাত পুরুষের, দুটো স্ত্রীর। এখানে কি চার হাত বিশিষ্ট কোনো মানুষ হয়? এইগুলো সব বোঝার বিষয়। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ। ব্রহ্মাকেও এইরকম দেখানো হয়। ব্রহ্মার দুটো হাত আর সরস্বতীর দুটো। এনারা দুজন বেহদের সল্যাসী হয়ে গেছেন। এমন নয় যে সল্যাস গ্রহণ করে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। না, বাবা বলছেন - ঘর গৃহস্থ থেকেও বুদ্ধির দ্বারা এই নরককে ত্যাগ করো। নরককে ভুলে বুদ্ধি দ্বারা স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। নরক এবং নরকবাসীদের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে স্বর্গবাসী দেবী-দেবতাদের সাথে যুক্ত করতে হবে। যে পড়াশুনা করে, তার বুদ্ধিতে থাকে যে আমি পাস করে এইরকম হবে। আগে বানপ্রস্থ অবস্থায় এলে গুরু করত। বাবা বলছেন, আমিও এনার বানপ্রস্থ অবস্থাতেই এসে প্রবেশ করি। ইনি এখন অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে রয়েছেন। ভগবানুবাচ- আমি অনেক জন্মের অন্তিমের জন্মেই এসে প্রবেশ করি। যিনি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভূমিকা পালন করেছেন, আমি তার শরীরেই প্রবেশ করি। কারন তাকেই সবার আগে ফেরত যেতে হবে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। দুজনেরই চারটে করে হাত দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মা-সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ থেকে ব্রহ্মা-সরস্বতী। তোমরা বাচ্চারা ঝট করে এই হিসাব বলে দেবে। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে এইরকম সাধারণ ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়ে যায়। বাবা পরবর্তী কালে এনার নাম রেখেছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার বাবা কে? অবশ্যই শিববাবা। কিভাবে জন্ম দিয়েছেন? অ্যাডপ্ট করেছেন। বাবা বলছেন, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। তাই লিখতে হবে যে ভগবানুবাচ হলো - আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি যে নিজের জন্মকেই জানে না। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এসে প্রবেশ করি। যখন বানপ্রস্থ অবস্থা হয়ে যায়, তখনই এসে প্রবেশ করি। যখন এই দুনিয়া পুরাতন এবং পতিত হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। কত সহজ ভাবে বোঝানো হয়। আগে তো ৬০ বছর বয়স হলে গুরু করতো। এখন তো জন্ম থেকেই গুরু করিয়ে দেয়। এটা খ্রীস্টানদের কাছ থেকে শিখেছে। কিন্তু ছোট অবস্থায় গুরু করানোর কি দরকার ! ওরা মনে করে, ছোটো অবস্থায় মারা গেলে সদগতি প্রাপ্ত হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এখানে কারোর সদগতি হতে পারে না\*। বাবা তোমাদেরকে কত সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন এবং উত্তম বানাচ্ছেন। ভক্তি মার্গে তোমরা কেবল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছ। এটা হল রাবণ রাজ্য। ধীরে ধীরে বিকারী দুনিয়ার আরম্ভ হয়। গুরু তো সবাই করেছে। ইনিও বলেন যে আমিও অনেক গুরু করেছিলাম। যে ভগবান সকলের সদগতি করেন, তাকেই জানে না। ভক্তির অতি কঠোর শিকলে আবদ্ধ। কোনো শিকল পাতলা, কোনোটা হয়তো মোটা। কোনো ভারী জিনিস ওঠানোর সময়ে কত মোটা শিকলে বেঁধে ওঠায়। এখানেও এইরকম অবস্থা। কেউ কেউ তো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কথা শুনবে। কেউ আবার কিছুই বুঝবে না। ক্রমানুসারে মালার দানা তৈরি হয়। ভক্তি মার্গে মানুষ

মালা জপ করে। কিন্তু একটুও জ্ঞান নেই। গুরু মালা জপ করতে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাম নামে মত্ত হয়ে যায়। যেন বাজনা বাজায়। কেবল আওয়াজটা ভালো লাগে, এইটুকুই। কিন্তু কিছুই জানে না। রাম কে, কৃষ্ণ কে, ওরা কখন ছিল - এইসব কিছুই জানে না। কৃষ্ণকেও দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। এইসব কে শিখিয়েছে? গুরুরা শিখিয়েছে। কৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছিলেন এবং তারপরই কলিযুগ এসে গেল! সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেল ! বাবা বলছেন, আমি সঙ্গমযুগে এসেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাই। তোমরা তো একেবারে অন্ধশ্রদ্ধায় ডুবে আছ। বাবা বোঝাচ্ছেন, যার ভাগ্যে কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার আছে, সে তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে। সে বলবে, এইগুলো তো সব একেবারে সত্য কথা। কেউ কেউ ভালো করে বুঝতে পারলে তোমাদেরকে বলে যে আপনি খুব ভালো বোঝান। ৮৪ জন্মের কাহিনীও রয়েছে। বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর যিনি এসে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) সন্থুর বাবার স্মরণের দ্বারা বুদ্ধিকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। সৎ হতে হবে। আস্তিক হয়ে আস্তিক বানানোর সেবা করতে হবে।

২ ) এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। তাই অসীম জগতের সন্ধ্যাসী হয়ে সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করতে হবে। পবিত্র হতে হবে এবং দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে।

\*বরদান:-\* দেহ আর দেহের দুনিয়ার স্মৃতি থেকে উঁচুতে থাকা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত ফরিস্তা ভব যাদের কোনো দেহ আর দেহধারীর সাথে সম্পর্ক অর্থাৎ মনের বন্ধন নেই তারাই হল ফরিস্তা। ফরিস্তাদের পা সর্বদাই ধরিত্রী থেকে উঁচুতে থাকে। ধরিত্রী থেকে উঁচু অর্থাৎ দেহ-বোধের স্মৃতির থেকেও উঁচু। যারা দেহ আর দেহের দুনিয়ার স্মৃতি থেকে উঁচুতে থাকে তারাই সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ফরিস্তা হয়। এইরকম ফরিস্তারাই ডবল লাইট স্থিতির অনুভব করে।

\*স্নোগান:-\* বাণীর সাথে আচার-আচরণ আর চেহারাতেও বাবার সমান গুণ দেখা গেলে তখন প্রত্যক্ষতা হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নতুন শতাব্দীতে নিজের আচার-আচরণ এবং চেহারার দ্বারা ফরিস্তা স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করাও"

আজ বাপদাদা আপন পরমাত্মা-পালনার অধিকারী বাচ্চাদের দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। কত ভাগ্যবান তোমরা যে স্বয়ং পরমাত্মার লালনপালনে পালিত হচ্ছে। দুনিয়ার লোকে বলে যে আমাদের পরমাত্মা পালন করছেন, কিন্তু তোমরা মুষ্টিমেয় কিছু বিশেষ আত্মা প্র্যাকটিক্যালি প্রতিপালিত হচ্ছে। পরমাত্মা-পালনা রয়েছে, পরমাত্মা-শ্রীমৎ রয়েছে, সেই শ্রীমৎ দ্বারা তোমরা চালিত হচ্ছে, পালিত হচ্ছে। নিজেকে এমন বিশেষ আত্মা অনুভব করো? নিজের মহত্বকে জানো তোমরা? বর্তমান সময়ে তো ব্রাহ্মণ আত্মারা মহান তো হয়ই, আর ভবিষ্যতেও তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আত্মা। দ্বাপরেও তোমাদের জড় চিত্র এত মহান তৈরি হয়, যে কেউই চিত্রের সামনে দিয়ে যাবে তো নমন করবে। তোমাদের এতই মহত্ব যে আজকের দিনে পর্যন্ত যদি কোনও আত্মাকে নকল দেবতা বানিয়ে দেওয়া হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণ বানিয়ে দিক কিম্বা শ্রীরাম, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আত্মা দেবতার পাট প্লে করে, ততক্ষণ এ' সাধারণ মানুষ হিসেবে সেই আত্মাকে চেনা-জানা সত্ত্বেও, যেহেতু দেবতা রূপের পাট প্লে করছে তো সেই সাধারণ আত্মাকেও নমন করবে। তো তোমাদের রূপের তো মহত্ব আছেই কিন্তু নামধারী আত্মাদেরও মহান মনে করে। তো এমন মহত্ব অনুভব করো তোমরা? এটা কী শুধুই জানো, মনে করো নাকি ইমার্জ রূপে নিজেকে অনুভব করো? কেননা, মূল আধারই হলো - অনুভব করা।

বাপদাদা সব বাচ্চাকে অনুভাবী মূর্ত বানায়। শুধু শোনা কিংবা জানা নয়। প্রত্যেকের চেহারা আর আচার-আচরণ থেকে অনুভব জানা যায়। আচরণ দ্বারা তার অবস্থা জানা যায়। তাহলে ভাবো আমাদের আচরণ কীরকম! ব্রাহ্মণের ধর্মাচরণ হয়? ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা সম্পন্ন আত্মা। শক্তি দ্বারাও সম্পন্ন, গুণের দ্বারাও সম্পন্ন...তো এরকম স্বভাব হয়েছে তোমাদের? তোমাদের চেহারার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় কী যে তোমরা সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিক? তোমাদের সকলের দৃষ্টি, বৃত্তি, ভাইব্রেশন তারা অলৌকিক অনুভব করে?

যখন লাস্ট জন্ম পর্যন্ত তোমাদের দিব্যতা, মহত্ব জড় চিত্র দ্বারাও অনুভব করে, তো বর্তমান সময়ে চৈতন্য শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দ্বারা অনুভব হয়? জড় চিত্র তোমাদেরই তো না!

অমৃতবেলার থেকে শুরু করে প্রতিটা আচরণকে চেক করো - আমার দৃষ্টি অলৌকিক? মুখের পোজ (ভঙ্গিমা) সদা প্রসন্ন থাকে? একরস, অলৌকিক থাকে নাকি সময়-সময়ে বদলাতে থাকে? শুধু যোগে বসার সময় বা কোনো বিশেষ সেবার সময় অলৌকিক স্মৃতি অথবা বৃত্তি থাকে, নাকি সাধারণ কাজ করার সময়ও মুখ এবং আচার-আচরণ বিশেষ থাকে? কাজকর্মে তোমরা খুব বিজি, কোনো চাঞ্চল্যের বিষয় সামনে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু এমতাবস্থায় তোমাকে কেউ যদি দেখে তোমাকে অলৌকিক মনে করবে? তো চেক করো, তোমাদের কথাবার্তায় শিষ্টাচার, মুখ সাধারণ কার্যেও স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় অনুভব হয়? কোনও সময় হঠাৎ যদি কোনো আত্মা তোমার সামনে এসে যায় তবে তোমার ভাইব্রেশনের দ্বারা, কথাবার্তায় এটা মনে করে কী যে ইনি অলৌকিক ফরিস্তা? কেননা, আজকের দিন সঙ্গমের দিন, পুরানো চলে যাচ্ছে, নতুন আসছে। তাহলে কী নবীনত্ব বিশ্বের সামনে প্রতীয়মান হবে? ভিতরে স্মরণ থাকে বা মনে করে, সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু স্থাপনের সময়কে ভাবো - স্থাপনের কত সময় কেটে গেছে! অতীত হওয়া সময় অনুসারে কত অল্প সময় আর অবশিষ্ট রয়েছে? তো অনুভব কী হওয়া উচিত? বাপদাদা জানেন যে, অনেক ভালো ভালো পুরুষার্থী পুরুষার্থ করছে, উড়ছেও কিন্তু বাপদাদাই একবিংশ শতাব্দীতে নবীনত্ব দেখতে চান। সবাই ভালো, বিশেষও, মহানও তোমরা। কিন্তু বাবার প্রত্যক্ষতার আধার হলো - সাধারণ কার্যে থেকেও ফরিস্তার ভাব আর গতি হতে হবে। বাপদাদা এটা দেখতে চান না যে, পরিস্থিতি এমন ছিল কাজ এমন ছিল, সরকমস্ট্যান্স এইরকম ছিল, সমস্যা এমন ছিল সেইজন্য সাধারণ হয়ে গেছে। ফরিস্তা স্বরূপ অর্থাৎ স্মৃতি স্বরূপ হবে সাকার রূপে। এটা শুধু তোমাদের বিচারবুদ্ধির বা স্মৃতির লক্ষ্য সন্ধান নয়, স্বরূপ হতে হবে। এরকম পরিবর্তন যে কোনও সময়, যে কোনও অবস্থায় অলৌকিক স্বরূপ অনুভব হওয়া উচিত। এইরকম হয়, নাকি অল্পস্বল্প বদলায়? যেমন পরিস্থিতি নিজের স্বরূপ তেমন বানিও না। পরিস্থিতি তোমাকে কেন বদলাবে, তোমরা পরিস্থিতিকে বদলাও। বোল তোমাদের বদলাবে নাকি তোমরা বোল বদলাবে? পরিবর্তন কা'কে বলে? প্র্যাকটিক্যাল লাইফের স্যাম্পল কা'কে বলা হয়ে থাকে? যেমন সময়, যেমন সরকমস্ট্যান্স সেরকমই স্বরূপ হবে - এটা তো

সাধারণ লোকেরও হয়। কিন্তু ফরিস্তা অর্থাৎ যা কিছু পুরানো কিংবা সাধারণ তার ভাব-গতিরও উল্লেখ হবে।

এখন তোমাদের টপিক আছে না - "সময়ের আওয়াজ"। তো তোমরা সব বিশেষ মহান আত্মার প্রতি এটাই এখন সময়ের আওয়াজ - এখন ফরিস্তা অর্থাৎ অলৌকিক জীবন যেন স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এটা কী হতে পারে? টিচাররা বলো - হতে পারে? কবে হবে? যদি হতে পারে তো খুব ভালো ব্যাপার, তাই না!

কবে হবে? এক বছর দরকার, দু' হাজার সাল পুরো হয়ে যাবে? যারা মনে করে কিছু সময় তো দরকার, আচ্ছা এক বছর, নয় তো ৬ মাস, ৬ মাস নয় তো ৩ মাস, দরকার? এতে কেউ হাত তুলছে না? তোমাদের স্লোগান কী? মনে আছে তোমাদের? "এখন নয় তো কখনও নয়"। এই স্লোগান কার? ব্রাহ্মণের নাকি দেবতাদের? ব্রাহ্মণেরই তো না! তো এই নতুন শতাব্দীতে বাপদাদা এটাই দেখতে চান যে, যা কিছু হয়ে যায় যাক কিন্তু অলৌকিকতা যেন না যায়। তার জন্য চারটে বিষয়ে অ্যাটেনশন রাখতে হবে, সেগুলো কী? কোনো নতুন বিষয় নয়, পুরানো, শুধু রিভাইস করাচ্ছে।

প্রথমতঃ - শুভ-চিন্তক। দ্বিতীয়তঃ - শুভ-চিন্তন। তৃতীয়তঃ - শুভ-ভাবনা, এই ভাবনা নয় যে এ' বদলে গেলে আমিও বদলে যাবো। তার প্রতিও শুভ ভাবনা আর নিজের প্রতিও শুভ ভাবনা এবং চতুর্থতঃ - শুভ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি আর স্বরূপ। শুধু একটা 'শুভ' শব্দ স্মরণ করে নাও, এতে চারটে বিষয়ই এসে যাবে। কেবল আমাদের সবার মধ্যে শুভ শব্দ স্মৃতিতে রাখতে হবে।

এটা তো অনেকবারই তোমরা শুনেছ। বলাও হয়েছে অনেকবার। এখন স্বরূপে আনতে আরও অ্যাটেনশন রাখতে হবে। বাপদাদা জানেন যে, তৈরি তো এদেরকেই হতে হবে। তাছাড়া, যারা আসে তারা সাকার রূপে তো তোমাদেরই দেখে। আজ বছরের শেষ দিন তাই তো না! তো বাপদাদা মেজরিটি বাচ্চাদের সারা বছরের পোতামেল দেখেছেন। কী দেখে থাকবেন? মূল্য একটা কারণ দেখেছেন। বাপদাদা দেখেছেন যে, 'সমাধান আর অন্তর্লীন' করার শক্তি কম। সমাধান করেও, বিপরীত দেখা, শোনা, ভাবা, যা অতীত হয়েছে তাও 'সমাধান করে নেয়, কিন্তু যেমন তোমরা বলে থাকো না যে, এক হলো কম্বিয়াস, আরেক হলো - সাব-কম্বাস। সমাধান করে কিন্তু মনের প্লেট বলো, প্লেট বলো, কাগজ বলো, যা কিছু বলো, সম্পূর্ণ সমাধান করো না। কেন সমাধান করতে পারো না? তার কারণ হলো - অন্তর্লীন করার শক্তি পাওয়ারফুল নয়। সময় অনুসারে অন্তর্লীন করেও নাও কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে আসে। এইজন্য যে চারটে শব্দ বাপদাদা বলেছেন, সেই অনুসারে তোমরা সদা চালিত হও না। মনে করো, যদি মনের প্লেট বা কাগজ পুরো পরিষ্কার হয়নি, পুরো মোছেনি অথচ পরিবর্তে তার উপরে যদি

তুমি আরও ভালো লিখতেও চাও তা স্পষ্ট হবে? অর্থাৎ সর্বগুণ, সর্বশক্তি ধারণ করতে চাও তো সদা এবং ফুল পার্সেন্টে হবে? সম্পূর্ণ রূপে ক্লিনও হবে, ক্লিয়ারও হবে তবেই এই সমূহ শক্তি সহজভাবে কার্যে প্রয়োগ করতে পারো। কারণ এটাই, মেজরিটির প্লেট ক্লিয়ার এবং ক্লিন নয়। অতীত হওয়া বিষয়গুলো অল্প অল্প কিংবা অতীত আচরণ, ব্যর্থ বিষয় এবং ব্যর্থ হাবভাব সূক্ষ্মরূপে সমাহিত থাকে, তো পরে আবার সাকার রূপে এসে যায়। সুতরাং সময় অনুসারে আগে চেক করো, নিজেকে চেক করবে, অন্যকে চেক করতে শুরু করে দিও না। কেননা, অন্যকে চেক করা সহজ লাগে, নিজেকে চেক করা কঠিন হয়। অতএব, চেক করো যে আমার মনের প্লেট ব্যর্থ থেকে এবং অতীত থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার আছে? সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম রূপ হলো - ভাইব্রেশন রূপে থেকে যাওয়া। ফরিস্তা অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্লিন আর ক্লিয়ার। অন্তর্লীন করার শক্তি দ্বারা নেগেটিভকেও পজিটিভ রূপে পরিবর্তন করে সমাহিত করো। নেগেটিভই সমাহিত করো না, পজিটিভিটিতে চেঞ্জ করে সমাহিত করো, তবেই নতুন শতাব্দীতে নবীনত্ব আসবে।

আরেকটা বিষয় তিনি কী দেখেছেন বলবো? বলবো নাকি এর আগেরটা ভারী ডোজ? যেমন, বাপদাদা আগে বলেছেন যে যেভাবেই হোক আমাকে নিজের সাথে পরমধামে নিয়ে যেতেই হবে, হয় প্রহার দ্বারা, না হয় ভালোবাসার সাথে। অস্ত্রানীদের প্রহারের সাথে আর তোমরা সব বাচ্চাকে ভালোবাসার সাথে। এভাবেই বাপদাদা এখনও বলেন যে, যেমন করে হোক দুনিয়ার সামনে মহান আত্মাদের ফরিস্তা রূপে প্রত্যক্ষ করাতেই হবে। তো তোমরা প্রস্তুত আছ তো না? বাপদাদা তো বলেছিলেন যে, যেমন ভাবে হোক প্রস্তুত করতে তো হবেই। নয়তো নতুন দুনিয়া কীভাবে আসবে! আচ্ছা - আরেকটা বিষয় কী দেখেছো?

বছরের শেষ তো না! দেখো, বাপদাদা 'মেজরিটি' শব্দ বলছেন, সর্ব বলছেন না, মেজরিটি বলছেন। তো অন্য বিষয় কী

দেখেছেন? কেননা, কারণকে নিবারণ করবে তবে তো নব-নির্মাণ হবে। তো দ্বিতীয় কারণ - গড়িমসি ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন। কারও কারও মধ্যে অনেক রয়্যাল রূপেরও দীর্ঘসূত্রিতার ভাব (হচ্ছে-হবে ভাব) দেখেছেন। এক কথায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণ - "সব ঠিক আছে" ভাব। কেননা সাকারে তো প্রত্যেকের প্রতিটা কর্ম কেউ দেখতে পায় না, সাকার ব্রহ্মাও সাকারে (সশরীরে) দেখতে পাননি, কিন্তু এখন অব্যক্ত রূপে যদি চান তো যে কোনো কারও'র প্রতিটা কর্ম দেখতে পারেন। যা গাওয়া হয়েছে যে, পরমাত্মার হাজার চোখ আছে, লক্ষ চোখ আছে, লক্ষ কান আছে। তিনি এখন নিরাকার এবং অব্যক্ত ব্রহ্মা উভয়ে একসাথে দেখতে পারেন। যে যতই লুকানোর চেষ্টা করুক, লুকায়ও রয়্যালটির সাথে, সাধারণ নয়। তো নিষ্ক্রিয়তার এক স্থূল রূপ আছে, এক সূক্ষ্ম রূপ আছে, দু'টো ক্ষেত্রেই শব্দগুলো একই "সব চলবে, দেখে নিয়েছি কী হয়! কিছুই হয় না। এখন তো চালিয়ে নাও, পরে দেখা যাবে!" এগুলো নিষ্ক্রিয়তার সংকল্প। বাপদাদা চাইলে সবাইকে বলতে পারেন। কিন্তু তোমরাই বলো তো না যে লজ্জাজনক অবস্থা না বলাই থাক। তাইতো বাপদাদাও তোমাদের সম্মান বজায় রাখেন। কিন্তু এইরকম নিষ্ক্রিয়তা-ভাব তোমাদের পুরুষার্থ তীব্র করতে পারে না। পাস উইথ অনার বানাতে পারে না। যেমন, নিজে ভাবো যে "সব চলবে"। তো রেজাল্টও চলবে, কিন্তু উড়বে না। তো শুনেছ তোমরা বাবা দু'টো বিষয় কী দেখেছেন! পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনো না কোনো রূপে, প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা রকমের নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে। তাইতো বাপদাদা সেই সময় মৃদু মৃদু হাসেন - বাচ্চারা বলে, দেখে নেব কী হয়! তো বাপদাদাও বলেন - দেখে নিও কী হয়! সুতরাং আজ কেন এটা বলছেন? কারণ চাও বা না চাও, জবরদস্তি তোমাদেরকে তৈরি করতেই হবে। আর তোমাদেরও হতে তো হবেই। আজ একটু কঠিন ভাবে বলেছেন কেননা, তোমরা প্ল্যান বানাচ্ছ, এটা করবো, এটা করবো ...কিন্তু কারণের নিবারণ হবে না তো টেম্পোরারি হয়ে যাবে, তারপরে কোনো পরিস্থিতির যদি উদ্ভব হয় তখন বলবে ঘটনাই এমন ছিল তো না! কারণই এমন ছিল! আমার হিসেব-নিকেশই এরকম! অতএব, হতেই হবে। মঞ্জুর তো না! টিচার্স মঞ্জুরি আছে? ফরেনার্স মঞ্জুরি আছে? বাপদাদা বলছেন হতেই হবে। নতুন শতাব্দীতে তোমরা বলবে আমরা হয়ে গেছি। এরকমই তো, তাই না - অন্ততপক্ষে কম সময় নেওয়া উচিত। কিন্তু বাপদাদা এক বছর সময় দিচ্ছেন, তাহলে তো সহজ তো না! আরামে করো। আরামের অর্থ হলো, আ-রাম অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ ক'রে তখন করবে। ঐ ডানলপের আরাম ক'রো না। তোমাদের প্রতি বাপদাদার বেশী ভালোবাসা আছে, নাকি বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা বেশি আছে? কার আছে, বাবার নাকি তোমাদের?

বাপদাদার তোমাদের সকলের প্রতি নিশ্চয় আছে যে বাচ্চারা সবাই ভালোবাসার রিটার্নে অব্যক্ত ব্রহ্মা বাবা সমান অবশ্যই হবে। হবে তো না! বাপদাদা ছাড়বেন না। ভালোবাসা আছে তো না! যার প্রতি ভালোবাসা থাকে তার সাথে ত্যাগ করা যায় না। তো ব্রহ্মাবাবার তোমাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে।

অপেক্ষা করতে থাকেন, কবে আমার বাচ্চারা আসবে! তো সমান হবে তো না!

ব্রহ্মাবাবার এক আধ্যাত্মিক বার্তালাপ শোনাচ্ছি। এখন ১৮-ই জানুয়ারি আসতে চলেছে, তাই না! তো ব্রহ্মাবাবা, শিববাকে বলেন যে আপনি বাচ্চাদের দ্বারা ডেট ফিক্স করান, আমি কতদিন অপেক্ষা করবো? এই ডেট ফিক্স করান। তো শিববাবা কী বলবেন? মৃদু মৃদু হাসেন। বাপদাদা তবুও বলেন - বাচ্চারাই ডেট ফিক্স করবে, বাপদাদা করবেন না। তাইতো বাপদাদা খুব স্মরণ করেন। তো ডেট ফিক্স করবে?

নতুন বছরে এই সমান হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প করো। লক্ষ্য রাখো যে আমাকে ফরিস্তা হতেই হবে। এখন পুরানো বিষয়গুলো সমাপ্ত করো। নিজের অনাদি এবং আদি সংস্কারসমূহ ইমার্জ করো। স্মৃতিতে রাখো - ঘুরতে- ফিরতে আমি বাবা সমান ফরিস্তা, আমার পুরানো সংস্কারের সাথে, পুরানো সমস্ত বিষয়ের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। বুঝেছ? পরিবর্তনের এই সঙ্কল্পের জল দিতে থাকো। বীজের যেমন জল চাই, রোদ্দুরও চাই, তবেই ফল বের হয়। তো এই সংকল্পকে, বীজকে স্মৃতির জল আর রোদ দিতে থাকো। বারবার রিভাইস করো - বাপদাদার কাছে আমার প্রতিজ্ঞা কি! আচ্ছা।

চতুর্দিকের মহান আত্মাদের যারা সদা পরিবর্তন শক্তিকে সবসময় কার্যে প্রয়োগ করে, বিশ্ব পরিবর্তক আত্মাদের যারা সদা দৃঢ় নিশ্চয়ের সাথে প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখায়, ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা আত্মাদের, সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই - বাবা সমান হয়, বাপদাদার ভালোবাসার রিটার্ন দেওয়া মহাবীর আত্মাদের, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

চতুর্দিকের বাচ্চাদের নতুন বছর, নতুন যুগের, নতুন জীবনের অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। এই নতুন বছরে ব্রহ্মাবাবা দ্বারা উচ্চারিত মহাবাক্য সদা স্মরণে রেখো - নিরাকারী, নিরহংকারী, সেই সাথে নব নির্মাণধারী, সদা নির্মাণ

আর নির্মাণের কর্তব্যের ব্যালেন্স রেখে উড়তে থাকো। এই বছরে বিশেষ স্ব-পরিবর্তনের বিশেষ সমানে রেখে উড়তে থাকো আর উড়াতে থাকো। সদা ব্রহ্মাবাবার প্রতি কদমে নিরন্তর ফলো ফাদার করো। তো অভিনন্দন, অভিনন্দন। পদ্মগুন অভিনন্দন। আচ্ছা।

\*বরদান:-\* স্ব-এর চক্রে জেনে জ্ঞানী তু আত্মা হয়ে প্রভু প্রিয় ভব  
এই সৃষ্টি চক্রে আত্মার কী কী পাট আছে, তাকে জানা অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। সম্পূর্ণ চক্রে জ্ঞানকে বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে ধারণ করাই স্বদর্শন চক্র ঘুরানো হয়, স্ব-এর চক্রে জানা অর্থাৎ জ্ঞানী তু আত্মা হওয়া। এমন জ্ঞানী তু আত্মা প্রভু প্রিয় হয়। তাদের সামনে মায়া দাঁড়াতে পারে না। এই স্বদর্শন চক্রই ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজা বানিয়ে দেয়।

\*স্লোগান:-\* প্রত্যেক বাচ্চা বাবা সমান প্রত্যক্ষ স্বরূপ হ'লে প্রজা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থেকে খাবার তৈরি করো তাহলে যে থাকে তার হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে, তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের খাবার খুব শুদ্ধ হওয়া উচিত"

\*প্রশ্নঃ - সত্যযুগে তোমাদের দ্বারে কখনও কালের আগমন হয় না - কেন?

\*উত্তরঃ - কারণ সঙ্গমে তোমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা জীবিত অবস্থায় মরতে শিখেছো। যারা এখন জীবিত থেকে মরতে জানে তাদের দোর গোড়ায় কখনো কালের আগমন হয় না। তোমরা এখানে এসেছো মরার কায়দা শিখতে। সত্যযুগ হলো অমর লোক, সেখানে কাল কাউকে গ্রাস করে না। রাবণ রাজ্য হলো মৃত্যুলোক, তাই এখানে সবার অকালে মৃত্যু হতেই থাকে।

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা প্রদর্শনী দেখে আসে তো বুদ্ধিতে সেইসব স্মরণ থাকা উচিত। আমরা কীভাবে শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি তারপরে দেবতা সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী হবো। এই সঙ্গমযুগী মডেল প্রদর্শনীতে রাখতে হবে। কলিযুগ এবং সত্যযুগের মাঝখানে এখন এটা হলো সঙ্গমযুগ। অতএব সঙ্গমযুগী মডেল মাঝখানে থাকবে, তাতে ১৫-২০ জন শ্বেত পোশাকধারীদের তপস্যারত বসানো উচিত। যেমন সূর্যবংশী দেখানো হয় তো চন্দ্রবংশী-ও দেখাতে হবে। এমন তৈরি করতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে এই তপস্যা করেই এমন দেবতা স্বরূপে পরিণত হওয়া যায়। যেমন তোমাদের প্রথম দিকের চিত্র রয়েছে। সাধারণ তপস্যারত এবং ভবিষ্যতের রাজ্য পদের। তেমনভাবে এটিও তৈরি করতে হবে। তাহলেই তোমরা বোঝাতে পারবে তপস্যারত ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পরিণত হয়। অ্যাকুরেট দেখাতেও হবে। আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা রাজযোগ শিখে এমন স্বরূপে পরিণত হই। সুতরাং সঙ্গমযুগও অবশ্যই দেখাতে হবে। তোমরা বাচ্চারা প্রদর্শনী দেখে এলে সারাদিন ওই নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত, তবেই জ্ঞানের সাগরের বাচ্চারা তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর রূপে পরিচিত হবে। যদি বুদ্ধিতে জ্ঞানই না থাকে তাহলে জ্ঞানের সাগর বলা হবে কিভাবে। সারাদিন বুদ্ধি এতেই যদি লেগে থাকে তাহলে বন্ধন মুক্ত হবে। আমরা এখন হলাম ব্রাহ্মণ, তারপরে দেবতায় পরিণত হই। যদি ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে না তাহলে ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম হবে। বৈকুণ্ঠ দেখতে পাবে না। মুখ্য হলই তো বৈকুণ্ঠ। ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড সত্যযুগ কে বলা হয়, তাই পুরুষার্থ করতে হবে। তোমাদের দুই চিত্রই থাকা উচিত। ওই রঙিন পোশাক বা গহনায় সজ্জিত আবার এই তপস্যারত। তখন তারা বুঝবে সূক্ষ্মবতনে বিরাজিত আছে। ড্রেস তো পরিবর্তন হতে পারে। ফিচার্স তো পরিবর্তন হতে পারবে না। ওটা হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, এটা হলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, যাতে তারা বুঝতে পারে যে এরা স্থাপনা করছে। এরাই আবার দেবতা রূপে পরিণত হবে। যে পরিশ্রম করবে সেই পাবে। ব্রাহ্মণ তো অনেকেই হবে। এইসময় তোমাদের সংখ্যা কম। দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রম করে, বুদ্ধিতে আছে - আমরা তপস্যা করে পুনরায় দেবতা হবো। একেই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসা। কারণ বুদ্ধিতে তো সম্পূর্ণ নলেজ আছে। আমরা কি ছিলাম, এখন আবার কি হতে চলেছি। স্টুডেন্টরা টিচারকে তো নিশ্চয়ই স্মরণ করবে। তোমাদেরও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই পাপ ভস্ম হয়। আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। যারা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয় তারা-ই আবার দেবতায় পরিণত হয়। এর মডেলটি যত বিশাল হবে, ততই ভালো কারণ তাতে লিখতেও হবে - সঙ্গমযুগী পুরুষোত্তম রূপে পরিবর্তনকারী ব্রাহ্মণ। এখন তোমাদের বাবা বসে পড়াচ্ছেন। উপরে শিববাবারও চিত্র আছে, যিনি তোমাদের পড়ান। তোমরা দেবতায় পরিণত হও। এই ব্রহ্মা তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিও হলেন শ্বেত পোশাকধারী স্টুডেন্ট। মানুষ তো রামরাজ্যকে বিশ্বাস করে না, গায়নও আছে রাম রাজা, রাম প্রজা। সত্যযুগে তো আছেই ধর্মের রাজ্য। ত্রেতায় যদিও ক্ষত্রিয়দের গ্লানি করা হয়েছে। সূর্যবংশীদের গ্লানি করা হয়নি। অতএব এই কথাও লিখতে হবে। রাম রাজা, রাম প্রজা... ধর্মের উপকার (রাম রাজা, রাম প্রজা, রাম সাহকার, সেখানে সকলের মধ্যে দাতার সংস্কার থাকার কারণে সদাই ধর্মের উপকার হয়ে থাকে)। ত্রেতা হলো সেমি স্বর্গ, কারণ ১৪ কলা সেখানে তাইনা। সেখানে এমন গ্লানির কথা হয় না। তাদের ক্রিয়ার করে বলা আমরা কি হতে চলেছি। আমরা নিজেদের জন্য স্বরাজ্য স্থাপন করছি। বিশ্বে শান্তির একটি স্বরাজ্য যা সবাই চায়, সেই রাজ্য আমরা স্থাপন করছি।

বাবা প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখেন তখন চিন্তন করেন। তোমরা বাচ্চারা বাড়ি গিয়ে এইসব কথা ভুলে যাবে। কিন্তু এইসব বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত। এমন নয়, প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে গিয়েই খেলা শেষ। ভালো ভালো যে পুরুষার্থী বাচ্চারা আছে, তাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবার বুদ্ধিতে তো থাকে, তাইনা। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলে বাবার স্মরণও

থাকবে। উল্লভি হতে থাকবে। যদি সত্যপ্রধান না হও তাহলে তো সত্যযুগে যাবে না তাই নিজেকে স্মরণের যাত্রায় পাকা মজবুত রাখতে হবে। তোমরা হলে রাজযোগী। তোমাদের অজস্র জটা আছে। মাতাগণ, মহিমা সবই তোমাদের। জটা ইত্যাদিও ন্যাচারাল। রাজযোগী এবং যোগিনী এই প্রকৃত তপস্যা রূপ দেখানো হয়। এইসব হলো বোধগম্য করবার বিষয়। বাবা বলেন দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাকি সব দেহের সম্বন্ধ ইত্যাদি ভুলে যাও। এক পিতাকে স্মরণ করো। তিনি তোমাদের সম্পদশালী করেন। জীবিত থেকে মরে যাও। বাবা এসে জীবিত অবস্থায় মরতে শেখান। বাবা বলেন আমি হলাম কালের কাল, তোমাদের এমন মরতে শেখাই যে কখনও তোমাদের দুয়ারে কাল প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে তো রাবণ রাজ্য নেই। সত্যযুগে কখনও কাল গ্রাস করে না, তাকে অমরপুরী বলা হয়। বাবা তোমাদের অমর পুরীর মালিক করেন। এ হলো মৃত্যুলোক। ওটা হলো অমর পুরী। এ হলো রাজযোগ। তোমরা লিখে দাও প্রাচীন ভারতের রাজযোগ পুনরায় শেখানো হয়। যে প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখা যায় তাতে ভাবনা চিন্তা করা উচিত আরও বিশেষ কিছু কি এমন করা যায় যাতে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এতে প্রাক্টিক্যাল খুব ভালোভাবে বোঝানো যায়। যথা রাজা রানী তথা প্রজা এতেই এসে যায়। বাবা কতখানি ক্লিয়ার করে বোঝান, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। মূল রূপে এতেই জোর দেওয়া উচিত। বিশ্বে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি কিভাবে স্থাপন হচ্ছে, এসে বুঝে নাও। তোমরা নিজেদের জন্যেই কর। যত পরিশ্রম কর তত পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। তাও নম্বর অনুযায়ী। এও দেখাও নম্বর অনুযায়ী কিভাবে তৈরি হয়। প্রজাও দেখাও, তো ধনী প্রজা, সেকেন্ড গ্রেড, থার্ড গ্রেড প্রজাও দেখাও। এমন সঠিকভাবে বানাও যাতে ভালোভাবে বোঝাতে পারো। পরিশ্রম তো করতে হবে। সময় কম আছে। জ্ঞান হল তোমাদের জন্যে। তোমরা প্রদর্শনীতে এমনভাবে বোঝাও যাতে মানুষ বুঝতে পারে আমাদের একমাত্র শিব পিতাকেই স্মরণ করতে হবে তবেই আমরা এমন হতে পারব। তা নাহলে আমরা ভক্তিমার্গে এসে যাব।

তোমরা হলে মহারথী বাচ্চা, তোমাদের বুদ্ধি চলতে থাকে। মেল্সও (ভাই) ভালো ভালো আছে। এক নম্বরে হলো জগদীশ, যে ম্যাগাজিন তৈরি করে। বৃজমোহনের লেখার ভালো শখ আছে। তৃতীয় কেউ বেরিয়ে আসবে হয়তো। প্রত্যেকটি কথা তোমরা ক্লিয়ার করতে থাকবে দিন দিন। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পরম আত্মায় তো জ্ঞান ভরা আছে তাইনা। যেমন গীত শোনো তোমরা। সম্পূর্ণটা রেকর্ডে ভরা আছে। এও একই কথা। বাবার কাছে যা কিছু আছে সেসব প্রাপ্ত হতে থাকবে - ড্রামা অনুযায়ী। এই কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে চলা উচিত। তোমরা যে কাজ-ই করো, হাত দিয়ে রন্ধন করো, বুদ্ধি যেন শিববাবার কাছে থাকে। ব্রহ্মা ভোজনও পবিত্র চাই। ব্রহ্মা ভোজন-ই হলো ব্রাহ্মণদের ভোজন। ব্রাহ্মণরা যত যোগ যুক্ত হয়ে ভোজন রন্ধন করে, ততই সেই ভোজন শক্তি সম্পন্ন হয়। গায়নও আছে দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজনের মহিমা বর্ণনা করেন, যার দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হয়, তো ব্রাহ্মণরাও এমন হওয়া উচিত। এখন নেই। এখন যদি এমন হয়ে যায় তাহলে তো তোমাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাবে। কিন্তু ড্রামা অনুযায়ী ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি হওয়ার আছে। এমন ব্রাহ্মণও হবে যারা বলবে আমরা বাবার স্মরণে ভোজন রন্ধন করি। বাবা চ্যালেঞ্জ করেন তাইনা। এমন ব্রাহ্মণ হবে যে যোগযুক্ত হয়ে ভোজন প্রস্তুত করবে। ভোজন পবিত্র হওয়া উচিত। ভোজনের উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। বাচ্চারা বাইরে পায়না তাই এখানে আসে। বাচ্চারা তো ভোজন গ্রহণ করেও রিফ্রেশ হয়। যোগ যুক্ত যারা তারা জ্ঞানীও হয়, তাই তাদের সার্ভিস করতে পারানো হয়। অনেক ব্রাহ্মণ হলে এখানেও এমন ব্রাহ্মণদের রাখা হবে। ভোজন প্রস্তুতের সেবায় মহারথী হওয়া উচিত, যাতে যোগযুক্ত খাবার তৈরি হয়। দেবতারাও ভাবে আমরা ব্রহ্মা ভোজন খেয়েই দেবতা হয়েছি। তাই রুচি সহকারে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তোমাদের সঙ্গে কিভাবে মিলন হয়, এও তো ড্রামার যুক্তি যুক্ত ভাবে রয়েছে। সূক্ষ্মবতনে ইনি এবং উনি দুইজনেই মিলিত হন। এও ওয়ান্ডারফুল সাক্ষাৎকার। ওয়ান্ডারফুল নলেজ তাইনা। তাই সাক্ষাৎকারও ওয়ান্ডারফুল - অর্থ পূর্ণ। ভক্তিমার্গে সাক্ষাৎকারের জন্য খুব পরিশ্রম করতে হয়। নবধা ভক্তি (ভক্তির পরাকাষ্ঠা) করে শুধুমাত্র দর্শনের জন্য। তারা ভাবে দর্শন হলেই আমাদের মুক্তি হবে। তারা কি জানে যে এই পড়াশোনা করে দেবতারা এমন পদমর্যাদা প্রাপ্ত করেছে। তাঁরা সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী হয়েছে এই পড়াশোনার দ্বারা। এত যে চিত্র ইত্যাদি তৈরি করেছে, সেসব যদিও কিছুই হয় না, এইসবই হল ভক্তিমার্গের বিস্তার। বড় বিশাল এই কারবার। এখন জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য তোমরা বুঝেছো। এইসব বাবা-ই বসে বোঝান, তিনি হলেন স্পিরিচুয়াল ফাদার (আত্মার পিতা)। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। কল্প-কল্প পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করা, রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করা, সবই বাবার কর্তব্য। কিন্তু গীতায় শুধু নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বাবা বোঝান এও কল্প-কল্পের খেলা। আমরা ঘর থেকে অর্থাৎ পরমধাম থেকে এখানে আসি পার্ট প্লে করতে। বৃক্ষের বিষয়টি নিয়েও বুদ্ধি চলা উচিত - কাকে কিভাবে বোঝানো যায়। তারা জিজ্ঞাসা করে আমরা কি স্বর্গে আসব না? বলা, তোমাদের ধর্ম স্থাপক তো স্বর্গে আসেন না। উনি যদি আসেন তবে তোমরাও আসবে। প্রত্যেকটি ধর্মের নিজস্ব সময়ে পার্ট আছে। এই ভ্যারাইটি ধর্মের নাটক নির্দিষ্ট আছে। তৈরি করা খেলা। এতে কিছুই বলার প্রয়োজন থাকে না। মুখ্য ধর্ম দেখানো হয়েছে। এই কথা তো বাচ্চারা জানে। এই চিত্র ইত্যাদি

কিছুই নতুন নয়। কল্প-কল্প এই একই রকম ভাবে চলবে। অনেক রকমের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। মারপিট ইত্যাদির বিঘ্নও পড়ে তাইনা। বাচ্চাদের কত যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়। বলো, ভগবানুবাচ আছে তাইনা - কাম হলো মহাশত্রু। এখন তো এই কলিযুগী দুনিয়ার বিনাশ হবে। দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে, তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হও। কাম বিকারকে পরাজিত করে। এই বিষয়েই ঝগড়া হয়। তোমরা বড় বড় মানুষদের বোঝাও। গভর্নরের নাম শুনে সবাই আসবে তাই যুক্তি রচনা করা হয়। হতে পারে তার মধ্যে কেউ ভালো ভাবে বুঝবে। বড় বড় মানুষের নাম শুনে অনেকে আসবে। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনও বড় মানুষ চলে আসতে পারেন। যদিও কাজটি খুব মুশকিল। বাবা কতবার লেখেন - বাচ্চারা, যাকে দিয়ে উদ্ঘাটন করাবে প্রথমে তাকে অবশ্যই বোঝানো যে, এইভাবে মানুষ থেকে দেবতা হতে পারো। বিশ্বে শান্তি হতে পারে। স্বর্গে-ই বিশ্বে শান্তি ও সুখ ছিল। এমন ভাবে ভাষণ দাও এবং তার সঙ্গে খবরের কাগজেও ছাপা হলে তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসতে থাকবে যে তোমরা ঘুমানোর সময়টুকু পাবে না। ঘুম ত্যাগ করতে হবে। সার্ভিসের দ্বারা, যোগের দ্বারা শক্তিও প্রাপ্ত হয়। কারণ এ হলো তোমাদের উপার্জন। যার উপার্জন হয় তার কখনও ঘুম পায় না। সে কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না। উপার্জন করে এমন পেট ভরে যায় যে তার আর ঘুম আসে না। একরকম নিয়মিত হয়ে যায়। তোমরাও বিশাল উপার্জন কর। যাদের দেউলিয়া হওয়ার থাকে তারা ঘুমায়ে। যারা ভালো রকম বোঝে, স্মরণে থাকে তাদের ঘুম পাবে না। যদি আত্মীয় পরিজন স্মরণে আসে তো ঘুম পাবে। এই সবই প্রমাণ চিহ্ন। স্বর্গে তোমাদের ঘুম পাবে না। বাবার কাছে অবি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে ওঠা বসা শোওয়া সবই নিয়ম অনুযায়ী হয়। অ্যাকুরেট, আল্লা লিভার হয়ে যায়। এখন সিলিন্ডার হয়েছে, তাকে লিভার বানাতে হবে। (সিলিন্ডার, লিভার ইত্যাদি হলো ঘড়ির নাম) এমন কেউ তৈরি করতে পারে, কেউ পারেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) বন্ধনমুক্ত হতে বা নিজের উন্নতি করার জন্য বুদ্ধি সদা জ্ঞানে ভরপুর রাখতে হবে। মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে, স্বদর্শন চক্রধারী স্বরূপে স্মরণে বসতে হবে।

২ ) নিদ্রাজিত হয়ে স্মরণের শক্তি ও সেবার শক্তি জমা করতে হবে। উপার্জন জমা করার সময় কখনও আলস্য অনুভব করবে না। ঘুমে ঢুলতে থাকবে না।

\*বরদান:-\* সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বরীয় পরিবারের স্নেহের বীজ বপনকারী বিশ্ব সেবাধারী ভব তোমরা বিশ্ব সেবাধারী বাচ্চারা সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বরীয় পরিবারের স্নেহের বীজ বপন করছো। যদি কেউ নাস্তিক হয় অথবা আস্তিক... সবাইকে অলৌকিক বা ঈশ্বরীয় স্নেহের, নিঃস্বার্থ স্নেহের অনুভূতি করানোই হলো বীজ বপন করা। এই বীজ সহযোগী হওয়ার বৃক্ষ স্বতঃই জন্ম দেয় আর সময় অনুসারে সহযোগী হওয়ার ফল দেখা যায়। কেবল কোনও ফল তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয় আবার কোনও ফল সময় অনুসারে অঙ্কুরিত হয়।

\*স্লোগান:-\* ভাগ্য বিধাতা বাবাকে জানা, চেনা আর তাঁর ডাইরেক্ট বাচ্চা হয়ে যাওয়া - এটাই হলো সবথেকে বড় ভাগ্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন সর্ব সস্বন্ধের ভালোবাসার স্যাকারিন, একমাত্র মিষ্টি প্রিয়তমকে স্মরণ করো তাহলে অন্য সব দিক থেকে বুদ্ধি সরে যাবে"

\*প্রশ্নঃ - কর্মাজীত হওয়ার সহজ পুরুষার্থ বা যুক্তি কোন্-টি?

\*উত্তরঃ - ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি পাকা করার পুরুষার্থ করো। বুদ্ধি দ্বারা একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য সবকিছু যেন বিস্মৃত হয়। কোনও দেহধারীর সস্বন্ধ যেন স্মরণে না আসে তবেই কর্মাজীত হবে। নিজেকে আত্মা ভাই-ভাই নিশ্চয় করা - এটাই হলো পুরুষার্থের লক্ষ্য। ভাই-ভাই ভাবলে দেহের দৃষ্টি, বিকারী চিন্তন শেষ হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। ডবল ওম্ শান্তি। ডবল কিভাবে, এই কথা তো বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবাও বাচ্চাদেরই বসে বোঝান। প্রথমে বাবার উপরে নিশ্চয় থাকা উচিত কারণ ইনি হলেন পিতা, টিচার এবং গুরুও। যদিও লৌকিক পদ্ধতিতে আলাদা হয়। যৌবনকালে টিচার থাকে। গুরু করা হয় ৬০ বছর বয়সের পরে। ইনি তো যখন আসেন একসাথে তিনটি সার্ভিস করেন। তিনি বলেন ছোট বড় সবাই পড়তে পারে। বাচ্চাদের বুদ্ধি খুব ফ্রেশ থাকে। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে, ছোট-বড় সব জীবের আত্মা নিশ্চয়ই আছে। আত্মা জীবে প্রবেশ করে। আত্মা ও জীব তফাৎ তো আছে তাইনা। এখানে বাচ্চারা তোমাদের আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান প্রদান করা হয়। আত্মা তো হলো অবিনাশী, বাকি শরীরের জন্ম হয় এখানে ব্রষ্টাচারের দ্বারা। সেখানে ব্রষ্টাচারের কোনো কথাই নেই। গায়নও আছে সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। শ্রেষ্ঠাচারী ও ব্রষ্টাচারী দুইটি পৃথক শব্দ আছে তাইনা। এইসব কথা একমাত্র বাবা-ই বোঝান। বাচ্চাদের শুধুমাত্র এই নিশ্চয়টি যেন পাকা হয়ে যায় যে আমরা হলাম আত্মা, আমাদের পিতা আমাদের পড়ান। বাবা আসেন-ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় আমাদের কনিষ্ঠ থেকে পুরুষোত্তম করেন। এই দুনিয়াটাই হল কনিষ্ঠ, তমোপ্রধান, একেই ঘোর নরক বলা হয়। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আমরা হলাম ভাই-ভাই - এটা দৃঢ়তা সাথে পাকা করে নাও। এই দেহ তো থাকবে না। তখন বিকারের দৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে। এটি হলো সবচেয়ে উচ্চ মানের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটিতে খুব কম-জনই পৌঁছাতে পারে, পরিশ্রম আছে। শেষে যেন কোনও কিছু স্মরণে না আসে, একেই বলা হয় কর্মাজীত অবস্থা। এই দেহটিও হলো বিনাশী, এর প্রতিও যেন আসক্তি নষ্ট হয়ে যায়। পুরানো সস্বন্ধ গুলিতে আসক্তি রেখো না। এখন তো নতুন সস্বন্ধে যেতে হবে। পুরানো অসুরী সস্বন্ধ স্ত্রী-পুরুষের কতখানি ছিঃ ছিঃ সস্বন্ধ। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এখন ফিরে যেতে হবে। আত্মা - আত্মা ভাবলে দেহ বোধ থাকবে না। স্ত্রী-পুরুষের টান নষ্ট হবে। লেখাও আছে অন্তিম কালে যে স্ত্রী স্মরণ করে, পরমাত্মা চিন্তনে যে মারা যায়.... তাই বলা হয় অন্ত কালে গঙ্গা জল মুখে থাকুক, কৃষ্ণের স্মরণ থাকুক। ভক্তিমার্গে তো কৃষ্ণের স্মরণ থাকে। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দেয় তারা। এখানে তো বাবা বলেন দেহকেও স্মরণ করবে না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অন্য সব দিক থেকে মন বুদ্ধি সরিয়ে নাও। সর্ব সস্বন্ধের ভালোবাসা এক এর মধ্যে, এটি যেন স্যাকারিন সম হয়ে যায়। সবার জন্য মিষ্টি এবং সকলের প্রিয়তমও হলেন উনি। প্রিয়তম হলেন একজন-ই। কিন্তু ভক্তিমার্গে অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ভক্তির বিস্তার অনেক। যজ্ঞ, তপ, দান, তীর্থ, ব্রত পালন, শাস্ত্র পঠন এইসবই হলো ভক্তির সামগ্রী। জ্ঞানের সামগ্রী তো কিছুই নেই। এই কথাও তোমরা নোট করো বোঝানোর জন্য। বাকি তোমাদের এই কাগজ পত্র কিছুই থাকবে না। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা শান্তিধাম থেকে এসেছিলে, শান্ত স্বরূপ-ই ছিলে। শান্তির সাগরের কাছে তোমরা শান্তির, পবিত্রতার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। এখন তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষ্ছ তাইনা। জ্ঞানও নিষ্ছ। স্ট্যাটাস সামনে আছে। এই জ্ঞান বাবা ব্যতীত অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। এ হলো আধ্যাত্মিক (কহানী) জ্ঞান। আত্মিক পিতা একবার-ই আসেন, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়ার জন্যে। তাঁকে বলাও হয় পতিত-পাবন।

সকালে বসে বাচ্চাদের ড্রিল করান। বাস্তবে একে ড্রিল বলা হবে না। বাবা শুধু বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। কতখানি সহজ তাইনা। তোমরা হলে আত্মা তাইনা। কোথা থেকে এসেছো? পরমধাম থেকে? এমন কথা আর অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। পারলৌকিক বাবা-ই বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা, পরমধাম থেকে এসেছো তাইনা, এই শরীরে পাট প্লে করতে। পাট প্লে করতে করতে এবারে নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। আত্মা পতিত হয়েছে তাই শরীরও পতিত হয়েছে। সোনায় খাদ পড়ে তখন তাকে আগুনে গলানো হয়। সন্ন্যাসীরা এমন

করে কখনোই অর্থ বলে দেবে না। তারা তো ঈশ্বরকে জানে না। বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও, এই কথা স্বীকার করে না। বাবা যা শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা আর কেউ দিতে পারে না। এতে প্রাক্টিক্যালের পরিশ্রম করতে হয়। বাবা তো কত সহজ করে বোঝান। বলাও হয়ে থাকে যে - ইনি হলেন পতিত-পাবন, সর্বশক্তিমান, তাঁকেই শ্রী-শ্রী বলা হয়। এবং শ্রী বলা হয় দেবতাদের। তাঁদেরকেই বলাটা শোভা পায়। তাঁদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই হলো পবিত্র। আত্মাকে তো কেউ নির্লিপ্ত বলতে পারে না। আত্মা-ই ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু মানুষ না জানার দরুন আনরাইটি আস হয়ে গেছে। একমাত্র বাবা-ই এসে রাইটিয়াস করেন। রাবণ আনরাইটিয়াস করে। চিত্র তো তোমাদের কাছে আছে। যদিও এমন দশটি মাথা যুক্ত রাবণ কেউ ছিল না। সত্যযুগে রাবণ তো হয় না, এই কথা তো ক্লিয়ার। কিন্তু যারা শুনবে তারা বলবে এখানকার স্যাপলিং (চারু গাছ)। কেউ একটু শুনবে, কেউ বেশি শুনবে। ভক্তিমার্গের বিস্তার দেখো কতখানি। অনেক রকমের ভক্ত আছে। আর প্রথম থেকেই সবাই শুনেছে যে - হরণ করেছে। কৃষ্ণের জন্যও এমন বলা হয় যে সে নাকি - হরণ করেছে। তাহলে এমন কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে কেন? পূজা করে কেন? তাই বাবা বসে বোঝান, কৃষ্ণ হলেন ফার্স্ট প্রিন্স, স্বর্গের প্রথম রাজকুমার। সে তো খুব বুদ্ধিমান হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক সে কি কম বুদ্ধিমান হবে! সেখানে কোনও মন্ত্রী ইত্যাদি থাকে না। পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় না। পরামর্শ নিয়েই তো সম্পূর্ণ হয়েছে, আর বিশেষ কি পরামর্শ নেবে! তোমাদের অর্ধকল্প কারোর পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। স্বর্গ এবং নরকের নাম তো শুনেছো। এটা তো স্বর্গ হতে পারে না। তারা হলো পাথর বুদ্ধি যারা ভাবে এখানে ধন আছে, মহল আছে, এটাই হলো স্বর্গ। কিন্তু তোমরা জানো স্বর্গ তো হলো নতুন দুনিয়া। স্বর্গে তো সবাই সদগতিতে থাকে। স্বর্গ-নরক একত্রে তো হতে পারে না। স্বর্গ কাকে বলে, তার আয়ু কত - এইসব বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন। দুনিয়া তো একটাই। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ, পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। এখন ভক্তিমার্গ শেষ হবে। ভক্তির পরে চাই জ্ঞান। সব জীব আত্মারা পাট প্লে করতে করতে পতিত হয়েছে। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। তোমরা বেশি সুখ প্রাপ্ত করো। চার ভাগের তিন ভাগ সুখ, বাকি ১ ভাগ দুঃখ। এতেও যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বেশি দুঃখ হয়। অর্ধেক অর্ধেক হলে মজা হবে কিভাবে। মজা তখন হবে যখন স্বর্গে দুঃখের নাম গন্ধ থাকে না, তাইতো স্বর্গকে সবাই স্মরণ করে। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়ার এ হলো অসীমের খেলা, যার কথা কেউ জানতে পারে না। বাবা ভারতবাসীদেরই বোঝান, বাকিরা সবাই যারা আছে, তারা অর্ধকল্পে আসে। অর্ধকল্প তোমরা হও সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী। তোমরা পবিত্র থাকো তাই তোমাদের আয়ু অনেক হয় এবং দুনিয়াও থাকে তখন নতুন। সেখানে সবকিছুই হয় নতুন, আনাজ, জল, পৃথিবী ইত্যাদি সবই নতুন। যত কাছে আসবে খুশীর অনুভব হবে। মানুষ বিদেশ থেকে নিজের দেশে আসে তখন খুশী হয় তাইনা। কেউ বিদেশে মারা গেলে তাদের বিমানে করে দেশে আনা হয়। সবচেয়ে ফার্স্টক্লাস পবিত্র ধরনী হলো ভারত। ভারতের মহিমা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানে না। ওয়াল্ডার অফ দ্যা ওয়াল্ড আছে না - তার নামই হলো স্বর্গ। তারা যে ওয়াল্ডার্স দেখায় সবই হলো নরকের। কোথায় নরকের ওয়াল্ডার্স, কোথায় স্বর্গের - রাত দিনের তফাৎ! নরকের ওয়াল্ডার্সও অনেকে দেখতে যায়। কত অসংখ্য মন্দির আছে। স্বর্গে তো মন্দির থাকে না। ন্যাচারাল বিউটি (প্রাকৃতিক ভাবে সুন্দর) থাকে। মানুষের সংখ্যা খুব কম থাকে। সুগন্ধি ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেকের নিজস্ব ফার্স্টক্লাস বাগান থাকে, যেখানে ফার্স্টক্লাস ফুল হয়। সেখানকার হাওয়া-বাতাস ও হবে ফার্স্টক্লাস। গরম ইত্যাদি অনুভব হবে না। সদা অনুকূল জলবায়ু থাকবে। ধূপকাঠি ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না। স্বর্গের নাম শুনলেই মুখে জল এসে যায়। তোমরা বলবে এমন স্বর্গে যেন শীঘ্র যেতে পারি, কারণ তোমরা স্বর্গকে জানো কিন্তু পরক্ষণেই মন বলে - এখন তো আমরা অসীম জগতের বাবার সঙ্গে আছি, বাবা আমাদের পড়ান, এমন চান্স ফিরে পাওয়া যাবে না। এখানে মানুষ, মানুষকে পড়ায়, সেখানে দেবতারা, দেবতাদের পড়াবে। এখানে তো বাবা পড়ান। রাত-দিনের তফাৎ আছে! কত খুশী অনুভব হওয়া উচিত।

৮৪ জন্মও তোমরাই নিয়েছো। তোমরা-ই ওয়াল্ডার্সের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে জানো যে আমরা তো অনেক বার এই রাজ্য নিয়েছি তারপরে রাবণ রাজ্যে এসেছি। এখন বাবা বলেন, তোমরা এক জন্ম পবিত্র হও তাহলে ২১ জন্ম তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। কেন হবে না! কিন্তু মায়া হলো এমন, ভাই-বোনের সম্বন্ধেও ডাল গলে না, কাঁচা থেকে যায় (দেহ বোধ এসে যায়)। ডাল তো গলবে তখন, যখন নিজেদেরকে দৃঢ়তার সাথে আত্মা মনে করে ভাই-ভাই ভাববে। দেহ ভাব মিটে যাবে। এটাতেই হলো পরিশ্রম। যদিও খুবই সহজ। কাউকে যদি বলা হয় যে খুব কঠিন তাহলে তো তার মন খারাপ হয়ে যাবে, সেইজন্য এর নাম-ই হলো সহজ স্মরণ। জ্ঞানও খুব সহজ। ৮৪-র চক্র-কে জানতে হবে, সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার স্মরণের দ্বারা-ই আত্মার মরচে নষ্ট হবে এবং আত্মা পবিত্র দুনিয়ার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো। ভারতের প্রাচীন যোগ-ই বলা হয়, যার দ্বারা ভারত বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করে। প্রাচীন কত বছর হয়েছে? তখন লক্ষ বছর বলে দেয়। তোমরা জানো ৫ হাজার বছরের কথা, সেই রাজ যোগ পুনরায় বাবা এসে শেখাচ্ছেন, এতে কনফিউশনের ব্যাপার নেই। জিজ্ঞাসা করা হয় আত্মারা তোমাদের নিবাস স্থান কোথায়? তো বলবে

আমাদের নিবাস স্থান হলো ব্রুকুটিতে। তাহলে তো আত্মাকেই দেখতে হয়। এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত করো তারপরে সেখানে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকবে না। মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হল, খালাস। মুক্তি প্রাপ্তকারী নিজের নির্দিষ্ট সময়ে জীবনমুক্তিতে এসে সুখ প্রাপ্ত করবে। সবাই জীবনমুক্তিতে আসে ভায়া মুক্তি হয়ে। এখান থেকে যাবে শান্তিধাম, অন্য কোনও দুনিয়া নেই। ড্রামা অনুযায়ী সবাইকে ফিরে যেতেই হবে। বিনাশের আয়োজন হচ্ছে। এত খরচ করে বোমা ইত্যাদি তৈরি করা হয় সেসব রাখার জন্য নয়। বারুদ হলো বিনাশের জন্য। সত্যযুগ-ত্রৈতায়ে এইসব জিনিস থাকে না। এখন ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, আমরা এই শরীর ত্যাগ করে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম যাব। দীপাবলীতে সবাই নতুন নতুন ভালো ভালো পোশাক পরে তাইনা। তোমরা আত্মারাও নতুন রূপ ধারণ করো। এ হলো অসীম জগতের কথা। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও ফার্স্টক্লাস প্রাপ্ত হয়। এই সময় আর্টিফিশিয়াল ফ্যাশন করে, পাউডার ইত্যাদি লাগিয়ে সুন্দর হয়। সেখানে তো ন্যাচারাল বিউটি থাকে। আত্মা এভার বিউটিফুল হয়ে যায়। এইসব কথা তো তোমরা বুঝেছো। স্কুলে সবাই একরকম হয় না। তোমরাও পুরুষার্থ করো যে - আমরা এমন লক্ষ্মী নারায়ণ হবো।

এ হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় কুল, তারপরে হয় সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজবংশ। তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের রাজত্ব নেই। তোমরা এখন সঙ্গমে আছো। কলিযুগে এখন রাজত্ব নেই। হয়তো কোথাও কোথাও কোনো কোনো রাজত্ব থাকলেও থাকতে পারে, নিল (শূন্য) তো কখনও হয় না। এখন তোমরা এমন হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। দেখবে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই এবং উনি হলেন পিতা। বাবা বলেন একে অপরকে ভাই-ভাই দেখো। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তো পেয়েছো। তোমরা আত্মারা কোথায় বাস করো? আত্মা ভাই জিজ্ঞাসা করে, আত্মা কোথায় থাকে? তো বলা হয় - এইখানে, ব্রুকুটিতে। এই কথা তো খুবই কম। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কিছু যেন স্মরণে না আসে। শেষের দিকে শরীরও যেন বাবার স্মরণে ত্যাগ করতে পারা যায় - এমন প্র্যাক্টিস পাকা করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-\*

১ ) সত্যযুগে ফার্স্টক্লাস সুন্দর শরীর প্রাপ্ত করার জন্য এখন আত্মাকে পবিত্র বানাতে হবে, মরচে দূর করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ফ্যাশন করবে না।

২ ) এভার পবিত্র হওয়ার জন্যে প্র্যাক্টিস করতে হবে যে একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এই দেহের কথাও যেন মনে না আসে। ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি ন্যাচারাল ভাবে যেন পাকা থাকে।

\*বরদান:-\* শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সহযোগের দ্বারা আত্মাদেরকে পরিবর্তনকারী সফলতা সম্পন্ন ভব যখন কোনও কাজে সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চারা সংগঠিত রূপে নিজের মনের শুভ ভাবনার আর শুভ কামনার সহযোগ দেয় - তো এই সহযোগের দ্বারা বায়ুমন্ডলের স্তম্ভ তৈরী হয়ে যায়, যা আত্মাদেরকে পরিবর্তন করে দেয়। যেরকম পাঁচ আঙুলের সহযোগের দ্বারা যত বড়ই কাজ হোক না কেন তা সহজ হয়ে যায়, সেইরকম প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার সহযোগ সেবাতে সফলতা সম্পন্ন বানিয়ে দেয়। সহযোগের রেজাল্ট হলো সফলতা।

\*স্লোগান:-\* প্রতিটি কদমে পদমের উপার্জন যে জমা করতে পারে সে-ই হলো সবথেকে বড় ধনবান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে স্মরণ মিলিত হয়, যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে, তাদের প্রতি বাবারও টান অনুভব হয়"

\*প্রশ্নঃ - তোমাদের পরিপক্ক অবস্থার নিদর্শন কি? সেই অবস্থা অর্জন করার জন্য কেমন পুরুষার্থ প্রয়োজন?

\*উত্তরঃ - বাচ্চারা, যখন তোমাদের পরিপক্ক অবস্থা হবে, তখন সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে। কর্মেন্দ্রিয়ার দ্বারা কোনো ভুল কাজ হবে না। তোমাদের অবস্থা অচল এবং অটল হয়ে যাবে। এই সময়ের অটল অবস্থার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যাবে। এই অবস্থা অর্জন করার জন্য নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো, নোট করাতে সাবধান থাকবে। যোগবলের দ্বারাই কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করতে হবে। এই যোগই তোমাদের অবস্থাকে পরিপক্ক করে তুলবে।

ওম্ শান্তি। এ হলো স্মরণের যাত্রা। সমস্ত বাচ্চারাই এই যাত্রায় থাকে, কেবল তোমরাই এখানে খুব কাছাকাছি আছো। যারা যেখানেই থাকুক, বাবাকে স্মরণ করে, তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই কাছাকাছি এসে যায়। চন্দ্রমার সামনে যেমন কোনো কোনো নক্ষত্র খুব কাছাকাছি থাকে, কোনো নক্ষত্র আবার খুবই ঝলমল করে। কেউ কাছে থাকে, কেউ আবার দূরেও থাকে। নজরে আসে যে, এই নক্ষত্র খুবই ঝলমল করছে, এ খুবই নিকটে, আবার ওই নক্ষত্রের কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই। তোমাদেরও মহিমা আছে। তোমরা হলে জ্ঞান - যোগের নক্ষত্র। বাচ্চারা জ্ঞান - সূর্যকে পেয়েছে। বাবা সেবাপরায়ণ বাচ্চাদেরই স্মরণ করেন। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। সেই বাবাকেই স্মরণ করে তাই স্মরণে স্মরণ মিলিত হয়। যেখানে - যেখানে এমন সেবাপরায়ণ বাচ্চা আছে, জ্ঞান-সূর্য বাবাও তাদেরই স্মরণ করেন। বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে। যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে না, বাবাও তাদের স্মরণ করেন না। বাবার স্মরণ তাদের কাছে পৌঁছায় না। স্মরণে অবশ্যই স্মরণ মিলিত হয়। বাচ্চাদেরও স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে -- বাবা, আপনি আমাদের স্মরণ করেন? বাবা বলেন, কেন নয়। এই নিয়মে বাবা কেন স্মরণ করবেন না। যারা খুব বেশীমাত্রায় পবিত্র এবং বাবার প্রতি খুবই প্রেম আছে তারা এমনভাবেই প্রয়াস করে। প্রত্যেকেই নিজেদের জিজ্ঞেস করো, আমরা কতদূর বাবাকে স্মরণ করি? এক এর স্মরণে থাকলে তখন তোমরা এই পুরানো দুনিয়া ভুলে যাও। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে গিয়ে মিলিত হও। এখন মিলনের সময় এসেছে। এই ড্রামার রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেছেন। বাবা আসেন, তিনি এসে বাচ্চাদের রুহানি (আত্মিক) বাচ্চা বানান। পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে হবে - তা তিনি এসেই শেখান। বাবা তো একজনই, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে কিন্তু এই স্মরণও সকলের নিজের - নিজের পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করে। যে যত বেশী স্মরণ করবে সে যেন ততই কাছে থাকবে। কর্মাতীত অবস্থাও এইভাবেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় আর চঞ্চল হবে না। কর্মেন্দ্রিয় তো অনেকই চঞ্চল হয়, একেই মায়া বলা হয়। কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো খারাপ কর্ম যেন না হয়। এখানে যোগবলের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করতে হবে। ওরা তো ওষুধের দ্বারা বশ করে। বাচ্চারা বলে - বাবা, এ কেন বশ হয় না? বাবা বলেন - তোমরা যত স্মরণ করবে, কর্মেন্দ্রিয় ততই বশ হতে থাকবে। একেই বলা হয় কর্মাতীত অবস্থা। এ কেবল স্মরণের যাত্রার ফলেই হয়, তাই ভারতের প্রাচীন রাজযোগের মহিমা রয়েছে। সে তো ভগবানই শেখাবেন। ভগবান তাঁর নিজের বাচ্চাদের শেখান। তোমাদের এই বিকারী কর্মেন্দ্রিয়কে যোগবলের দ্বারা জয় করার পুরুষার্থ করতে হবে। সবকিছুই পরের দিকে হবে। অবস্থা যখন পরিপক্ক হবে তখন কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই আর চঞ্চল হবে না। এখন চঞ্চলতা বন্ধ হলে ২১ জন্মের জন্য কর্মেন্দ্রিয় আর ধোকা দেবে না। ২১ জন্মের জন্য কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যায়। সবথেকে মুখ্য হলো কাম। স্মরণ করতে করতে কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যাবে। এখন কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করলে তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা উপহার পাও। বশ করতে না পারলে পাপ রয়েছে। তোমাদের পাপ যোগবলের দ্বারা কাটতে থাকবে। তোমরা পবিত্র হতে থাকো। এ হলো এক নম্বর সাবজেক্ট। বাবাকে ডাকাও হয় পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য। তাই বাবা এসেই পবিত্র করেন।

বাবাই হলেন নলেজফুল। বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। এও হলো জ্ঞান। এক হলো যোগের জ্ঞান আর দ্বিতীয় হলো ৮৪ জন্মের চক্রের নলেজ। দুই রকমের নলেজ (জ্ঞান আর যোগের)। এতে দৈবী গুণ অটোমেটিক্যালি মার্জ (মিশে) রয়েছে। বাচ্চারা জানে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই তাই দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। নিজের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নোট করলে নিজের প্রতি সাবধান থাকবে। নিজের পর্যবেক্ষণ করলে কোনো ভুল হবে না। বাবা নিজেই বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো। তোমরাই আমাকে ডেকেছো কারণ তোমরা জানো যে,

বাবা হলেন পতিত পাবন, তিনি যখন আসেন, তখন তিনি এই নির্দেশ দেন। এখন আত্মাদের এই নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যাস করতে হবে। তোমরা এই শরীরের দ্বারা অভিনয় করো। তাই বাবাকেও অবশ্যই এই শরীরে আসতে হবে। এ খুবই ওয়ান্ডারফুল কথা। ত্রিমূর্তির চিত্র কতো ক্লিয়ার। ব্রহ্মা তপস্যা করে এমন তৈরী হন। এরপর ৮৪ জন্ম পরে এমন হন। বুদ্ধিতে যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা ছিলাম, তারপর আমরা ৮৪ চক্র অতিক্রম করেছি। এখন আবার দেবতা হওয়ার জন্য এসেছি। দেবতাদের রাজত্ব যখন সম্পূর্ণ হয় তখন ভক্তিমার্গেও অনেক প্রেমের সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করা হয়। এখন এই বাবা তোমাদের সেই পদ অর্জন করার যুক্তি বলে দিচ্ছেন। স্মরণ করাও খুবই সহজ, কেবল সোনার পাত্র চাই। পুরুষার্থ যত করবে ততই পয়েন্টস জমা হবে। সুন্দরভাবে জ্ঞানও শোনাতে থাকবে। তোমরা বুঝতে পারবে যে, বাবা আমার মধ্যে প্রবেশ করে মুরলী চালাচ্ছেন। বাবাও খুব সাহায্য করেন। তোমাদের অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। সেও এই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। এক সেকেন্ডও অন্য সেকেন্ডের সাথে মেলে না। সময় চলে যেতে থাকে। এতো বছর, এতো মাস কিভাবে চলে যেতে থাকে। শুরু থেকে সময় অতিক্রম হয়ে এসেছে। ঐ সেকেন্ড আবারও পাঁচ হাজার বছর পরে রিপিট হবে। তোমাদের এও খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আর বাবাকেও স্মরণ করতে হবে যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়। আর অন্য কোনো উপায় নেই। এতো সময় ধরে যা কিছুই করে এসেছো, সে সব হলো ভক্তি। এও বলা হয় যে, ভক্তির ফল ভগবান দেবেন। তিনি কি ফল দেবেন? কখন আর কিভাবে দেবেন? এসব কেউই কিছু জানে না। বাবা যখন ফল দেওয়ার জন্য আসেন তখন গ্রহীতা এবং দাতা একত্রিত হয়। ড্রামার পার্ট এগিয়ে যেতে থাকে। সম্পূর্ণ ড্রামায় এ হলো অন্তিম জীবন। এমনও সম্ভব যে, কেউ এখন শরীর ত্যাগ করলো। আবার কোনো পার্ট করতে হলে তারা আবার জন্ম নিতে পারে। কারোর অনেক হিসেব - নিকাশ থাকলে তারা আবার জন্ম নিতে পারে। কারোর অনেক পাপ থাকলে তারা বারে বারে এক জন্ম থেকে দ্বিতীয় জন্ম - তৃতীয় জন্ম নিয়ে শীঘ্র শরীর ত্যাগ করতে থাকে। গর্তে এলো, দুঃখ ভোগ করলো তারপর শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিলো। কাশী কলবটেও এমনই অবস্থা হয়। মাথার উপরে পাপের অনেক বোঝা রয়েছে। যোগবল তো নেইই। কাশী কলবট খাওয়ার অর্থ - নিজের শরীরকে আঘাত করা। আত্মাও বুঝতে পারে যে, এ আঘাত করছে। আত্মা বলে - বাবা, তুমি এলে তখন আমরা তোমার কাছে বলিহারি যাবো। বাকি ভক্তি মার্গে বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত। সে সব ভক্তি হয়ে যায়। দান - পুণ্য, তীর্থ ইত্যাদি যা কিছুই করে তা কার সঙ্গে লেনদেন হয়? পাপ আত্মার সঙ্গে। এ তো রাবণ রাজ্য তাই না। বাবা বলেন যে - খুব সাবধানতার সাথে লেনদেন করো। কেউ যদি কোথাও খারাপ কাজে লাগায় তাহলে মাথার উপরে বোঝা চেপে যাবে। দান - পুণ্যও খুব সাবধানতার সাথে করতে হয়। গরীবদের জন্য তো অল্প - বস্ত্র দান করা হয় বা আজকাল ধর্মশালা ইত্যাদি বানানো হয়। বিত্তবানদের জন্য তো বড় - বড় মহল আছে। গরীবদের জন্য আছে ঝুপড়ি। সেসব তো আবর্জনার কাছে তৈরী হয়। সেইসব আবর্জনা থেকে সার তৈরী হয়, যা বিক্রি হয়, যার থেকে খেত-এ ফলন হয়। সত্যযুগে তো এইসব আবর্জনা দিয়ে চাষবাস হয় না। ওখানে তো নতুন মাটি থাকে। সেখানকার নামই হলো স্বর্গ। রক্তের নামে মহিমা আছে যেমন পোখরাজ পরী, সবুজ পরী। কেউ কেউ অনেক সার্ভিস করে, কেউ আবার কম। কেউ আবার বলে সার্ভিস করতে পারি না। বাবার রক্ত তো সবাই কিন্তু তারমধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই পূজা হয়। দেবতাদেরই পূজা হয়। ভক্তিমার্গে অনেক পূজা হয়। এ সবই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে, যা দেখে মজা আসে। আমরা হলাম অ্যাক্টর। এই সময় তোমরা নলেজ পাও। তোমরা খুব খুশী হও। তোমরা জানো যে, ভক্তিরও পার্ট আছে। ভক্তিতেও মানুষ খুব খুশীতে থাকে। গুরুরা বলে মালা জপ করো। ব্যস, ওই খুশীতেই জপ করতে থাকে। বোঝার ক্ষমতা কিছুই নেই।

শিব হলেন নিরাকার, কি কারণে তাঁকে দুধ, জল ইত্যাদি দেওয়া হয়? মূর্তিকে ভোগ নিবেদন করে, কিন্তু মূর্তি তো খায়ই না। ভক্তির বিস্তার কতো বড়। ভক্তি হলো বৃক্ষ আর জ্ঞান হলো বীজ। রচয়িতা আর রচনার বিস্তার তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না। কোনো কোনো বাচ্চা তো নিজের অস্থিও তো এই সেবায় স্বাধা করে দেয়। কেউ কেউ তোমাদের বলে যে, এ হলো তোমাদের কল্পনা। আরে, এ তো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপিট হচ্ছে। কল্পনা আবার রিপিট হয় নাকি? এ তো হলো নলেজ। এ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা। ভগবান উবাচঃ। ভগবানও নতুন আর তাঁর মহাবাক্যও নতুন। আরা বলে কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ। তোমরা বলো শিব ভগবান উবাচঃ। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কথা আছে একের কথা অন্যের সঙ্গে মেলে না। এ হলো পড়া। তোমরা তো স্কুলে পড়ো। কল্পনার তো কোনো কথাই নেই। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। যেখানে ঋষি - মুনিরাও বলে থাকেন - আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না। তাঁরা কিভাবে এই জ্ঞানের কথা জানবেন যেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতারাই জানে না। যাঁরা জেনেছে তাঁরাই পদ পেয়েছে। এরপর যখন সঙ্গম যুগ আসে তখন বাবা এসে বোঝান। নতুনরা এই কথায় দ্বিধায় পড়ে যায়। তারা বলে -তোমাদের অল্প কিছুই ঠিক বাকি সবই মিথ্যা। তোমরা বোঝাও যে - গীতা, যা আমাদের মা - বাবা, তাকেই খণ্ডন করে দিয়েছে। বাকি সবই তো রচনা। তাদের থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। বেদ শাস্ত্রের

দ্বারা রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান পাওয়া যায় না। প্রথমে তো বলো, বেদ থেকে কোন ধর্ম স্থাপন হয়েছে? ধর্ম তো হলো চারটি, প্রত্যেক ধর্মের ধর্মশাস্ত্র একটিই হয়। বাবা ব্রাহ্মণ কুল স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণরাই আবার সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলে নিজেদের পদ পায়। বাবা এসে এই রথের দ্বারা তোমাদের সামনে বসে বোঝান। রথ তো অবশ্যই প্রয়োজন। আত্মা তো হলো নিরাকার। তারা সাকার শরীর পায়। আত্মা কি জিনিস তাই জানতে পারে না তাহলে বাবাকে কিভাবে জানবে? সত্য তো বাবাই শোনান। বাকি সবই মিথ্যা, যাতে কোনো লাভ নেই। মালা কার জপ করা হয়? কিছুই জানে না। মানুষ বাবাকেই জানে না। বাবা নিজে এসেই তাঁর পরিচয় দেন। জ্ঞানেই সঙ্গতি হয়। অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান আর অর্ধেক কল্প ভক্তি। রাবণ রাজ্য থেকে ভক্তি শুরু হয়। ভক্তির সময় সিঁড়িতে নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কারোর অক্যুপেশনকেও জানে না। মানুষ ভগবানের কতো পূজা করে কিন্তু কিছুই জানে না। তাই বাবা বুদ্ধি দিয়ে বলেন, এতো উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য নিজেকে আত্মা মনে করো আর তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এতেই যত পরিশ্রম। কারোর যদি স্থূল বুদ্ধি হয় তাহলে সেই স্থূল বুদ্ধিতেই স্মরণ করুক কিন্তু সেই স্মরণ একজনকেই করতে হবে। মানুষ এমনও বলে থাকে - বাবা তুমি এলেতখন আমরা তোমার সাথেই বুদ্ধিযোগ জুড়বো। এখন বাবা এসেছেন। তোমরা সকলে কার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছো? যিনি তোমাদের প্রাণ দান দেন। আত্মাকে অমরলোকে নিয়ে যান। বাবা বুদ্ধি দিয়েছেন, আমি কাল-কে জয় করাই, তোমাদের অমরলোকে নিয়ে যাই। এমনও তো দেখানো হয় যে, অমরকথা পার্বতীকে শুনিয়েছেন। এখন অমরনাথ তো একজনই। তিনি তো হিমালয় পাহাড়ে বসে কথা শোনাবেন না। ভক্তিমার্গের প্রত্যেকটি কথাই আশ্চর্যের মনে হয়। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) যোগবলের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয় জিত হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। এই অবস্থা অর্জন করার জন্য নিজেকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

২) সর্বদা বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আমিই ব্রাহ্মণ আর দেবতা ছিলাম, আবার আমি দেবতা হওয়ার জন্য এসেছি। তাই খুব সাবধানতার সাথে পাপ আর পুণ্যকে বুঝে লেনদেন করতে হবে।

\*বরদান:-\* সকল সত্তাগুলিকে সহযোগী বানিয়ে প্রত্যক্ষতার পর্দা উন্মোচনকারী সত্যিকারের সেবাধারী ভব প্রত্যক্ষতার পর্দা তখন খুলবে যখন সকল সত্তা একসাথে মিলেমিশে বলবে যে - শ্রেষ্ঠ সত্তা, ঈশ্বরীয় সত্তা, আধ্যাত্মিক সত্তা হলো এই এক পরমাত্ম সত্তা। সবাই এক স্টেজে একত্রিত হয়ে এইরকম স্নেহ মিলন করবে। এরজন্য সবাইকে স্নেহের সূত্রে বেঁধে নিকটে নিয়ে এসো, সহযোগী বানাও। এই স্নেহই চুম্বক হবে, যার দ্বারা সবাই একসাথে সংগঠনের রূপে বাবার স্টেজে পৌঁছাবে। তো এখন অস্তিম প্রত্যক্ষতার হিরো পার্টে নিমিত্ত হওয়ার সেবা করো, তখন বলা হবে সত্যিকারের সেবাধারী।

\*স্নোগান:-\* সেবার দ্বারা সকলের শুভেচ্ছা প্রাপ্ত করা - এটাই হলো অগ্রগতির লিষ্ট।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সর্ব সবার প্রথমে নিশ্চয় হতে হবে যে আমাদের পড়াচ্ছেন যিনি, তিনি হলেন স্বয়ং শান্তির সাগর, সুখের সাগর আমাদের বাবা। কোনো মানুষ কাউকে সুখ-শান্তি দিতে পারে না"

\*প্রশ্নঃ - সব থেকে উঁচু লক্ষ্য কোনটা? সেই উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছানোর পুরুষার্থ কি?

\*উত্তরঃ - এক বাবার স্মরণ অবিচল হয়ে যাবে, বুদ্ধি আর কোনো দিকে যাবে না, এটা হলো উঁচু লক্ষ্য। এর জন্য আত্ম-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। যখন তোমরা আত্ম-অভিমानी হয়ে যাবে তো সব ভাবনা সমাপ্ত হয়ে যাবে। বুদ্ধির অস্থিরতা বন্ধ হয়ে যাবে। দেহের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি যাবে না, এটাই হলো লক্ষ্য, এর জন্য আত্ম-অভিমानी ভব।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন - ওনাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) আত্মাদের পিতা বলা যাবে না। আজকের দিনকে সঙ্গুরুবার বলা হয়, গুরুবার বলা ভুল হবে। সঙ্গুরুবার। গুরু তো অনেক আছে, সঙ্গুরু একজনই। অনেকে আছে যারা নিজেকে গুরুও বলে, সঙ্গুরুও বলে। এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে, গুরু আর সঙ্গুরুতে তো পার্থক্য আছে। সৎ অর্থাৎ ট্রু (সত্য)। সত্য একমাত্র নিরাকার পিতাকে বলা হয়, মানুষকে নয়। সত্যিকারের জ্ঞান তো এক-ই বার জ্ঞান সাগর বাবা এসে দেন। মানুষ মানুষকে সত্যিকারের জ্ঞান দিতে পারে না। এক নিরাকার পিতাই সত্য। এনার নাম তো ব্রহ্মা, ইনি কাউকে জ্ঞান দিতে পারেন না। ব্রহ্মার মধ্যে কোনো জ্ঞানই ছিল না। এখনো বলবো এনার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান তো নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞান তো জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে আছে। এখন এইরকম কোনো মানুষ নেই যে নিজেকে সঙ্গুরু বলতে পারে। সঙ্গুরু অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য। তোমরা যখন সত্য হয়ে যাবে তখন আবার এই শরীর থাকবে না। মানুষকে কখনো সঙ্গুরু বলা যায় না। মানুষের মধ্যে তো এক পাই (সামান্যতম) শক্তিও নেই। ইনি নিজেই বলেন আমিও হলাম তোমাদের মতো মানুষ, এর মধ্যে শক্তির কথা উঠতে পারে না। এতো বাবা পড়ান, না কি ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাও ঔঁনার (শিববাবার) থেকে পড়ে আবার পড়ান। এই তোমরা, যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলো তারাও পরমপিতা পরমাত্মা সঙ্গুরুর থেকে পাঠ নাও। তোমাদের শক্তি ঔঁনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। শক্তি মানে এইরকম নয় যে কাউকে ঘুষি মারলে পড়ে যাবে। না, এ হলো আত্মিক শক্তি যা আত্মাদের পিতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। স্মরণের শক্তির দ্বারা তোমাদের শান্তি প্রাপ্তি আর পড়াশোনার দ্বারা তোমাদের সুখ প্রাপ্তি হয়। যেরকম অন্যান্য টিচাররা তোমাদের পড়ায়, সেইরকম বাবাও পড়ান। ইনিও (ব্রহ্মাবাবা) পড়েন, স্টুডেন্ট হন। দেহধারী যারাই আছে তারা সকলেই হলো স্টুডেন্ট। বাবার তো দেহ নেই-ই। তিনি হলেন নিরাকার, উনিই এসে পড়ান। যেরকম অন্যান্য স্টুডেন্ট পড়ে সেইরকম তুমিও পড়ো। এতে পরিশ্রমের ব্যাপার নেই। পড়াশুনা চলাকালীন ব্রহ্মচর্যে থাকে। ব্রহ্মচর্যে থেকে যখন পাঠ সম্পূর্ণ করে তারপর তখন বিকারের দ্বারা পতন ঘটে। মানুষ তো দেখতে মানুষেরই মতো। বলে এই অমুকে হলো মানুষ, এ হলো এল.এল.বি, এ হলো অমুক অফিসার। পড়াশুনার উপর টাইটেল প্রাপ্তি হয়ে যায়। দেখতে তো সেই হলো। ঐ শরীরের পড়াশুনা কিরকম তা তোমরা জানো। সাধু-সন্ত ইত্যাদি যারা শাস্ত্র পড়ে আর পড়ায়, তাদের বড়াই করার কিছু নেই, ওতে কারোর শান্তি তো প্রাপ্ত হয় না। এরা নিজেরাও শান্তির জন্য ঠোঁকর খেতে থাকে। জঙ্গলে যদি শান্তি থাকতো তবে আবার ফিরে আসতো কেন ! মুক্তি তো কেউ পায় না। যারাই ভালো ভালো নামীগ্রামী রামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদি ছিলেন, তারাও সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচেই এসেছে। মুক্তি-জীবনমুক্তি কেউই পায় না। তমোপ্রধান হতেই হয়। দেখতে তো কিছু মনে হয় না। কাউকে জিজ্ঞাসা করো - তুমি গুরুর কাছে কি পাও? বলবে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। শান্তির অর্থই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আর কোনো সাধু, সন্ত, গুরু ইত্যাদি শান্তির সাগর হতে পারে না। মানুষ কাউকে সত্যিকারের শান্তি দিতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদের সর্ব প্রথমে নিশ্চয় হতে হবে - শান্তির সাগর এক বাবা-ই, যিনি আমাদের পড়ান। সৃষ্টির চক্র কি ভাবে ঘোরে, সেটাও বাবা-ই বুঝিয়েছেন। মানুষ মানুষকে কখনো সুখ-শান্তি দিতে পারে না। ইনি (ব্রহ্মা) হলেন রথ। তোমাদের মতোনই স্টুডেন্ট। ইনিও গৃহস্থ জীবনে ছিলেন। বাবাকে শুধুমাত্র নিজের রথ লোন হিসাবে দিয়েছেন, তাও বাণপ্রস্থ অবস্থায়। তোমাদের বোঝানোর জন্য হলেন এক বাবা, সেই বাবা বলেন সকলকে নির্বিকারী হতে হবে। যারা নিজে নির্বিকারী হতে পারে না তারা অনেক ধরনের কথা বলে, গালিও দেয়। মনে করে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ভোজন যা বাবার উত্তরাধিকার পাওয়া গেছে, সেটা ত্যাগ করায়। এখন ত্যাগ তো করান সেই অসীম জগতের পিতা। এনাকেও(ব্রহ্মা) উনিই (শিববাবা) ছাড়িয়েছেন। বাচ্চাদেরও বাঁচানোর চেষ্টা করেন, যারা বেরোতে পারে তাদের বের করেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের পড়ানোর

জন্য যিনি আছেন তিনি কোনো মানুষ নন। সর্ব শক্তিমান এক নিরাকার বাবাকেই বলা যায়, আর কাউকে বলা যায় না। উনিই তোমাদের নলেজ দিচ্ছেন। বাবা-ই তোমাদের বোঝান। এই বিকার হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, একে ত্যাগ করো। আবার যে ত্যাগ করতে পারে না সে কতো ঝগড়া করে। মাতারাও কেউ কেউ এমন আছে যারা বিকারের জন্য ঝগড়া করে।

এখন তোমরা হলে সঙ্গম যুগের। এটাও কেউ জানে না যে এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাবা কতো ভালো ভাবে বোঝান। অনেকেই আছে যাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় রয়েছে। কারও সেমি নিশ্চয়, কেউ একশ' ভাগ, কেউবা দশ ভাগ নিশ্চিত। এখন ভগবান শ্রীমত দেন- "বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো"। এ হলো বাবার অনেক বড় ফরমান। নিশ্চয় হলে তবে না সেই আদেশ অনুযায়ী চলবে। বাবা বলেন - আমার মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এনাকে (ব্রহ্মা) স্মরণ করতে হবে না। আমি বলি না, বাবা আমার দ্বারা তোমাদেরকে বলেন। যেসকল তোমরা বাচ্চারা পড়ো তেমনি ইনিও পড়েন। সকলেই স্টুডেন্ট। পড়ানোর টিচার একজনই। ওখানে সব মানুষ পড়ায়। এখানে তোমাদের ঈশ্বর পড়ান। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা পড়ো। তোমাদের আত্মা আবার পড়ায়ও। এর জন্য খুব আত্ম-অভিমानी হতে হবে। ব্যারিস্টার-ইঞ্জিনিয়ার আত্মাই হয়। আত্মার এখন দেহ-অভিমান এসে গেছে। আত্ম-অভিমानीর বদলে দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছে। যখন আত্ম-অভিমানী হবে তখন বিকারী বলা যাবে না। তাদের কখনো বিকারী মনোভাবও আসতে পারে না। দেহ-অভিমান থেকেই বিকারী মনোভাব আসে। আবার বিকারের দৃষ্টি দ্বারাই দেখে। দেবতাদের কখনই বিকারী দৃষ্টি হতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা আবার দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। সত্যযুগে তো আর এই রকম বাবাকে ভালোবাসবে না, ডাম্প করবে না। সেখানেও পরস্পরিক ভালোবাসা থাকবে কিন্তু তাতে বিকারের দুর্গন্ধ থাকবে না। জন্ম-জন্মান্তর বিকারে থাকায় সেই নেশা থেকে মুক্ত হতে খুবই সমস্যা হয়। বাবা নির্বিকারী করে তুললে তো কোনো কন্যা একদম মজবুত হয়ে যায়। ব্যস্ আমাকে তো নির্বিকারী হতে হবে। আমি একলা ছিলাম, একলা যেতে হবে। কেউ ওদের সামান্য টাচ (স্পর্শ) করলে মোটেই ভালো লাগে না। বলে এ আমাকে স্পর্শ করবে কেনো, এর মধ্যে বিকারী দুর্গন্ধ আছে। বিকারী আমাকে যেন টাচও না করে। এই লক্ষ্যে তোমাদের পৌঁছাতে হবে। দেহের দিকে দৃষ্টি যেন একদমই না থাকে। সেই কর্মাতীত অবস্থা এখন তৈরী করতে হবে। এখনো পর্যন্ত এরকম কেউ নেই যে শুধুমাত্র আত্মাকেই দেখে। এটাই লক্ষ্য থাকে। বাবা সর্বদা বলতে থাকেন - বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা মনে করো। এই শরীর হলো পুচ্ছ (লেজ), যার দ্বারা তোমরা ভূমিকা পালন করো।

কেউবা বলে এনার মধ্যে শক্তি আছে। কিন্তু শক্তির কোনো ব্যাপার নেই। এ হলো পড়াশুনা। যেমন আর সকলে পড়ে, ইনিও পড়েন। পিওরিটির জন্য কতো মাথা ঠুকতে হয়। কতো পরিশ্রম হয়, সেইজন্য বাবা বলেন একে অপরকে আত্মা দেখো। সত্যযুগেও তোমরা আত্ম-অভিমानी থাকো। সেখানে তো রাবণ রাজ্য নেই-ই, বিকারের কথাই নেই। এখানে রাবণ রাজ্যে সবাই হলো বিকারী, সেইজন্য বাবা এসে নির্বিকারী করে তোলেন। না হলে শাস্তি পেতে হবে। আত্মা পবিত্র না হয়ে উপরে যেতে পারে না। হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে দিতে হয়। তবুও পদ কম হয়ে যায়। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চারা জানে যে স্বর্গে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। সর্ব প্রথম তো অবশ্যই এক রাজা-রানী থাকবে তারপর আবার ডিনায়েস্টি হবে। প্রজা অনেক তৈরী করা হয়। ওদের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য হবে, যাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চয় নেই তারা সম্পূর্ণ পড়তেও পারে না। পবিত্র হতেই পারে না। অর্ধ-কল্পের পতিত, এক জন্মে ২১ জন্মের জন্য পবিত্র হবে- সে কি আর মাসির বাড়ী ! কামনার ব্যাপারটাই হলো মুখ্য। ক্রোধ ইত্যাদির এতো নয়। বুদ্ধি আর কোথাও গেলে অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে না। বাবার স্মরণ অবিচল হয়ে গেলে আর কোনো দিকে বুদ্ধি যায় না। লক্ষ্য অনেক উঁচু। পবিত্রতার কথা শুনে যেন আগুনে জ্বলে মরে। বলে এই কথা তো কেউ কখনো বলেনি। কোনো শাস্ত্রে নেই। খুব মুশকিলের মনে করে। সে তো হলোই নিবৃতি মার্গের আলাদা ধর্ম। ওদের তো পুনর্জন্ম নিয়ে আবারও সন্ধ্যাস ধর্মেই যেতে হবে, সেই সংস্কারই নিয়ে যায়। তোমাদের তো বাড়ী-ঘর ছাড়তে হয় না। বোঝানো হয় যদি গৃহেও থাকো তবে তাদেরকেও বোঝাও - এখন হলো সঙ্গম যুগ। পবিত্রতা ব্যতীত সত্যযুগে দেবতা হতে পারবে না। সামান্যতম জ্ঞান শুনলেও সে প্রজা হতে থাকে। প্রজা তো অনেক হয়। সত্যযুগে উপদেষ্টা (উজির) থাকে না কারণ বাবা সম্পূর্ণ জ্ঞানী তৈরী করে দেন। উপদেষ্টা ইত্যাদির দরকার অজ্ঞানী লোকের। এই সময় দেখা একজন অপর জনকে কীভাবে মারে, শত্রুতার স্বভাব কতো কড়া। তোমরা মনে করো আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে গিয়ে দ্বিতীয় শরীর নিই। কোনো বড় কথা কি হলো ! তারা দুঃখের সাথে মরে। তোমাদের সুখের সাথে বাবার স্মরণে যাওয়া। আমি অর্থাৎ এই বাবাকে যত স্মরণ করবে আর সব কিছু ভুলে যাবে। কিছুই স্মরণে থাকবে না। কিন্তু এই অবস্থা তখনই হবে যখন দুট নিশ্চয় থাকবে। দুট নিশ্চয় না হলে স্মরণও স্থির হয় না। নামেই শুধুমাত্র বলা হয়। বিশ্বাসে দুটতা না থাকলে স্মরণ করবে কি ভাবে ! সবার

বিশ্বাস তো একই রকম দৃঢ় নয়। মায়া নিশ্চয়ের থেকে সরিয়ে দেয়। যেমনকার তেমন হয়ে যায়। সর্বপ্রথম তো বাবার প্রতি নিশ্চয় চাই। সংশয় থাকে এই বাবার অস্তিত্ব নিয়ে। অসীম জগতের পিতাই জ্ঞান প্রদান করেন। ইনি তো বলেন আমি সৃষ্টির রচয়িতা আর রচনাকে জানতাম না। আমাকে তো কেউ শুনিয়েছে। আমি ১২ জন গুরু করেছিলাম, তাদের সবাইকে ছাড়তে হয়েছে। গুরু তো জ্ঞান দেননি। সঙ্গুরু হঠাৎ এসে প্রবেশ করেছেন। বুঝতে পারলাম, কিন্তু জানা ছিল না যে কি হতে চলেছে। গীতাতেও আছে যে, অর্জুনকে সাক্ষাৎকার করিয়েছিল। অর্জুনের কথাই নেই, এটা তো হলো রথ, ইনিও প্রথমে গীতা পড়তেন। বাবা এসে প্রবেশ করেছিলেন, সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন যে এই জ্ঞান বাবা-ই প্রদান করেন, তখন ওই গীতকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। আমাদের সেটাই তো বলবেন। গীতা হলো আমার বাবা। সেই বাবা-যাকে তুমিই মাতা, তুমিই পিতা বলা হয়। তিনি রচনা করেন, অ্যাডস্ট করান। এই ব্রহ্মাও তোমাদের মতো। বাবা বলেন এনারও যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন আমি প্রবেশ করি। কুমারীরা তো হলোই পবিত্র। ওদের জন্য তো এটা সহজ। বিবাহের পর কতো সম্বন্ধ বেড়ে যায়, সেইজন্য দেহী-অভিমানী হতে পরিশ্রম করতে হয়। বাস্তবে আত্মা হলো শরীর থেকে আলাদা। কিন্তু অর্ধ-কল্প দেহ-অভিমানী থেকেছে। বাবা এসে তোমাদের অন্তিম জন্মে দেহী-অভিমানী করে তোলেন বা আত্ম চेतনায় জাগৃত করেন, তাই তো কঠিন ব্যাপার মনে হয়। পুরুষার্থ করতে করতে কতো অল্পই মাত্র পাশ করে। অষ্টরত্ন উদ্ভাসিত হয়। আত্ম-অভিমানী হতে অনেক পরিশ্রম। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) জ্ঞানের দ্বারা নিজের দৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে বিকারী চিন্তা ভাবনাকে সমাপ্ত করতে হবে। কোনো রকম বিকারের দুর্গন্ধ যেন না থাকে, দেহের প্রতি যেন একদমই দৃষ্টি না যায়।

২) অসীম জগতের বাবা-ই আমাদের পড়ান - এইরকম দৃঢ় নিশ্চয় থাকলে তবে স্মরণ দৃঢ় হবে। থেয়াল রাখতে হবে, মায়া যেন দৃঢ় নিশ্চয় সামান্যতমও নাড়াতে না পারে।

\*বরদানঃ:-\* সেবা-ভাবের দ্বারা সেবা করে নিজের উন্নতি করা এবং অন্যদের উন্নতি করানো নির্বিলম্ব সেবাধারী ভব সেবা-ভাব সফলতা এনে দেয়, সেবাতে যদি অহম্ ভাব এসে যায়, তাহলে সেটাকে সেবা-ভাব বলা হবে না। যেকোনও সেবাতে যদি অহম্ ভাব মিশ্র থাকে তাহলে পরিশ্রমও বেশী, সময়ও বেশী লাগে আর নিজে সন্তুষ্টও হয় না। সেবা-ভাবের দ্বারা সেবা করা বাচ্চারা নিজেও উন্নতি করে আর অন্যদেরকেও উন্নতি করায়। তারা সর্বদা উন্নতি কলার অনুভব করে। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা নিজেকেও নির্বিলম্ব বানায় আর অন্যদেরও কল্যাণ করে।

\*স্নোগানঃ:-\* জ্ঞানী তু আত্মা হলো সে যে অতি সূক্ষ্ম আর আকর্ষণ করতে থাকা সূতো গুলির থেকেও মুক্ত।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে, সবচেয়ে বড় কাঁটা হলো দেহ-অভিমান, এর থেকেই সমস্ত বিকার আসে, সেইজন্য দেহী-অভিমानी হও"

\*প্রশ্নঃ - ভক্তরা বাবার কোন্ কর্তব্যকে বুঝতে না পারায় বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে?

\*উত্তরঃ - বাবা হলেন বহুরূপী, যেখানে প্রয়োজন হয়, সেকেন্দ্রে কোনো বাচ্চার ভিতরে প্রবেশ করে সম্মুখে থাকা আত্মার কল্যাণ করে দেন। ভক্তকে সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। উনি সর্বব্যাপী নন, কিন্তু খুব তীব্র ধারালো রকেট। বাবার যাওয়া-আসায় দেহী লাগে না। এই কথা বুঝতে না পারার জন্য ভক্তরা সর্বব্যাপী বলে দেয়।

ওম্ শান্তি । এ হলো ক্ষুদ্র বাগিচা - মানব পুষ্পের বাগিচা। তোমরা বাগিচায় গেলে দেখবে সেখানে কতো-শত রকমের পুরানো বৃক্ষ। সেখানে কোথাও সদ্য কুঁড়ি, কোথাও অর্ধ-উন্মিলিত কুঁড়ি। এটিও তো বাগিচা, তাই না! এখন বাচ্চারা তো এটা জানে এখানে আসে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হতে। শ্রীমতের দ্বারা আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি। কাঁটা জঙ্গলে আর ফুল বাগিচাতে হয়। বাগিচা হলো স্বর্গ, জঙ্গল হলো নরক। বাবাও বোঝান এটা হলো পতিত কাঁটার জঙ্গল, সেখানে হলো ফুলের বাগিচা। ফুলের বাগিচা ছিলো, সেটা এখন আবার কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। দেহ-অভিমান হলো সবচেয়ে বড় কাঁটা। এর পরে আবার সব বিকার আসে। সেখানে তো তোমরা দেহী-অভিমानी বা আত্মিক চেতনায় থাকো। আত্মাতে জ্ঞান থাকে - এখনই আমাদের আয়ু সমাপ্ত হলে, এখন গিয়ে আমাদের এই পুরানো শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর নেবো। সাক্ষাৎকার হয়, আমরা গর্ভমহলে গিয়ে বিরাজমান হবো। আবার কুঁড়ি হয়ে, কুঁড়ি থেকে ফুল হবো, এই জ্ঞান আত্মার আছে। সৃষ্টি চক্র কেমন ভাবে ঘোরে, এই জ্ঞান নেই। শুধুমাত্র এই জ্ঞান থাকে যে এই শরীর হলো পুরানো, একে পরিবর্তন করতে হবে। অন্তরে খুশী থাকে। কলিযুগী দুনিয়ার কোন নিয়ম ইত্যাদিই সেখানে থাকে না। এখানে আছে লোক-লাজ কুলের মর্যাদা, পার্থক্য হলো তো। সেখানকার মর্যাদাকে সত্য মর্যাদা বলা হয়। এখানে তো হলো অসত্য মর্যাদা। সৃষ্টি তো আছে। বাবা আসেনই যখন অসুর সম্প্রদায় থাকে। তার মধ্যেই যখন দৈবী সম্প্রদায়ের স্থাপনা হয়ে যায় তখন বিনাশ হয়। অবশ্যই তাহলে অসুর সম্প্রদায় আছে, তার মধ্যেই দৈবী গুণ সম্পন্ন সম্প্রদায় স্থাপন হচ্ছে।

তোমাদের এটাও বোঝানো হয়েছে - যোগবলের দ্বারা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়। এই জন্মেও যা কিছু পাপ করেছে, সেটাও বলতে হবে। তার মধ্যেও বিশেষ করে বিকারের কথা। স্মরণের মধ্যে শক্তি আছে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, তোমরা জানো যে, যিনি সকলের পিতা, তাঁর সাথে যোগ যুক্ত হলে পাপ ভস্ম হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সর্বশক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টির উপর এনাদের রাজ্য। সেটা হলোই নতুন দুনিয়া। প্রতিটি জিনিস নতুন। এখন তো ভূমিও অনুর্বর হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছে। তাই এতো খুশীতে থাকা উচিত। যেরকম স্টুডেন্ট, খুশীও সেইরকম বেশী হবে। এ হলো তোমাদের উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ইউনিভার্সিটি। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ যিনি পড়ান। বাচ্চারা পড়েও উচ্চতমের থেকেও উচ্চ হওয়ার জন্য। তোমরা কতো নীচ ছিলে। একদম নীচুর থেকে আবার উচ্চমানের হও। বাবা নিজেই বলেন তোমরা মোটেই স্বর্গের যোগ্য নও। সেখানে অপবিত্র যেতে পারে না। নীচ বলেই তো উচ্চ দেবতাদের সামনে তাদের মহিমার সুখ্যাতি করে। মন্দিরে গিয়ে তাদের উচ্চ মান আর নিজের নীচতার বর্ণনা করে। আবার এটাও বলে করুণা করো, তবে আমিও ঐরকম উচ্চমানের হবো। তাদের সামনে মাথা ঠোকে। তারাও তো মানুষ, কিন্তু তারা দৈবী গুণ সম্পন্ন, মন্দিরে যায়, তাদের পূজা করে যে আমিও তাদের মতো হবো। এটা কারোর জানা নেই যে তাদের এরকম কে তৈরী করলো? বাচ্চা তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত ড্রামা বসে আছে - কিভাবে এই দৈবী বৃক্ষের কলম সারিবদ্ধ হয়। বাবা আসেনই সঙ্গম যুগে। এটা হলো পতিত দুনিয়া, সেইজন্য বাবাকে ডাকা হয়, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। এখন তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। যাতে সব হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়ে শান্তিধামে চলে যেতে পারো। মুখ্য মন্ত্র হলো মন্মনাভব, যেটা বাবা তোমাদের দেন। জাগতিক গুরু তো অনেকেই আছে, কতো মন্ত্র দেয়। বাবার আছে একটিই মন্ত্র। বাবা ভারতে এসে মন্ত্র দিয়েছিলেন যাতে তোমরা দেবী-দেবতা হয়েছিলে। ভগবানুবাচ হলো, তাই না! লোকেরা যদিও শ্লোক ইত্যাদি বলে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমরা অর্থ বুঝতে পারো। কুস্ত্র মেলায় যায়, সেখানেও তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। এটা হলো পতিত দুনিয়া, নরক। সত্যযুগ ছিল পাবন দুনিয়া, যাকে স্বর্গই বলা হয়। পতিত দুনিয়াতে কেউ পবিত্র হতে পারে না। মানুষ গঙ্গার স্নান করে পবিত্র হওয়ার জন্য

যায় কারণ মনে করে শরীরটাকেই পবিত্র করতে হবে। আত্মা তো হলোই সর্বদা পবিত্র। আত্মা মানেই পরমাত্মা বলে দেয়। তোমরা লিখতেও পারো, আত্মা পবিত্র হবে জ্ঞান-জ্ঞানের দ্বারা, না কি জলের দ্বারা জ্ঞান করলে। জলের জ্ঞান তো রোজই করে। যে সব নদী আছে তার মধ্যে প্রতিদিন জ্ঞান করতে থাকে। জলও সেই জল। এখন জল দিয়েই সব কিছু করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা কতো সহজ কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে আসে না।

জ্ঞানের দ্বারাই সেকেন্ডে সঙ্গতি হয়। আবার বলা হয় জ্ঞান এতোই অপরমপার যে, সমগ্র সমুদ্রকে কালি - জঙ্গলকে কলম আর ধরনীকে কাগজ বানাতেও এই জ্ঞান অন্তহীন। বাবা তো প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টস্ বোঝাতে থাকেন। বাবা বলেন আজ তোমাদের অনেক গুহ্য কথা শোনাচ্ছি। বাচ্চারা বলে আগে কেন শোনাননি! আরে আগে কি ভাবে শোনাব। কাহিনী শুরুর থেকে নিয়ে নম্বর অনুযায়ী শোনাব তো। শেষের দিকের পার্ট প্রথমে কি করে শোনাতে পারি। এটাও বাবা শোনাতে থাকেন। এই সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য তোমরা জানো। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে শীঘ্র রেসপন্স করতে পারো। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী, যাদের বুদ্ধিতে বসে আছে। তোমাদের কাছে এলে পরে সম্পূর্ণ রেসপন্স না পেলে বাইরে গিয়ে বলে এখানে তো সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারা যায় না, ফলতু চিত্র রাখে সেইজন্য ওখানে বোঝানোর মতো খুব ভালো কাউকে দরকার। নইলে তো সেটাও সম্পূর্ণ বোঝে না। বোঝানোর লোকও ভালো না হলে যেমনকার তেমন পাওয়া যায়। বাবা বলেন কোথায় কোথায় আমি দেখি, লোকেরা খুবই বুঝদার, বাচ্চারা এতো শ্রুড (চতুর) না হলে তো আবার আমিই ওর মধ্যে প্রবেশ করে সাহায্য করে দিই কারণ বাবা তো হলেন খুবই ছোটো রকেট। আসা-যাওয়ায় দেবী হয় না। উনিই আবার বহুরূপী বা সর্বব্যাপীর কথা নস্যাত্ন করে দেন। বাচ্চারা, এসব তো বাবা বসে তোমাদের বোঝান। কোনো কোনো লোক ভালো হলে তো তাদের বোঝানোর লোকও সেরকম চাই। আজকাল তো কেউবা ছোটবেলাতেই শাস্ত্র কন্ঠস্থ করে নেয় কারণ আত্মা সংস্কার নিয়ে আসে। যেখানেই জন্ম হোক না কেন সেখানে আবার বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে লেগে যায়। অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়। আত্মা তো সংস্কার নিয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা এখন মনে করো - অবশেষে সেই দিন আজ এসে গেল...যা স্বর্গের দ্বার সত্যি-সত্যিই খুলে দেয়। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। মানুষের তো এটাও জানা নেই যে স্বর্গ নতুন দুনিয়াতে হয়ে থাকে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো যে আমরা চিরসত্য সত্য-নারায়ণের কথা বা অমরনাথের কথা শুনছি। একই কথা হলো, শোনাচ্ছেনও একজনই। আবার তার শাস্ত্র বানানো হয়েছে। সবই দুষ্টান্তই হলো তোমাদের, যা আবার ভক্তি মার্গে নিয়ে আসা হয়। তাই সঙ্গমেও বাবা-ই এসে সব কথা বোঝান। এটা অসীম জগতের বেশ বড় রকমের একটা খেলা, এর মধ্যে প্রথমে হলো সত্যযুগ-ত্রৈতা রাম রাজ্য, তারপর হয় রাম রাজ্য। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত, একে আদি অবিনাশী বলা হয়। আমরা সবাই হলাম আত্মা, এই জ্ঞান কারোরই নেই যে জ্ঞান তোমাদের বাবা দিয়েছেন। যে আত্মাই হোক না কেন তার পার্ট ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। যে সময় যার পার্ট হবে সেই সময় আসবে, বুদ্ধি পেতে থাকবে।

বাচ্চাদের জন্য মুখ্য ব্যাপার হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়া। ডাকেও, "হে পতিত পাবন এসো।" বাচ্চারাই ডাকে। বাবাও বলেন আমার বাচ্চারা কামনার চিতার উপর বসে ভস্ম হয়ে গেছে, এটাই সঠিক কথা। আত্মা যা হলো অকাল - তার এ হলো মহাসন। লোন নেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার জন্যও তোমাদের জিজ্ঞাসা করে ইনি কে? বলো, দেখো লেখা আছে ভগবানুবাচ, আমি সাধারণ দেহে আসি। সেই সুন্দর শ্রীকৃষ্ণই ৮৪ জন্ম নিয়ে সাধারণ হয়ে পড়ে, সাধারণই আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ হন। তিনি নীচে তপস্যা করছেন, জানে যে আমি এইরকম হতে চলেছি। ত্রিমূর্তি তো অনেকেই দেখেছে। কিন্তু তার অর্থও তো জানা চাই। স্থাপনা যিনি করেন আবার পালনও তিনিই করবেন। স্থাপনার সময়ের নাম, রূপ, দেশ, কাল পৃথক, পালনের নাম, রূপ, দেশ, কাল পৃথক। এই কথা বোঝানো তো খুব সহজ। ইনি নীচে তপস্যা করছেন আবার ইনিই হতে চলেছেন। উনিই ৮৪ জন্ম নিয়ে ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হয়েছেন, কতো সহজ সেকেন্ডের জ্ঞান হলো। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে আমি এই দেবতা হচ্ছি। ৮৪ জন্মও এই দেবতাদেরই নেন আর কেউ কি নেয়? না। ৮৪ র রহস্যও বাচ্চাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেবতারাই হলো যারা সর্ব প্রথম আসে। যেমন মাছেদের খেলা হয়। মাছ এইরকম নীচে আসে, আবার উপরে ওঠে। সেটাও ঐরকম সিঁড়ি। ভ্রমর, কচ্ছপ ইত্যাদির যে উদাহরণ দেওয়া হয় সেই সব এই সময়ের। ভ্রমরেরও দেখো কতো বুদ্ধি। মানুষ নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করে কিন্তু বাবা বলেন ভ্রমরের যত বুদ্ধি তাও নেই। সাপ পুরানো চামড়া ছেড়ে নতুন নিয়ে নেয়। বাচ্চাদের কতো বিচক্ষণ তৈরী করা হয়, বিচক্ষণ আর সুযোগ্য। আত্মা অপবিত্র হওয়ার কারণে সুযোগ্য নেই। তাই তাদের পবিত্র ও সুযোগ্য করে তোলা হয়। সেটা হলোই সুযোগ্য দুনিয়া। এটা তো এক বাবারই কাজ যা এই সমগ্র সৃষ্টিকে হেল থেকে হেভেনে পরিবর্তন করে। হেভেন কি, এটা মানুষের জানা নেই। হেভেন বলা হয় দেবী-দেবতাদের রাজধানীকে। সত্যযুগে হলো দেবী-দেবতাদের রাজ্য। তোমরা মনে করো সত্যযুগে নতুন দুনিয়াতে আমরাই রাজ্য পাট করতাম। ৮৪ জন্মও আমরাই নিয়েছিলাম। কতবার রাজ্য নিয়েছি আর হারিয়েছি, এটাও তোমরা জানো। রাম-এর মত

দ্বারা তোমরা রাজ্য নিয়েছিলে, রাবণ-মতে রাজ্য হারিয়েছো। এখন আবার উপরে ওঠার জন্য তোমরা রাম-মত পেয়ে চলেছো, নেমে যাওয়ার জন্য পাওয়া যায় না। বেশ ভালোই তো বুঝতে পারো কিন্তু ভক্তি মার্গের বুদ্ধি চেঞ্জ হয় অনেক বিড়াম্বনায়। ভক্তি মার্গের শো অনেক। সে যেন পাঁকের ডোবার মতো, একদম গলা পর্যন্ত ডুবে যায়। যখন সবার সব কিছু সমাপ্ত হয় তখন আমি আসি, সবাইকে জ্ঞানের দ্বারা উদ্ধলোকে নিয়ে যাই। আমি এসে এই বাচ্চাদের দ্বারা কার্য করাই। বাবার সাথে কার্য করার জন্য তোমরা অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণরাই আছো, যাদের খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরের সাহায্যকারী) বলা হয়। এটা সর্ব শ্রেষ্ঠ রকম সাহায্য করা। বাচ্চাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় - এইরকম এইরকম করো। আবার ওর থেকে ঝেড়ে বেছে বেয়ো। এটাও নতুন কথা না। পূর্ব কল্পে যত জন দেবী-দেবতা হয়েছিলো তারাই আবার হবে। ড্রামায় নির্ধারিত। তোমাদের শুধু মাত্র ঈশ্বরীয় বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। খুব সহজ এটা। তোমরা জানো ভগবান আসেনই কল্পের সঙ্গমে যখন ভক্তি ফুল ফোঁসে থাকে। বাবা এসে সবাই কে নিয়ে যান। তোমাদের ওপর এখন বৃহস্পতির দশা। সকলেই স্বর্গে যায় আবার পড়াশুনায় নম্বর অনুযায়ী হয়। কারোর উপর মঙ্গলের দশা কারোর উপর রাহুর দশা বসে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) সুযোগ্য (লায়ক) আর সুবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে। সমগ্র দুনিয়াকে হেল থেকে হেভেন পরিণত করার জন্য বাবার সাথে সার্ভিস করতে হবে। ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদমতগার) হতে হবে।

২) কলিযুগী দুনিয়ার নিয়ম-কানুন, লোক-লাজ, কুলের মর্যাদা ছেড়ে সত্যিকারের মর্যাদা সমূহের লালন-পালন করতে হবে। দৈবী-গুণ সম্পন্ন হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের স্থাপনা করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* অপবিত্রতার অংশ - আলস্য আর অমনোযোগিতাকে ত্যাগ করা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ভব দিনচর্যার কোনও কর্মে উপর-নীচ হওয়া, আলস্য আসা বা অমনোযোগী হওয়া - এসব হলো বিকারের অংশ, পূজনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে যার প্রভাব পড়ে। যদি তোমরা অমৃতবেলায় নিজেকে জাগ্রত স্থিতিতে অনুভব না করো, বাধ্যবাধকতা ভেবে বা আলস্যের সাথে বসো, তাহলে তোমাদের পূজারীরাও বাধ্যবাধকতা মনে করে বা আলস্যের সাথে তোমাদের পূজা করবে। তাই আলস্য আর অমনোযোগিতাকে ত্যাগ করে দাও, তবে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে পারবে।

\*স্লোগানঃ:-\* সেবা করো, কিন্তু ব্যর্থ খরচ করবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;